CONTENTS

Monday 20th March, 1995

b) Sri Bajuban Reang Minister-in charge of the Dept. of Agriculture Made a statement of on the matter raised by Sri Sudhan Das regarding purchase of potatos from farmers and preservation of potatos in cold storage

c) Sri Samar Chowdhury, Minister in-charge of the Home department made a statement on the matter raised by Sri Khagendra Jamatia regarding the incident of kidnaping of Manik Majumder, member of C P M Local Committee from Raisyabari P. S area on 6th March. 1995.

d) Sri Tapan Chakraborty Minister made a statement on the matter raised by Sri Ratanlal Nath regarding new published in the Syandan Patrika on 12th Feb 1995 allenging B D O for involment in corroption

4 CALLING ATTENTION

a) Sri Sunil Kumar Choudhury called the attention of the Minister in-charge of the Home department regarding death of Babul Munda at G. B Hospital being attack priviously at the residence of Sibir Munda of Kalachara under Mohanpur Block

b) Sri Samar Chowdhury, Minister-in-charge of the Home department made a statement on the matter raised by Sri Ramendra Ch. Debnath regarding robbery and killing at pratapgarh on the 13th March, 1995

Thursday 21st March, 1995

to which Sri Haricharan Sarkar had call the Attention of the Minister-in-charge of the Home department regarding the incident of physical torture over Sri Radharaman Debnath, Ex-M.L.A by office in-charge of Sidhai P. S on 6/1/95.

b) Sri Samar Chowdhury, Minister-in-charge of the Home department made a statement on the matter to which Sri Madhab Ch. Saha had call the attention of MInister-in-charge of the Home department regarding Killa Road blocage lunched by congress (I) on Ist March, 1995.

c) Sri Ranjit Debnath, Minister-in-charge of the labour department made a statement on the matter at which Sri Amal Mallik called the attention of the Minister-in-charge of the labour department regarding Irigularities of salary and other aminities of Media proper personalities working in private sectors in the state.

d) Sri Sukumar Barman, Minister-in-charge of the Fishery department made a statement on the matter of which Sri Amal Mallik had called the Attention of Minister-in-charge of the Fishery department regarding shifting at Fishery college from Maharani to Lembuchara by the Govt.

-o—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 20th March, 1995, Monday at 11 A M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Bimal Sinha, in the Chair The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker, 13 Ministers and 40 Members.

ANNOUNCEMNET BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— I like to inform you that the Hon'ble Chief Minister has kindly authorised Sri Baidyanath Majumder, Hon'ble Deputy Chief Minister to perform the duties and discharge the functions relating to the business of the departments allocated to the Chief Minister, in his absence in the House for and on behalf of the Chief Minister from 20th March, 1995.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিশালগড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারী কর্মচারী স্বার্থে নূতন করে বেতন কমিশণ গঠন করার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকলে কবে নাগাদ উক্ত বেতন কমিশন গঠন করা হবে ?

উত্তর

১) এবং ২) না, এখনও সরকার উক্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থে ৪র্থ বেতন কমিশন গঠন করার প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি সরকার এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তখন জানানো হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, এটা প্রয়োজন কিনা ৪র্থ বেতন কমিশন গঠন করা রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪র্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্লেস হয়ে গিয়েছে ৫ম বেতন কমিশনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে, সেখানে রাজ্যের কর্মচারীর স্বার্থে ৪র্থ বেতন কমিশন গঠন করার প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অভাব নেই। এটা সাধারণতঃ দশ বছর পর পর হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা, প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে, সরকার যথাসময়ে এটা বিচার বিবেচনা করবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কর্মচারীদের স্বার্থে অন্তবর্তী ভাতা দেওয়া হবে কিনা ? এ, ডি, এর কোন অংশকে ডিয়ারনেসপে করা হবে কিনা, হলে কত অংশ ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—**স্যার, আমি বলেছি এই সম্পর্কে সরকারের এখন পর্যন্ত কোন নীতি গ্রহণ করেননি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, দ্বিতীয় বেতন কমিশনে যে সমস্ত এনামোলি ছিল এবং যে সমস্ত সাব পে-এনামোলি কমিটি বা কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে এসেছে কিনা এবং আসলে সেই এনামোলি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আগের অধিবেশনে জবাব দেওয়া হয়েছে। এনামোলি কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এটা এখন আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এনামোলি সাব কমিটির কাছে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন। এনামোলি সাব কমিটি সেই কমিটির কাছে প্লেস করেছে, সেই এনামোলি কমিটি সেটা সরকারের কাছে পেশ করেছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা এখন বিবেচনাধীন আছে। ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বেতনের কত শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে, বেতন পুর্ণবিন্যাসের জন্য বেতন কমিশন গঠন করতে হবে এই ব্যাপারে সরকারের নিয়মনীতি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি সাধারণতঃ দশ বছর পর পব বেতন কমিশন গঠন হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪০

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪০

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পি, ডাব্লিও, ডি, থেকে ডিডের ভিত্তিতে বেকারদের কাজ দেওয়া হয় ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই পর্যন্ত '(ডিড চালু হওয়ার পর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর) কত ডিডকে কাজ দেওয়া হয়েছে ?

৩। কোন ডিভিশনে কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। উক্ত সময়ে মোট ২৫৩০টি ডিড ফর্মকে দেওয়া হয়েছে।

১। বিভিন্ন ডিভিশনে ২,৫৩০টি ডিডের মাধ্যমে ৭,৫৯০ জনকে কাজ দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দ্রষ্টব্য। স্যার, এটা অনেক বড় আছে, তা পড়তে হলে অনেক সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— টোট্যাল কতটা ডিভিশান আছে? বেশী বড় হলে লে-করে দেবেন।

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, টোট্যাল ডিড কতটা তা আমার কাছে নেই। তবে কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে তা আমার কাছে আছে। স্যার, আমি এটা লে-করে দিচ্ছি। ANNEXURE—"A"

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, পি: ডাবলিও, ডি, দপ্তরে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলি ইচ্ছা করলে ডিডের মাধ্যমে করানো যায়, সেই সম্পর্কে সু-নির্দ্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ দপ্তরের তরফ থেকে নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এমনিতে নির্দেশ দেওয়া আছে, যেগুলি বড় বড় কাজ নয়, যেমন আর্থ ফিলিং, মেটেলিং ইত্যাদি ছোট ছোট কাজগুলি ডিডের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই ডিড দেওয়ার রোষ্টার প্রথা মেনে দেওয়া হয় কিনা? এই রকম নির্দ্দেশ দপ্তরে আছে কিনা?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রোষ্টার এই ভাবে নেই, তবে নির্দেশ আছে প্রত্যেক ৬টা কাজের মধ্যে দু'টা এস, টি, এবং একটা এস, সি, ডিড ফর্ম পাবে। এই ভাবে সিদ্ধান্ত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বড় বড় কাজগুলি বাদে ছোট ছোট কাজগুলি ডিডের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার, এই যে কার্পেটিং মেটেলিং-এর অন্তত ৫ কি: মি: থেকে ৭ কি: মিঃ কার্পেটিং-এর কাজ খোয়াই-এর একজন কণ্ট্রাকটরকে দেওয়ার পর গত পাঁচ বৎসরে সেই কণ্ট্রাকটররা কোন কাজ করেনি। কিন্তু সমস্ত টাকা পয়সা খেয়ে ফেলেছে। আর কাজ কাজের জায়গায় পরে আছে। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি স্যার, সেই কল্যাণপুর থেকে আমপুবা পর্য্যন্ত একটা রোড মেটেলিং কার্পেটিং হওয়ার কথা কণ্ট্রাকটর টাকা পয়সা খেয়ে সে এখন আর কাজ করছেনা। এইরকম বহু কণ্ট্রাকটর আছে যারা এইসব করেছে। তাই আমি বলছি এই যে বড় বড় কাজ সেইগুলিকে ছোট ছোট করে দিয়ে এই সব কাজকে তরান্বিত করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিবেন কিনা ?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই হাউজে কয়েকবারই বলেছি যে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন রোড এবং ব্রিজের কাজের জন্য কণ্ট্রাকটারদের পাওনা ১২ কোটি টাকা ছিল। তা ছাড়া সেণ্ট্রাল স্টোরে লাইবিলিটি ছিল তাও প্রায় ৯ কোটি টাকার মত। শুধু আমি পি, ডাবলিউ, ডি, সাইড বলছি, তারপর আছে ফ্ল্যাও ডেমেজ, প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে ফ্লাড ডেমেজটা প্রায়রিটি দিয়ে মেরামত করা হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু মনে আছে সেটা সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই, এই লাইবিলিটি নিয়ে লাষ্ট ইয়ারে পি, ডাবলিও, ডির প্লেন তাতে সাড়ে ১৯ কোটি টাকা ছিল। তার মধ্যে প্রথমেই দু'কোটি টাকা কাট হয়ে গেল। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু টাকা কেটে দিলেন।

তারপরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এ, ডি, সি, কে দেওয়া হয়েছে আর ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এই টাকা নিয়ে এই লাইবিলিটি নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি। এই বৎসরও ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, তার এগিনিষ্টে যে সমস্ত লাইবিলিটি আছে। কাজেই গত দু'বৎসরে যে পরিমাণ কাজ ডিড ফার্মকে দেওয়া যেত, কিন্তু সেই রকম সুযোগ ছিলনা। তাছড়া অন্যান্য দপ্তরের ও সিদ্ধান্ত ছিল তারাও কিছু কিছু দেবেন, কিন্তু অন্যান্য দপ্তর সেভাবে দেয়নি। কাজেই একটা লোড শুধু পি, ডাব্লিও, ডি,র পক্ষে মেণ্টেন করা মুসকিল। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, কাজ কিছু কিছু অ-সম্পূর্ণ রয়েছে, মেইনলি ফিনানসিয়াল কণ্টিনের জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমরা কাজ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা :— (পেঁচারথল) সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,:— ডিড সম্পর্কে কাঞ্চনপুরে যেটা লক্ষ্য করা গেছে স্যার, একজনে ১২ থেকে ১৫ টা পর্য্যন্ত ডিড করেছে স্যার, । এই জিনিষটা ধরাব জন্য কোন আইডেন্টিটি কার্ড করার জন্য সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আইডেন্টিটি কার্ড নয়, এমনিতে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ডিড কর্মগুলোকে কিন্তু এইগুলিকে ক্রস চেক করে করা এটা খুবই ডিফিক্যাল্ট জব। এবং কার ফেমিলিতে কতজন আছে। এবং কি ব্যাপার এটা সিভিল (এডমিনিষ্ট্রটরের) মাধ্যমে চেক করা, তার নির্দেশ ছিল কিন্তু করা যায়নি। আর ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে এই ক্রস চেক করে করে এটা একটা খুবই ডিফিকাল্ট জব আমরা অনেক বারই আলোচনা করেছি। কিন্তু তা পারা যায়নি তা খুবই কঠিন কাজ।

শ্রীসুবল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, ডিড বাদ দিয়ে অন্যভাবে, যেমন ক্রম এলিস্তেনের মাধ্যমে কাজ দেওয়া যায় কিনা ?

আরেকটা হচ্ছে যে ২,৫৩০টি ডিড ফর্মকে কাজ দেওয়া হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে যে এস/টি ও এস/সিদের কাজ দেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকশ্যান আছে, তা মেনে দেওয়া হয় কিনা ?

আরেকটা হচ্ছে রোস্টার প্রথা মেনে এসটি ও এসসিদের কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও সেটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছেনা কেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে, আমরা ডিড ফার্মের ক্ষেত্রে দেখিছি যে এসসি, এসটি যথেষ্ট সংখ্যক ডিড ফার্ম নেই। এটা একটা কারণ, আরেকটা কারণ হতে পারে ওখানে যারা ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার আছেন তাদের কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে এই ব্যাপারে। আর মনানীয় সদস্য আরেকটা বলেছেন যে ফ্রম এলিভেনে কাজ দেওয়ার জন্য, এখন পর্যন্ত আমরা ডিড ফার্ম ছাড়া ট্রাইবেলদের কাজ দেওয়ার জন্য আমরা ১ কোটি টাকা দিয়েছি। দুই বসরে আমরা ১ কোটি টাকা দিয়েছি যেখানে ট্রাইবেলদের কোন ডিড ফার্ম নেই তাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই কাজ পাওয়ার জন্য কতজন বেকার দরখাস্ত করেছেন ? দ্বিতীয়ত, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী পি, ডব্লিও, ডি, এম, আই, এফ, সি এবং পাবলিক হেলথের মন্ত্রী এই ডিড দিয়ে পাবলিক হেলথ ও এম আই এফসিতে দেওয়া কাজ যায় কিনা ? এবং এইগুলি মেণ্টেন্যান্স করা যায় পি, ডবলিওতে না অন্য কোথাও ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কেবিনেট ডিসিশন হয়েছিল সেখানে শুধু পি ডবলিও ডি, এম, আই, এস, সি এবং পি, এইস, সি নয় অন্যান্য দপ্তরকে ইনভলব করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তর কতটা দিয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি সেগুলির জবাব দিয়েছি সেগুলি পি, ডবলিউ; ডি, এম, আই,

এফ, সি, এইচটিকে কিছু কিছু কাজ দিয়েছি তার সংখ্যা আমার কাছে নেই। আর ডিড ফর্ম করার পদ্ধতি হল রেজিষ্ট্রেশন একটা অনুযায়ী ডিড ফর্ম রেজিষ্ট্রেশান করতে হয় পরে তার ডকুমেণ্ট প্লেইসড্ করতে হয় পার্টিকুলার কোন ডিভিশনে, তখন এটাতে এনলিস্টেড করা হয়। শুধু দরখাস্ত করলে হয়না এটা।

শ্রী অমল মল্লিক :— আমার প্রশ্ন এখানে, দরখাস্ত তো করতে হবে, সেই রকম কতটা দরখাস্ত জমা পড়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, আমি বলেছি যে এইযে ডিড রেজিষ্ট্রশানে দরখাস্ত করার পর ডকুমেণ্ট সহকারে পিটিশন করতে হবে।

শ্রী সুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ইতিমধ্যে যে সমস্ত ডিড ফার্ম করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে রোস্টার মানা হচ্ছে, একটা জিনিষ এস, টি এবং এস, সি অসংখ্য ফার্ম হয়েছে এগুলিকে দেখা যায় নামে বেনামীতে অসত্য উপায়ে কাজ করানো হচ্ছে। যারা কাজ করতে পারে না তারাও কাজ করছে এটা বন্ধ করার কোন উদ্যোগ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে। এটাকে বন্ধ করতে হলে একটা ভিজিলেন্স ইউনিট খুলতে হচ্ছে। সব জায়গায় তদারকির কাজ করার জন্য এক্ষুণি এই ফ্লোরে আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই-টুকু বলা যায় যে এটা দেখার জন্য আমরা ভিজিলেন্স রাখব।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পূর্ত-দপ্তরে এই ডিড ফার্ম দ্বারা কাজ করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে এবং যারা কাজ করবে তাদের ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশনের কোন বার আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— এই স্কীমে আন এমপ্লয়মেণ্ট ইউথরা কাজ পাবে। এস, টি এবং এস, সির ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন রিলাক্স করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজ নন্ প্ল্যানে করা হয়, প্ল্যানের টাকা ভাগ করে ছোট ছোট কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। সি, পি, ডবলিও সপেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ দিতে গেলে অনেক টাকার দরকার। খুব কম টাকায় সবাইকে প্রোভাইড করতে হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বহু রাজ্যে দেখা যায় মহিলারাও এই ডিডের মধ্যে এসে কাজ পাচ্ছে। কাজেই আমাদের এখানে সেই মহিলাদেরকে যারা বেকার তাদেরকে আনা হচ্ছে কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নেই। কাজ আলাদা করে রাখা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— বেকারদের উদ্দেশ্যে যদি এটা চালু হয়ে থাকে তাহলে তারা যাঁতে উপকৃত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ দেখা যাচ্ছে কাজ করতে গিয়ে এক বছর এমনকি ১৮ মাসও লেগে যায় প্রশাসনিক বিভিন্ন কারণে। এই ঘেরাকল থেকে বেকাররা যারা কাজ করে সেটা দূর করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ডিড ফার্মে কাজ দেওয়া হচ্ছে বেকারদের উপকারের জন্য। আমরা এটা করছি বিরাট ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমে আমরা অনেক লায়েবিলিটিস নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। রানিং কনট্রাকটার যারা তাদের পেমেণ্টের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হচ্ছে এটা ঠিক। তবে আমরা চেষ্টা করে দেখব যাতে তাড়াতাড়ি পায়।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে এই অ্যাস্যুরেন্স দেবেন কিনা, মহিলাদের ডিডের ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ডিড ফর্ম মহিলাদেরও ২/১ জনের নাম আছে। তবে এখানে অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬১

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং —৬১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ধর্মনগর রেল স্টেশনের পূর্বদিকে কাকড়ী নদীর ব্রিজটি বর্তমান মানুষ চলাচলের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে কবে নাগাদ উপরোক্ত ব্রিজটির রিপেয়ারিং-এর কাজ শুরু করা হইবে ?

উত্তর

১। ধর্মনগর রেলষ্টেশনের পূর্বদিকে কাকড়ী নদীর উপর পায়ে চলা কাঠের ব্রিজটি পর পর তিনটি বন্যায় প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে।

২। অর্থের সংকুলান হলে আগামী আর্থিক বছরে বন্যায় বিনষ্ট কাঠের সেতুটির মেরামতির কাজ শুরু হবে। বর্তমানে কাকড়ী নদীর উপরে এস, পি, টি, ব্রিজের উপর দিয়ে লোক চলাচল করছে।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ :— স্যার, এই কাঠের ব্রিজটি নস্ট হয়ে যাবার পর এই ব্রিজের অর্ধেক অংশ পানিসাগর ব্লক থেকে এবং বাকী অংশ ধর্মনগর পি. ডবলিও. ডি. বিভাগ থেকে ঠিকেদারের মাধ্যমে কয়ান হয়। কাজ হয়ে যাবার পরও ঠিকেদাররা টাকা এখনও পাননি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা আমার জানা নেই। তবে ৪০০ মিটার দূরে একটি এস, পি, টি ব্রিজ আছে সেখান দিয়েই লোক চলাচল করে। অর্থের সংস্থান করতে পারলে আগামী আর্থিক বছরে ব্রিজটি মেরামতের কথা চিন্তা করা হবে। আর মাননীয় সদস্য এখানে টাকা না পাবার যে কথার উল্লেখ করলেন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই।

শ্রী দেবব্রত কলই (অম্পিনগর) **:—** স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৪৭

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৪৭

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৪৪৭

প্রশ্ন

১। বিগত কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের আমলে জনসাধারণকে

প্রদত্ত ঋণমেলার টাকা এবং কৃষি ঋণের টাকা মুকুব করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কিনা,

২। রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রদান করা উপরোক্ত ঋণের পরিমাণ কত? (কৃষি ঋণ ও ঋণমেলার টাকার আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কের কাজ কারবার ইউনিয়ন লিস্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। কাজেই ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব একান্ত ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের।

২। রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ঋণমেলা বাবদ সাতাশ কোটি ষোল লক্ষ টাকা। এবং কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ বাবদ পঁয়ত্রিশ কোটি এক লক্ষ টাকা রাজ্যে কর্মরত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন ঋণমেলার টাকা এবং কৃষি ঋণের টাকা মুকুব করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তাহলে আমি কি জানতে পারি এই সরকারের কাছ থেকে ঋণ মুকুবের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা বা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন চিঠি লেখা হয়েছে কিনা?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, আমি যতটুকু জানি, খবর পেয়েছি তাতে জোট সরকারের আমলে মুকুবের জন্য কোন দাবী করা হয়নি এবং আমাদের গভর্ণমেণ্টের আমলেও দাবী করা হয়নি। কিন্তু বিষয়টা এই রকম যে এখন নিউ ইকনমি পলিসি যেটা নিয়েছেন গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, তাঁরা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছেন

ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা আদায় করার জন্য এবং তারা বিভিন্ন ডিমাণ্ড রিকভারি করার জন্য প্রচণ্ড চাপ আমাদের উপর সৃষ্টি করছেন যাতে করে ঋণ গ্রহীতা তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফাই কেইস বের করতে পারে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে ব্যাংকের ঋণ মুকুব করা এত সহজ হবেনা। একটা সময় হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। সেটা আলাদা জনতা গভর্নমেন্টের আমলে হয়েছিল। তবে জনমত সৃষ্টি করতে পারে, মানুষ দাবী করতে পারে।

শ্রী দেবব্রত কলই (অগ্নিনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ঋণ মেলায় জোট সরকারের আমলে ২৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা এবং এখন পর্য্যন্ত কত টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে কোন ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি বলতে পারব।

১) টি জি, বি—১৬ কোটি, ৭ লক্ষ (২) ইউ, বি, আই—৭ কোটি ৯৯ লক্ষ (৩) এস, বি, আই—২ কোটি, ৩৭ লক্ষ (৪) বি, ও, বি,—৩·৭০ (৫) ইউকো ব্যাংক ৭২.৬০ (৬) সি, বি, আই—৫৪ হাজার এবং (৭) এলাহাবাদ ব্যাংক ১৭·৩৯ টাকা কিন্তু কোন ব্যাংক থেকে কত টাকা আদায় করা হয়েছে সে তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী মঞ্জু ভৌমিক (বড়জলা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন মে ট ৩৫ কোটি এক লক্ষ টাকা ৯৬ হাজার ২৮৭ জনকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মুকুব করা হবে। এই সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন নিউ

ইকনমি পলিসি চালু হয়নি যেহেতু এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হবে কিনা এবং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন সেটা জানাবেন কি?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেই বলেছি জনতা সরকার ঋণ মুকুব করেছিলেন এবং তার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত আর ঋণ মুকুব করা হয় নি। এই ঋণ মঞ্জুর এবং বিলি করেছেন ব্যাঙ্ক। যেহেতু ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সে-হেতু ব্যাঙ্ক থেকে দেয়া ঋণ মুকুব করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব একান্ত ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের। উল্লেখ করা যায় যে রাজ্যের সমবায় ব্যাংক সমূহ ঋণ মেলার আওতা থেকে বাদ ছিল। তাই এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করা সম্ভব নয়।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন জোট সরকারের আমলে ঋণ মুকুবের জন্য কোন চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার দেয়নি। আমার যতটুকু মনে হয় ১৯৯২ সনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে ঋণমেলা মুকুবের জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। যাই হোক এই গরীব মানুষের ঋণ মুকুবের স্বার্থে বর্তমানে অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ঋণ মুকুবের জন্য কোন চিঠি লিখবেন কিনা?

শ্রীবিদ্যানাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ঋণ মেলাটা ত যেভাবে হয়েছিল, নীতিহীনভাবে হয়েছিল। এই সি, সি, ডি, পির প্রোগ্রামকে আমরা বিরোধীতা করেছি। এটা ক্যাশ রুলের মত হয়েছে। স্যার, আমি বলি আমরা ৮৮ সনের নির্বচনের আগে আমরা এটাকে বিরোধিতা করেছি। তবু গরীব মানুষ পেয়ে থাকে সেটা মুকুব হলে আমরা বিরোধীতা করবনা। কিন্তু এই পদ্ধতিটা ইলেক্শানের জন্য, ইলেকশনের পূর্বমূহুর্তে এইরকম ক্যাশ মানি দেওয়া।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাংক এবং যে সমস্ত ব্যাংক ঋণ মেলার ঋণ দিয়েছে তারা চেষ্টা করছেন এই ঋণ আদায়ের জন্য এবং ব্যাংকের হিসাব প্রায় ২৫ পারসেন্ট নোটিশ সার্ভে করার জন্য লোক পাচ্ছেন না, সেই লোক ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কিনা সন্দেহ, এই তথ্য ব্যাংকগুলি থেকে জানা গেছে। এতে বুঝা গেছে প্রচুর টাকা বেআইনীভাবে নয়ছয় হয়েছে। যাদের প্র্যাক্টিকেলি ত্রিপুরাতে বাড়ীঘরও নেই, যাদের জন্মও হয়নি এই ত্রিপুরাতে তারাও পেয়েছে এই তথ্য সঠিক কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, স্টেট্ চ্ আউট করা যাচ্ছেনা এইরকম কয়টা লোক এবং কারা কারা এটা এখন আমার কাছে নেই। তবু ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক থেকে ওরা রিকভারী গ্রান্ট করছে। সারা ভারতবর্ষে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৬টা ছিল। এর মধ্যে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৫০টাকে চালু রাখার সিদ্ধান্ত করছেন। তার মধ্যে ৪৯টা হয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে যেটা আছে সেটা এই ঋণ মেলায় ১৬ কোটি টাকা তার সুদে আসলে মিলিয়ে ২৩-২৪ কোটি হয়েছে। আমার যতটুকু মনে আছে টোটাল লায়েবিলিটিস ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এখন ওরা বলছেন নাবার্ড-এর অফিসাররা এসেছিলেন, ইউ, বি, আই, থেকে এসেছিলেন। একটা মিটিং হয়েছিল, তাতে ওরা খুব প্রেসারাইজ করেছে যে রিকভারী বাড়াতে হবে। আমাদের এখানে যে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্রাঞ্চ আছে, তার কর্মকর্তা যারা আছেন, অ্যাম্‌প্লয়িজ যারা আছেন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন রিকভারী বাড়ানো যায় কিনা। আমরা এই টি, জি, বিকে চালু রাখার জন্য আরও ৭০ কোটি চেয়েছি। কারণ ৯৯টা ব্রাঞ্চ সারা ত্রিপুরাতে, রিমোট এরিয়াতে। এগুলি চালু রাখতে না পারলে গরীব মানুষ সাহায্য পাবেনা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এর পজিটিভ রেসপন্স আমরা পাইনি। এই ঋণের টাকাটা আমরা মুকুব চেয়েছি। এই ঋণের টাকাটা আমাদের মুকুব দিয়েছে, যেটা

গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে দিতে হবে ঋণ মেলার টাকাটা সুদ সহ, তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত পাইনি বা আরও কিছু অর্থ দিতে হবে গ্রামীণ ব্যাংককে তার কোন সিদ্ধান্ত এখনও পাইনি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি নিজে বলেছেন টি, জি, বি লাইবিলিটি রাজ্যে ২৭ কোটি ১৬ লক্ষ এবং অন্যান্য কৃষি ঋণ ৩৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা। কাজেই ঋণ মেলার লাইবিলিটি আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য লাইবিলিটিও আছে। এই অবস্থায় ঋণ আদায় করতে গিয়ে টি, জি, বি স্কীমের টাকা দেওয়া হয়েছে ১৯৮৮ সাল থেকে, কিন্তু এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিভিন্ন স্কীম ভিত্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০ সন থেকে এবং তার আগেও আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিকভারী ক্যাম্পের মাধ্যমে যারা টি, জি, বি থেকে ঋণ নিয়েছেন পারটিকুলার ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং কোর্ট কেস করা হচ্ছে। স্যার, ঋণ আদায়ের যে প্রসেস, সেই প্রসেসের মধ্যে এর আগের যারা ঋণ গ্রস্থ তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রতি-হিংসার জন্য টি, জি, বি, থেকে যারা ঋন নিয়েছেন তাদের উপরই নোটিশ করা হচ্ছে এবং তাদের উপরই প্রেসারাইজ করা হচ্ছে এটা দেওয়ার জন্য, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা ঠিক নয়। ১৯৮৬ সাল থেকে যে ঋণ ছিল তখন তাতে জনতা গভর্ণমেণ্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তাতে আমাদের রাজ্যে আমার যতটুকু মনে আছে সেইটুকু বলছি তাতে প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ঋণ গ্রস্ত মানুষ ছিলেন এবং সর্বশেষ যে টাকা আমরা পেয়েছি সেই টাকা দিলে পরে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে অনেক কৃষক ঋণমুক্ত হয়েছেন। বাকী ৩২ হাজারের মত ডিসপুট রয়েছে। এটা ঠিক না, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, যে পারটিকুলার কোন অংশকে নির্দ্দিষ্ট করে এটা করা হচ্ছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা, যে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৫৪ টা নোটিশ এনেছে যাতে যারা কোন দিন ব্যাংকে যায়নি, ব্যাংকের ঋণ কোনদিন নেয়নি তাদের নামে নোটিশ গেছে এবং এই লোকগুলির নামে ভুয়ো ঋণ মেলার টাকা তুলে নিয়েছে এই তথ্য জানা আছে কিনা এবং এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সুনির্দ্দিষ্টভাবে অভিযোগ যদি দেন নাম ধাম দিয়ে তো তদন্ত করে দেখা হবে ।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) স্যার, ঋণ মেলার নামে জনগণকে বাঁশডলা দিয়েছেন ওনারা। স্যার, এই ঋণ মেলা দিয়ে প্রতিটি জায়গায় বলা হয়েছিল যে ঋণ নেবেন এবং এই ঋণ ফেরত দিতে হবে না। আর এখন প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী নোটিশ যাচ্ছে। আমি দেখেছি ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তেলিয়ামুড়া থেকে উত্তর মহারানী পর্য্যন্ত হেঁটে এসেছেন শেষ বয়সে নাতিকে তার টাকাটা দিয়ে যেতে পারেন বলে। আর এখন নোটিশ যাচ্ছে টাকা ফেরত দেবার জন্য। স্যার, আমরা দেখেছি এই ঋণ মেলাতে অনেক ব্যাংক অংশ গ্রহণ করতে চায়নি। তখন তারা এই গ্রামীণ ব্যাংককে বাধ্য করেছিল এই ঋণ মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং স্যার, এইভাবে ওরা এই গ্রামীণ ব্যাংককে একদম ফতুর করে দিয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমার জানা নেই। তবে ব্যাংকে যে টাকা, সেটা সরকারী টাকা নয়। ব্যাংক জনগণের কিছু অংশ টাকা রাখেন। সেই টাকা থেকে ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। এই হচ্ছে পদ্ধতি। কাজেই যদি কেউ এই ধরণের কিছু বলে থাকেন তাহলে সেটা ভুল করছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে সে ঋণের টাকা ফেরত দেওয়া উচিত।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা গ্রামে গঞ্জে ব্যাংকের প্রতিনিধিরা যখন ঋণের টাকা রিকভারী করতে যান তখন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস,-এর নেতারা ঋণ গ্রহীতাদের বলেন যে তোমাদের ব্যাংকের টাকা ফেরত দিতে হবে না, আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে তাদের সেই ঋণের টাকা মুকুব করে দেব। এই ধরণের অপপ্রচার তারা করছেন এবং এইভাবে অপপ্রচার করে আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকের দৈন্যদশার পেছনে যে ষড়যন্ত্র রয়েছে তাতে সামিল রয়েছেন কিনা তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেস এবং টি. ইউ, জে, এস, এর নেতারা যে কত কথাই বলে চলেছেন সেটা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৪২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৪২

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা জিলার মনু হইতে (ভায়া ফটিকরায়) কৈলাশহর পর্য্যন্ত রাস্তাটি প্রয়োজনীয় মেরামত করে কবে নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী করা হবে ?

২। ফটিকরায় হইতে কাঞ্চনবাড়ী ও ফটিকরায় হইতে ডলুগাঁও পর্য্যন্ত রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ আগামী বর্ষার পূর্বে শেষ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ এই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। উপরোক্ত রাস্তাটিতে আগামী আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ বাস চলাচলের উপযুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। ফটিকরায় থেকে কাঞ্চনবাড়ী সলিং রাস্তার ৭ কি, মি- এর মধ্যে ৫ কি, মি, অংশে মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং বর্ষার পূর্বে শেষ হবে আশা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে বাকি ২ কি, মি, রাস্তার মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর কাজ আগামী আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হবে।
ফটিক রায় থেকে ডলুগাঁও রাস্তার কিছু অংশ মনু নদীর ভাঙ্গনের ফলে নূতন রাস্তা তৈরী করার পরিকল্পনা বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যেহেতু রাস্তার অ্যালাইনমেণ্ট পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং কিছু জায়গার জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। তাই এই মুহুর্তে কোন আশ্বাস দেওয়া যায় না।
৩। ফটিক রায় থেকে কাঞ্চনবাড়ী রাস্তার কাজ বর্ষার পূর্বে শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং ফটিকরায় হইতে ডলুগাঁও রাস্তার কাজ আগামী আর্থিক বছর নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। যদি জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন্ন হয় এবং রাস্তা নির্মাণ ও জমি অধিগ্রহণ করার পর জমির মালিকদের জমির দাম ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) **:— মিঃ স্পীকার স্যার,** অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২০১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০১।

<u>প্রশ্ন</u>

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে কতটি রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে কতটি করা সম্ভব হয়েছে ?

২। উদয়পুর বদরমোকামঘাট হইতে নিত্যবাজার পর্য্যন্ত ইট সলিং মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

<u>উত্তর</u>

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া সাপেক্ষে ১৩৯টি রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা সিডিউল অব্ ওয়ার্কস-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৪৯টি রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে বদরমোকামঘাট হইতে পিত্রা বাজার পর্য্যন্ত ইট সলিং, মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে বদরমোকামঘাট হইতে ১·৩০ কি, মি, রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কাজ শেষ হয়েছে। পিত্রা হতে নিত্য বাজার অংশটি পূর্ত্ত দপ্তরের আওতাধীন নয়। এই অংশটি এ. ডি. সি.র হাতে রয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে

১৩৯টি রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪৯টি রাস্তার কাজ করানো হয়েছে। বাকি রাস্তাগুলি কি কারণে করা সম্ভব হয়নি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? দ্বিতীয়ত নিত্য-বাজার বিশেষ করে পূর্ব ব্রজেন্দ্রনগর গাঁওসভার অধিনে যে সব উপজাতি পরিবার রয়েছে তাদের রেশন আনতে হলে পিত্রা বাজারে যেতে হয়। যার ফলে তাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেই দিক থেকে চিন্তা করে পিত্রা হতে নিত্য বাজার পর্য্যান্ত রাস্তাটি কাজ করা হবে কিনা? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় জানেন যে গত দুই বৎসরে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে নিত্যবাজার পর্য্যন্ত নেবার জন্য রাস্তার কিছু কিছু অংশে ইট সলিং করা হয়েছিল। কাজেই বাকি অংশটির কাজ করে উদয়পুর, যে সেখানকার প্রাণকেন্দ্র, তার সঙ্গে যোগাযোগে করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তাভাবনা করবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে উদয়পুরের বদরমোকামঘাট হইতে পিত্রা বাজার পয্যন্ত ইট সলিং, মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বছরে সেটা শেষ হবে। আর বাকী যে পিত্রা থেকে নিত্য বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি সেটির দায়িত্ব রয়েছে এ, ডি, সি-র হাতে।

দিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরের বাজেটে বিলোনীয়া থেকে উত্তর সোনাছড়ি রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং করার জন্য কোন বরাদ্দ ধরা হয়নি। কিন্তু এবারের বাজেটে এটা করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে স্পেসিফিক প্রশ্ন দিলে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, এবং

শ্রী রতনলাল নাথ। আপনাদের যে কেউ প্রশ্নের নাম্বার বলতে পারেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৮৮

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৮৮

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ রাজ্য সরকারের নিকট কত শতাংশ মহার্ঘ-ভাতা পাওনা আছে ?

২। এই পাওনা মহার্ঘভাতা কবে নাগাদ রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ পাবেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে ৩৫০০ টাকা মূল বেতন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ১.৪.৯৫ ইং হইতে ৮৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাবেন এবং বর্তমানে কেন্দ্রিয় সরকারী কর্মচারীগণ ১১৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন।

২। এখানে যে ডিফারেন্সটা ১১৪ পারসেন্ট- ৮৩ পারসেন্ট সেটা আর্থিক সংস্থান হলে পরে দিতে পারব। আমাদের গভার্ণমেণ্ট ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে ৯ পারসেন্ট এবং পরে ১১ পারসেন্ট দিয়েছেন। তারপর আবার ১২ শতাংশ ঘোষণা করেছেন এটা আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ ইং থেকে দেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডি, আর, ডাবলিও এবং কনটিনজেন্ট কর্মীদের ডি, এ, দেওয়া হয় কিনা; যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা রক্ষার জন্য কি দেওয়া হয় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার ডি, আর, ডাবলিও এবং কন্টিনজেন্ট কর্মীরাতো আসলে সার্ভিজ রুলের মধ্যে পরে না। আমরা যখন ডি, এ, রিলিজ করি সরকারী কর্মচারীদের জন্য তখন আমরা ওদের কিছু সাহায্য করি। যেমন এবার আমরা করলাম, তখন আমরা বলেছি যে, দৈনিক এক টাকা করে ওদের বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নিরীহ কর্মচারী যারা আছে এই ডি, আর, ডাবলিও, এবং কন্টিনজেণ্ট, এটা প্রত্যেক সময় হয়ে থাকে, যুগে যুগে হচ্ছে। সুতরাং তারা মাত্র ৭শত টাকার মত বেতন পায়। উনি বলেছেন যে, এক টাকা মজুরী ধরে দিয়েছেন। এটা কোন প্রপোরশান অনুসারে, এই যে ১২ শতাংশ ডি, এ, দেওয়া হয়েছে, তাদের এক টাকা ধরে দিয়েছে, এটা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হযেছে, এটা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, কোন ভিত্তিতে নয়, আমাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী কিছু বাড়িয়ে দেওয়া। আমি বলতে পারি জোট সরকারের আমলে কিছু ডি, আর, ডাবলিও, আছে অবশ্য তার আগেও কিছু আছে। ইরে-গুলার এ্যাপয়েনমেণ্ট কোন ফরমালিটি মেইনটেন করা হয়নি। আমরা বলেছি যে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়মকানুন তাদের ডি, এ,র যে ফর্মুলা আছে, সেখানে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী ডি, আর, ডাবলিওকে সাহায্য করছি এই সময়। এটা এখানে কোন প্রপোরশনের ব্যাপার নেই।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ১৯৯৩ইং এপ্রিল পর্য্যন্ত কর্মচারীরা কত ডি, এ, পাওনা ছিলেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক আমার কাছে এখন

নেই। আমি বলেছি যে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে ২০ পারসেণ্ট ডি, এ, রিলিজ করেছি আর ১২ পারসেণ্ট তা ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ইং থেকে হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এই ব্যাপারে অনেক হয়েছে। আপনি বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে ৩১ শতাংশ বাকী আছে।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ প্লীজ বসুন। অনেক হয়েছে। বসুন, বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার একটা প্রশ্ন, এখানে নূতন, নূতন জিনিষ হচ্ছে স্যার, এখানে স্লেবে ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে স্যার। এইবার নূতন ভাবে সিষ্টেম করেছে। কর্মচারীরা আমাদেরকে বলেছে যে এটা তো নূতন সিষ্টেম। এই যে ৩১ শতাংশ ডি, এ, দেওয়ার বাকী আছে তা কবে নাগাদ দেবেন বলে আশা করা যায়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমাদের আন্তরিক প্রচেস্টা আছে। আমি বলেছি যে ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ ইং আসলে আমরা তিন কিস্তি ডি, দিয়ে দেব। কিন্তু ফিকস্ট করে দিতে পারছিনা। কারণ আমাদের একর্ডিং টু এভেলিটি অব ফাণ্ড আমরা রিলিজ করছি.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চাননাম্বার-২০৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী):— স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০৬

<u>প্রশ্ন</u>

১। সারা রাজ্যে পূর্ত্ত দপ্তরেব অধীন স্বল্প স্থায়ী কাঠের সেতুর (এস, পি, টি, ব্রিজ) সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের ১লা ফেব্রুয়ারী '৯৫ ইং পর্য্যন্ত স্বল্প স্থায়ী কাঠের সেতুর জন্য শুধু মাত্র মেরামতের উদ্দেশ্যে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১লা ফেব্রুয়ারী' ৯৫ ইং পর্য্যন্ত প্লেন ফাণ্ড-এ পূর্ত্ত দপ্তর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের মোট পরিমাণ কত ?

৪। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে উপজাতি ঠিকাদারদের কাজ দেওয়ার জন্য পূর্ত্ত দপ্তরের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত ছিল ?

<u>উত্তর</u>

১। মোট এ, পি, টি, ব্রিজ ১ হাজার ৪শত ৫১ টি (১,৪৫১টি) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'-তে দেওয়া হল।

২। মোট ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৮৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩। মোট ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

৪। মোট ১ কোটি টাকা।

সংযোজনী "ক"

ক্রমিক নং ১	ডিভিশনের নাম ২	স্বল্পস্থায়ী কাঠের সেতুর সংখ্যা (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব) ৩	স্বল্পস্থায়ী কাটের সেতু মেরামতির জন্য ব্যায়ের পরিমাণ (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব) ৪
১	নির্বাহী বাস্তুকার সাউর্দান ডিভিশান নং১	৭৯ টি	২৮, ০০, ০০০ টাকা
২.	,, ডিভিশান নং২	২৩৩টি	৫২, ৩৫, ০১৯ টাকা
৩.	,, ডিভিশান নং৩	৭৪ টি	১১, ৫১, ৫২৭ টাকা
৪.	,, অমরপুর ডিভিশান	৭৯ টি	৮, ৩০, ৫৩৪ টাকা
৫,	,, আমবাসা ডিভিশান	১৪১ টি	১৬, ৩৫, ০০০ টাকা
৬,	,, কুমার ঘাট	১৩৪ টি	৩৩, ৫৭, ০০০ টাকা
৭.	,, কৈলাশহর	৪৫ টি	২৪, ২৮, ০০০ টাকা
৮.	,, কাঞ্চনপুর	৫৪ টি	৭, ৫০, ০০০ টাকা
৯.	,, নর্দান	২৩৮ টি	৪৩, ৬৮, ০০০ টাকা
১০,	,, আগরতলা ডিভিশান নং১	৬ টি	১৯, ২৭, ৯৪৩ টাকা
১১.	,, তেলিয়ামুড়া	১৯৭ টি	২৭, ২৩, ৪৫৪ টাকা
১২.	,, আগরতলা ডিভিশান নং৩	......	... .
১৩.	,, ইনট্যারনেল ডিভিশান	.....	....
১৪.	,, আগরতলা ডিভিশান নং২	১৫৬ টি	২৫, ৬৩, ০০০ টাকা
১৫,	,, আগরতলা ডিভিশান নং৪	১০০ (১৩১) টি	২১, ৭৯, ০০০ টাকা
	মোট	১,৪৫১ টি	৩, ১৩, ১৫, ৪৮৬ টাকা

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ার যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভায় রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURE "B"&"C"

REFERENCE PERIOD

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি, মাননীয় সদস্য হলেন শ্রীপবিত্র কর। নোটিশের বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর হাউসে উত্থাপন করার সুযোগ দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে, গতকাল ১৯.৩.৯৫ ইং তারিখে পূর্ব আগরতলা থানাধীনে চন্দ্রপুর স্কুলটি আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং জিরানীয়া থানাধীনে রাধাপুর বাজারটি আগুনে পুড়ে যাঁওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাইবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার আমি এই সম্পর্কে আগামী ২৩শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ২৩শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং তারিখ বিবৃতি দেবেন। অন্য একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরিক্ষা নীরিক্ষা করার পর নোটিশটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য সুযোগ দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ১৪.৩.৯৫ ইং তারিখে কাঞ্চনপুর থানাধীন মিঞা পাড়ার তিন জন উপজাতি মহিলা টি, এস, আর বাহিনী দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে আহ্বান করছি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীসমর চৌধুরী **(মন্ত্রী) :—** স্যার, আগামী ২১শে মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখ এই সম্পর্কে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ২১শে মার্চ ১৯৯৫ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন। আমি অন্য একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর হাউসে উত্থাপন করার জন্য সুযোগ দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে "গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৪ ইং বেলা আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় সিধাই থানাধীন গোপাল নগর স্কুলের শিক্ষক ছাবাধন দেবনাথকে গুলি করে বোমা মেরে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।" এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর যদি পারেন বিবৃতি দেওয়ার জন্য. আর যদি প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চেয়ে নেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী **(মন্ত্রী) :—** স্যার, এই সম্পর্কে আগামী ২৩শে মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আগামী ২৩শে মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আজকে পাঁচটি রেফারেন্সের উপর বিবৃতি দেওয়ার কথা আছে। আমি প্রথমেই জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক গত ১৩.৩.৯৫ ইং তারিখে উত্থাপিত বিষয়বস্তু। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে "খোয়াই থানাধীন রামচন্দ্র ঘাটের রতনপুরের গত ৯ই মার্চ, ১৯৯৫ ইং তারিখে কমাণ্ডো নামধারী উগ্রপন্থীদ্বারা উপজাতি

যুব সমিতির দুই কর্মী খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" এখন আমি মাননীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১.৩.৯৫ ইং তারিখে বিকাল ৭.০৫ মিনিটের সময় খোয়াই থানা অন্তর্গত তং বাড়ীর শ্রী শশিমোহন দেববর্মা পিতা শ্রী নিমাই দেববর্মা ও শ্রীতরুণ দেববর্মা পিতা শ্রী নীরমনি দেববর্মা খোয়াই থানায় এসে এই মর্মে এজেহার দেন যে তাদের ভাই খোয়াই থানাধীন ভারত চৌধুরী পাড়ার শ্রীরাজমোহন দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দেববর্মা ঐ দিনই অর্থাৎ ১.৩.৯৫ইং তারিখে উগ্রপন্থী দল কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং তাদের মৃত দেহগুলি খোয়াই থানার ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দালাল টীলা নামে একটি জায়গায় পরে আছে। উক্ত এজেহার মূলে খোয়াই থানার পুলিশ অফিসার এক সেকশান সি. আর. পি. এফ, ঐ দিনই রাত ১১-০৫ মিনিটের সময় ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হন। পুলিশ সেখানে পৌঁছে উক্ত মৃত দেহ দুটি দেখতে পান। এই ঘটনাটি খোয়াই থানাধীন তং বাড়ীর নিবাসী শ্রী নিমাই দেববর্মার পুত্র শ্রী ললিত মোহন দেববর্মার এক লিখিত অভিযোগ মূলে খোয়াই থানায় দণ্ড বিধির ৩৬৪, ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নম্বর ১৩,৯৫ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ জানতে পারেন যে গত ৮.৩.৯৫ইং তারিখ রাজমোহন দেববর্মা যখন জোমরা বাজার থেকে ফিরছিল, তখন রাস্তায় তাকে কতিপয় দুস্কৃতীকারী আটক করে এবং মনোরঞ্জন দেববর্মাকে বাড়ী থেকে অপহরণ করে নিয়েযায়। তদন্তে ইহাও জানা যায় গত ১.৩.৯৫ ইং তারিখে সকাল অনুমান ১১টার সময় জলপাইরং-এর পোষাক পরিহিত অস্ত্রধারী ১২ জন উপজাতি যুবক উক্ত অপহৃত দুইজন সহ রতনপুর বাজারে ঘোরাফেরা করে। এবং কিছুক্ষণ পরে তাদেরকে নিয়ে রতনপুর বাজারের ২ কি. মি, দূরে দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায় এবং রিভলবার অথবা পিস্তল দ্বারা গুলি করে হত্যা করে। তদন্তে উগ্রবাদীদের কোন পরিচয় জানা যায় নাই। মৃত দুই ব্যাক্তির এন, এল, এফ, টি দলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যায়। ঘটনায় জড়িত আসামীদেরকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তবে আসামীদেরকে গ্রেপ্তারে প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলেছে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, গত ৯/৩/৯৫ ইং তারিখে যারা খুন হয়েছে রাজমোহন দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দেববর্মা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে তারা উপজাতি যুব সমিতির স্বক্রিয় কর্মী, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এবং এই হত্যা কাণ্ড সংঘটিত করেছে নকুল দেববর্মা এবং অনিল দেববর্মা ওরা একটা দল গঠন করেছে এ-এলাকাতে, যাতে করে উপজাতি যুব সমিতি কর্মী-দেরকে খতম করা যায়। এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, ত্রিপুরার পুলিশ এই অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে সুনির্দিস্টভাবে যে তথ্য পেয়েছে সেটা আমার কাছে দিয়েছে। মাননীয় সদস্য যখন বলছেন ওরা যুব সমিতির সদস্য, উনি দাবী করছেন, সেটাও তদন্ত করা হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, গত বছর ১৯৯৪ ইং সালের জুন মাসে আত্মসমর্পণকারী নকুল দেববর্মা এবং অনিল দেববর্মা কমাণ্ডো নামধারী উগ্রবাদী স্বর্ণ দেববর্মা এবং কার্তিক দেববর্মাকে খুন করেন এবং তাদেরকে এখনও পুলিশ ধরেনি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, যে ব্যাপারটার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমি বলেছি যে, সেটা তদন্তধীন আছে। মাননীয় সদস্য যদি বাড়তি কিছু তথ্য উনার কাছে থাকে তাহলে সেটা পুলিশকে দিতে পারেন। পুলিশ তদন্ত করবে।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনাটা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রামচন্দ্রঘাটে ঘটেছে। এই এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য। আরেকটা ঘটনা কিছুদিন আগে ঘটেছে ছনখলাতে। এই রাজমোহন দেববর্মা ও মনোরঞ্জন দেববর্মার নেতৃত্বে এই কিডন্যাপের ঘটনা ঘটেছিল। শুধু তাই নয় বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে, বিভিন্ন বাজারে ওরা চাঁদা তুলছে। এমন কি যাদের জমি আছে তাদেরকে কাণিপ্রতি ১২ টাকা করে চাঁদা সংগ্রহ করছে এই তথ্য

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই জাতীয় কিছু খবর পুলিশের কাছে এসেছে। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে বিশেষ করে লক্ষ্য করছে বিভিন্ন উগ্রবাদী দল বিভিন্নভাবে সংঘটিত হচ্ছে। সামনে এ. ডি, সি,র ইলেকশন, কে কোন এলাকাতে কে থায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দখলে রাখবে, এই চেস্টা চলছে। স্যার, পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে এই সম্পর্কে বিশেষ করে লক্ষ্য করছে, বিভিন্ন উগ্রপন্থী দল পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর বিভিন্ন এলাকায় সংঘাত করছে। স্যার, এ, ডি, সি, ইলেকশান সামনে। কাজেই কে যে কোন ভাবে নিজের এলাকা করায়ত্ব করার জন্য চেস্টা করছে এবং সংঘাতে যাচ্ছে। স্যার, এটা লক্ষণীয় যে, কোন কোন উগ্রপন্থী দল প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক দলের নাম বিশেষ করে উপজাতি যুবসমিতির নাম ব্যবহার করছে। বলছে, এই সদস্যকে সমর্থন করলে সুযোগ পাওয়া যাবে। কাজে কাজেই অন্য দলকে সমর্থন করা যাবেনা। স্যার, এটা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আমরাও এলাকার লোকদের শান্তি এবং নিরাপত্তা যাতে দিতে পারি সেজন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এলাকার কাছেই বাংলাদেশ বর্ডার। সেখানে এই এন. এল. এফ. টি, কিংবা ট্রাইবেল দল তারা বাংলাদেশে থাকছে। বিশেষ করে, রণজিৎ দেববর্মা বাংলাদেশে থাকছে। সেখানে তার গাড়ীও আছে। গাড়ী দিয়েই সে আসা যাওয়া করছে। চাঁদা তোলা নিয়ে মারপিট হচ্ছে, এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এই ব্যাপারে সরকার দৃষ্টি দেবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী :— স্যার, সুনির্দিষ্ট সে রকম কোন সংবাদ সরকারের কাছে কিংবা পুলিশের কাছে নেই। তবে, পুলিশ যখন গ্রেপ্তার করার চেস্টা করে কিংবা অস্ত্র ধরার চেস্টা করে, তখন দেখা গেছে, কোন কোন উগ্রপন্থীদল বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এটা ঘটনা। এই সম্পর্কে পুলিশ সচেতন রয়েছে। কি করে এটা বন্ধ করা যায় সে ব্যাপারে পুলিশ চেস্টা করছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, রাজমোহন দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই। এবং খুন করে এন, এল, এফ, টি, বলে উগ্রপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে ৯টি বৈরী সংগঠনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে ৫০০ লোকের নাম নাকি সরকারের কাছে আছে। কাজে কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এন, এল, এফ, টি, যারা করে, তাদের নামের লিস্টের মধ্যে এই দুই জনের নাম আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যে ভাবে প্রশ্ন করেছেন তাতে মাননীয় সদস্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কথা অনেক জানেন। আমাদের পুলিশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলব কিংবা আমিই পুলিশকে বলব, মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে জেনে নিতে।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, এ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হাউসকে মিসগাইড করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাতেই আমরা জেনেছি, ৯টি বৈরী সংগঠন আছে। এবং কারা কারা সেই সংগঠনের কাজে আছেন তাদের নামের লিষ্টও আছে। কাজে কাজেই রাজমোহন দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দেববর্মা যাদেরকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এন, এল, এফ, টি, বলে চিহ্নিত করেছেন তাদের নাম ঐ লিষ্টে আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন জানাবেন না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কোন ব্যাপারে সঠিক জানতে চান সেটা না বলে আজে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। আপনি সঠিক প্রশ্ন করুন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৪. ৩. ৯৫ইং তারিখে মাননীয়

সদস্য শ্রী পবিত্র কর এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্তৃক একত্রে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষযবস্তুটির উপর কৃষি দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো "কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী নির্ধারিত দরে আলু কেনা ও কৃষকদের কাছ থেকে আলু বীজ কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা সম্পর্কে।"

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীপবিত্র কর যে রেফারেন্সটি এখানে এনেছেন সেটি হলো "কৃষকদের কাছ থেকে সরকারী নির্ধারিত দরে আলু কেনা ও কৃষকদের কাছ থেকে আলু বীজ কোল্ড ষ্টোরেজ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে।" এই ধরণেরই আর একটি কলিং এটেনশ্যান নোটিশ এনেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক। নোটিশটি হলো, "বাইখোরা হিমঘর সহ রাজ্যের বিভিন্ন হিমঘর নস্ট হয়ে যাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষীদের দুর্ভোগের কারণ সম্পর্কে।" স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি যদি পারমিশ্যান দেন তাহলে এই রেফারেন্স এবং কলিং এ্যাটেনশানের উত্তর আমি যদি এক সঙ্গে দিয়ে দেই তাহলে মাননীয় সদস্যদের পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান করতে সুবিধা হবে। কারণ এই দুটি নোটিশ প্রায় একই ধরণের যদি আপনি পারমিশ্যান দেন তাহলে আমি এক সঙ্গে বলব।

মিঃ স্পীকার :— অন্যারয়াবল মিনিষ্টার, তাহলে আপনি দুটা এক সঙ্গেই বলুন।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— বিগত কয়েক বছর যাবৎ কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে থাকেন। ঘোষণা করার সময় সরকার কর্তৃক গঠিত সাপোর্ট প্রাইজ কমিটির সুপারিশক্রমে উৎপাদন, বিপনন, পরিবহন, অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদি খরচের বিবেচনাক্রমে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে থাকেন যাতে কৃষকদের উৎপাদিত আলু বিনিয়োগ খরচের চেয়েও কম দামে বিক্রি করতে বাধা না হয়।

বিগত দুই বছর এবং বর্তমান বছরে সরকার কর্তৃক আলুর যে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছেন তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

১৯৯৩ (মরশুম)— ১৯০'০০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল-এ, (প্রতিটি আলুর গড় ওজন ২৫ গ্রামের কম নহে এইরূপ ন্যূনতম গুণাগুণ সম্পর্কিত আলু)

১৯৯৪ (মরশুম)— ২০০'০০ টাকা (ঐ)
১৯৯৫ (মরশুম)— ২০০'০০ টাকা (ঐ)

সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আলু ক্রয়ের দায়িত্ব ১৯৯৩ মরশুমে সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেয়া হয়েছিল এবং গত বছরে এবং বর্তমান বছরে উপরোক্ত দায়িত্ব ত্রিপুরা হর্টি কর্পোরেশনকে দেয়া হয়েছে।

আলু ক্রয়ের কর্মসূচী সার্থকভাবে রূপায়নের জন্য ত্রিপুরা হর্টি কর্পোরেশন রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়কদের মাধ্যমে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের সুপারিশ-ক্রমে সহায়কমূল্যে বিক্রয় করার ইচ্ছুক কৃষকদের তালিকা তৈরীর ব্যবস্থা করছেন। যার ভিত্তিতে হর্টি কর্পোরেশন সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে আলু ক্রয় করবেন। এছাড়াও উৎপাদনের বিশেষ স্থানগুলো বিবেচনাক্রমে বগাফা, রাজনগর, সোনামুড়া, সাতচাঁন্দ, বিশালগড় ইত্যাদি মহকুমাতে সহায়ক মূল্যে আলু ক্রয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৬ই মার্চ ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত হর্টি কর্পোরেশন বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের নিকট হইতে মোট ২০'৩৫ মেঃ টন আলু ক্রয় করেছেন তাহার এলাকা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ।

ক) কল্যাণী ১০ ০০ মেঃ টন

খ) বাইখোরা ৩'৭৫ "

গ) শান্তির বাজার ৩'২৫ "

ঘ) জোলাইবাড়ী ৬'৩৫ "

এখনো ৪টি কর্পোরেশন সহায়ক মূল্যে বিক্রি করতে ইচ্ছুক কৃষকদের নিকট হইতে আলু ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন।

খ) কৃষকদের কাছ থেকে আলু বীজ কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা সম্পর্কে

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে আলু সংরক্ষণের জন্য মোট ৪ (চারটি) হিমঘর আছে, যার বিবরণ এইরূপ :—

হিমঘরের নাম	সংরক্ষনের ক্ষমতা	বর্তমান ক্ষমতা	মালিক
১। আগরতলা রাইস এণ্ড কোল্ড ষ্টোরেজ	৩,০০০ মেঃ টন	৩,০০০ মেঃ টন	মেসার্স ভুতুরিয়া
২। সি, ডবলিও, সি, কোল্ড ষ্টোরেজ	১,০০০ মেঃ টন	৮০০ মেঃ টন	সি, ডবলিও, সি,
৩। খুমটয়া কোঃ অপাঃ কোল্ড ষ্টোরেজ	২,০০০ মেঃ টন	১৬০০ মেঃ টন	ত্রিপুরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং
৪। বাইখোরা কৃষি কোল্ড স্টোরেজ	১,০৮০ মেঃ টন	৫০০ মেঃ টন	কৃষি বিভাগ

বর্তমান বছরে বাইখোরাস্থিত কৃষি বিপননের বড় ধরণের মেরামতি না করে চালু করা সম্ভব হয়না। মেরামতির দায়িত্ব পূর্তবিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। বেসরকারী মালিকানাধীন ভুতুরিয়া ব্রাদার্সের হিমঘরটি বর্তমানে লক-আউট অবস্থায়

আছে। ফলে খুমটয়া এবং সি, ডবলিও, সি, হিমঘর ২টিতে মোট ১৬০০ প্লাস ৮০০ মোট ২৪০০ মেট্রিক টন আলু রাখার ব্যবস্থা কেবলমাত্র আছে। এই অবস্থা বিবেচনায় কৃষি বিভাগ উপরোক্ত দুইটি হিমঘরে যথাক্রমে ৪৬৫ মেঃ টন ও ১৭০ মেঃ টন মোট ৬৩৫ মেঃ টন কৃষকদের আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইহা ছাড়া উদ্যান বিভাগ কৃষি খামার ও বাগিচার উৎপাদিত আলু হিমঘরে সংরক্ষণের জন্য সি, ডবলিও, সি, হিমঘরে ২০০ মেঃ টন এবং খুমটয়া হিমঘরে ১৩৫ মেঃ টন মোট ৩৩৫ মেঃ টন আলু রাখার জায়গার ব্যবস্থা করেছেন। অধিকন্তু হটি কর্পোরেশন খুমটয়া হিমঘরে ২০০ মেঃ টন এবং সি, ডবলিও, সি, হিমঘরে ২৫০ মেঃ টন মোট ৪৫০ মেঃ টন জায়গায় সহায়ক মূল্যে আলু ক্রয় করে রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কৃষকদের অতিরিক্ত আলু সংরক্ষণের চাহিদা মেটানোর জন্য পরবর্তী সময়ে হর্টি করপোরেশনের ২৫০ মেঃ টন জায়গা হইতে কৃষি বিভাগ সি, ডবলিও, সি হিমঘরে মোট ১৭০ মেঃ টন আলু সংরক্ষণের জায়গার ব্যবস্থা করেছেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব মিলিয়ে কৃষি বিভাগ সর্বমোট ১২৫ মেঃ টন আলু রাখার ব্যবস্থা করছেন, যাহার বিবরণ এইরূপ :—

হিমঘরের নাম	সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা	
খুমটয়া কোঃ অপাঃ কোল্ড ষ্টোরেজ	কৃষি বিভাগ—	৪৬৫ মেঃ টন
সি, ডবলিও, সি, কোল্ড স্টোরেজ	উদ্যান বিভাগ—	১৩৫ মেঃ টন
	হর্টি কর্পোরেশন—	২০০ মে টন
	মোট	৮০০ মেঃ টন
সি, ডবলিও, সি কোল্ড স্টোরেজ	কৃষি বিভাগ··· ··· ···	১৭০ মেঃ টন
	উদ্যান বিভাগ ··· ···	২০০ মেঃ টন
	হর্টিকর্পোরেশন	৮০ মেঃ টন
	মোট	৪৫০ মেঃ টন
	সর্বমোট	১২৫০ মেঃ টন

কৃষকদের আরো অধিক সংরক্ষণের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি বিভাগ সম্পূর্ণ সচেতনতার সহিত হিমঘরে আলু সংরক্ষণের জায়গা ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য করছেন। বর্তমানে কৃষি বিভাগ ত্রিপুরার আলু চাষী ভাইদের উৎপাদিত আলু হিমঘরে সংরক্ষণের যে ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং সচেতনভাবে দৃষ্টি রাখছেন তাতে আলু উৎপাদনকারী কোন চাষী ভাইকেই হিমঘরে সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনরূপ দুর্ভোগের কারণ বা সম্ভাবনা নেই।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী যে হিসাব দিয়েছেন তাতে বলেছেন ৪টা হিমঘরের মধ্যে বর্তমানে ২টা হিমঘর-এ আলু রাখার মত ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে বাইখোরা কোল্ড ষ্টোরেজ যে আছে এটা কি কারণে এই সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ? আমি যেটুকু শুনেছি এটা আরো আগে থেকে চেষ্টা নিলে এই সিজনেই আলু রাখার ব্যবস্থা করা যেত। এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? পি, ডবলিও, ডি দপ্তরের অফিসাররা গিয়ে সেখানে দেখে এসেছেন এবং বলেছেন বর্তমানে আলু রাখার ব্যবস্থা আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার মূল উত্তরে বলেছি যে এটা মেরামত না করে আলু রাখা সম্ভব হবেনা এবং তার জন্য পি, ডবলিও, ডি, দপ্তরকে মেরামত করার জন্য এষ্টিমেট করার কথা বলা হয়েছে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, একটা কোল্ড ষ্টোরেজ করলে তার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, একটা সময় পর্যন্ত তার লংজিবিটি থাকে। সেই সময়ের আগেই কেন এটা এইভাবে নষ্ট হল তার একটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা। স্যার, এটা সঠিকভাবে করা হয়নি, অর্থকে নয় ছয় করে করা হয়েছে, এটার জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়ে তদন্ত করে দেখবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের একটা কোল্ড স্টোর

তৈরী করার জন্য একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল এবং সেই রিপোর্টে তার সংক্ষিবিটি কত এবং তার খরচ-পত্র কত হবে সেই সম্পর্কে সঠিকভাবে থাকতে পারে। তবে সেটা এখন আমার কাছে নেই। বর্তমান অবস্থায় সেটার রিপেয়ারিং করতে হচ্ছে। কারণ রিপেয়ারিং না করলে আলু রাখা সম্ভব হবে না। তবে আপনি যেটা বলছেন সেটা সম্পর্কে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, এখানে ২টি কালচার করপোরেশানের মাধ্যমে যে আলু ক্রয় করার ব্যবস্থা আছে তাতে দরটা কি ঠিক হয়েছে এবং কিসের ভিত্তিতে এই কমিটি সুপারিশ করে দরটা ঠিক করে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, হটি কালচার করপোরেশান সারা রাজ্যে কয়টা জায়গাতে এই ভাবে আলু ক্রয় করে এবং প্রত্যেকটা বাজারে তা ক্রয় করার ব্যবস্থা আছে কিনা বা করছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, হটিকালচার কর্পোরেশান আলু কিনবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেখানে যেখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েত আছে সেখানে সেই নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে, সব কৃষক আলু বিক্রী করবে তাদের নাম সংগ্রহ করে তাদের কাছ থেকে আলু কিনতে। সব বাজারে গিয়ে কিনবার মত লোকজন নেই সেটা জেনে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নির্দেশ পাঠিয়েছে যে, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অফিস এবং কৃষি বিভাগের অন্যান্য অফিস যেখানে আছে তারা আলু কিনার কাজে সাহায্য করবে। সেই জন্য যে নির্ধারিত মূল্য আমরা ঘোষণা করেছি ২ টাকা ২০ পয়সা কেজি করে, কেউ তার নিচে নামলে বা এই দরে বিক্রী করতে রাজী থাকেন, এখানে মাননীয় সদস্যদের কাছেও আমার আবেদন থাকবে কোন জায়গায় এই রকম খবর পেলে আমার অফিসে আপনারা খবর দিন আমরা সেখানে গিয়ে এই মূল্যে আলু কিনব। কাজেই কোন কৃষক তার কমে বিক্রী করতে পারবে না, এটা আমরা ঠিক করেছি।

শ্রীসুধন দাস :— মি: স্পীকার স্যার, আমরা বলেছিলাম দরটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করেন এবং সেই কমিটিতে কারা কারা আছেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, ডিপার্টমেন্টের সাপোর্ট প্রাইস নামে একটা কমিটি আছে সেটার মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন ফসল মানে সব রকমের ফসল সম্পর্কে এই কমিটির তারা উৎপাদন খরচ কত, বিপনন খরচ কত, পরিবহন খরচ কত, কত অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে, এইসব বিবেচনা করে সাধারণত: এই সহায়ক মূল্যে নির্দ্দিষ্ট করে থাকেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সহায়ক মূল্য ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে এবং কিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, হর্টিকালচার করপোরেশান যে আলু কিনছেন তার দামটা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকদের মধ্যে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আর একটা হল প্রথম অবস্থায় দপ্তর থেকে এমন কোন নির্দ্দেশ গেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, যেহেতু কোল্ড স্টোরেজ বন্ধ, প্রথমে বলা যয়েছে যে এই যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে রাজনগরে ৫০ মে: টন বগাফাতে ১০০ মে: টন, বলা হয়েছিল ফার্ষ্ট কাম ফার্ষ্ট সার্ভ যারা রাখতে চায় তারা যেন যোগাযোগ করে। এতে দেখা গেছে ৫-৬টি গাঁওসভায় আলু ভালো উৎপন্ন করে। সেই জায়গায় দেখাগেল পার্টিকুলার আমি জানি যেমন রাজনগর এগ্রিঃ সাব-ডিভিশন সেখানে প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ করা হয়েছে। প্রথমে ৫০ এর মধ্যে পায়। ৩০ থেকে ৩৫ মে: টন চলে গেছে পার্টিকুলার একটি গাঁও পঞ্চায়েতে। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছে তারা পুরোটা নিয়ে গেছে। আর বাকিটাকে এখন ডিষ্ট্রিবিউট করে দেওয়া হচ্ছে। এতে একটা বৈষম্য বা অসমতার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে। এটা দূর করার জন্য সুনির্দ্দিস্টভাবে নজর দিয়ে যেসমস্ত পঞ্চায়েতগুলি বেশী আলু উৎপন্ন করে সেই

সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে সেই কোটাটা ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আলু বিভিন্ন মহকুমায় কম বেশী উৎপাদিত হয়। এবং এটা সম্ভব হয়না যে কোন কৃষি মহকুমার কত কৃষক কত পরিমান আলু রাখবেন। আগামী বৎসর যদি বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে সেই তথ্যটা সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আমাদের কোল্ড স্টোরেজ স্পেস-এ রিজার্ভ করার পক্ষে সুবিধা হবে। এবার একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে সাধারণ যে সব এলাকার আলু উৎপন্ন হয়, যেসব কৃষি মহকুমায়, তাদের নির্দিষ্ট কতকগুলি কোটা আমরা এখানে রেখেছি। মাননীয় সদস্য যেভাবে হাউসে তথ্য উপস্থিত করেছেন, হ্যাঁ হতে পারে কোন নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত আগে এনেছেন বলে তারা সুযোগ পেয়েছেন। আমি হাউসে বলছি যে এখনও অন্যান্য পঞ্চায়েতের কৃষকরা যদি আলু রাখতে চান তাহলে তাদের নামের তালিকা দিতে পারেন। যে কোটা বিভিন্ন মহকুমায় দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা আবার রিজার্ভ করতে পারি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সহায়ক মূল্য ধার্য করে দেওয়া হয়েছে এবং কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, হর্টি কর্পোরেশন যে আলু কিনেছেন সেটার দামটা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে যার কারণে এই চেক ভাঙ্গাতে গেলে জনগণকে আবার বিভিন্ন ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে। এছাড়াও অনেক সমস্যা আছে, অনেক সময় ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধতা আছে, যার কারণে ব্যাংকে টাকা আনতে গেলে ব্যাংক তার প্রাপ্য টাকা কেটে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এতে কৃষকরা দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী)— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্যা আমাদের কাছে এসেছে। এই জন্য বিকল্প একটা ব্যবস্থা হয়েছে। যারা ক্যাশ নিতে চান, ক্যাশ নিতে পারেন আবার যারা ড্রাফট বা চেক নিতে চান নিতে পারেন। এটা কৃষকদের অপশান,

কোন অসুবিধা নেই। চেক বা ড্রাফট অথবা নগদ যার যেটা পছন্দ সেটা নেওয়ার সুযোগ আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আলু রাখার হিমঘর রাজ্যের মধ্যে বাইখোড়া, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে বিলোনীয়া মহকুমার এবং উনার ভালোভাবে জানা আছে। কাজেই রাজ্যের মধ্যে বিলোনীয়া মহকুমায় আলু সব চেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়। সেই জায়গার মধ্যে কৃষকরা আলু রাখতে গেলে, যেমন রাজনগর এগ্রি: সাব-ডিভিশনে দেওয়া হয়েছে ৫০ মে: টন, এরপরে বোধ হয় আবার ২৫ মে: টন অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেই জায়গায় দেখা যেত অন্য সময় থাকত কৃষকের ১০০ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন। বগাফাতে দেওয়া হয়েছে বোধ হয় ১৫০ মেট্রিক টন। যেখানে আগে ৩০০ থেকে ৩৫০ মেট্রিক টন কৃষকদের দেওয়া হত, সেই জায়গায় অনেক কৃষকরা সেখানে ১ বস্তা, দেড় বস্তা, দুই বস্তা যেটা পর্য্যাপ্ত নয়, এই পরিমান আলু রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— আমি এই হাউজে জানাচ্ছি যে, এখন অন্যান্য পঞ্চায়েতের কৃষকরা যদি আলু রাখতে চান, এখনো তারা তাদের তালিকা দিতে পারেন। যে সমস্ত কোটা বিভিন্ন কৃষি মহকুমাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা আমরা আবার রিভিও করতে পারি, এমন কৃষি মহকুমা আছে তাদেরকে যে কথা দেওয়া হয়েছিল, সেই কথা এখনো রাখবেন বলে, আমরা করিনি এবং আমাদের পদ্ধতি যেটা, বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজে আমরা স্পেইস বুক করলাম, কিন্তু ঐ এলাকার কৃষক বা কৃষক এজেন্সি বা কৃষি অফিস কৃষকদের নাম দিয়ে, কৃষি ফি দিয়ে বুক করার নিয়ম আছে। সেটা এক একটা কোল্ড স্টোরেজে এক এক নিয়ম। সি, ডাবলিউ, সি, কোল্ড স্টোরেজ আগে নাম সহ বুকিং না করে সরাসরি স্টোরে রাখার ব্যবস্থা আছে কিন্তু খুমটয়াতে আগে নাম দিতে হবে তার পর দেবেন। এই

নাম সহ যে বুক করা, সেই বুকিং বিভিন্ন অফিস থেকে এখনো আসেনি, এটার সময় ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আমার দপ্তর এই খুমটয়াকে আবার অনুরোধ করব যাতে আরো অন্তত সপ্তাহ খানেক সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জন্য এখনো যে সমস্ত কৃষি মহকুমার কৃষকরা রাখতে পারেননি বা রাখবেন ভাবছেন তারা তা এখনো করতে পারেন। তবে পঞ্চায়েত দেখবে সবাইকে সুবিধা দেওয়ার জন্য একজনকে সর্বোচ্চ ৫ কুইন্টাল বা ১০ বস্তার বেশী যাতে একজন কৃষক না রাখতে পারেন বীজ আলু।

শ্রীঅমল মল্লিক:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই রাজ্যের মধ্যে কৃষক ছাড়াও অনেক বেকার আছেন যারা এই আলুকে একটা ব্যবসা হিসাবে দেখেন এবং রোজগার করেন। বিলোনীয়া মহকুমায় দেখা যায় যে, যাদের হয়তো ১ কানির দরকার কিন্তু তারা ১৫ কানি, ২০ কানি করছে এই সিজনের উপর নির্ভর করে। আলুটা যেমন বীজের জন্য কন্ট্রোল করা দরকার তেমনি বাজারকেও কনট্রোল করা দরকার। বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে যেখানে আলুর দাম তিন থেকে সাড়ে তিন টাকা কিন্তু সেখানে ১ টাকা থেকে ২ টাকা হচ্ছে। এখন সেই আলু বাইরে চলে যাচ্ছে। লক-আউট চলছে ভুতুরিয়ায়, যদিও তা পাবলিক সেণ্টার, তথাপি এই লক-আউট এর ব্যাপারে সরকার থেকে কোন পদক্ষেপ দেওয়া হয়েছিল কিনা? আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাইখোরা কোল্ড স্টোর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই আছে। সেই কোল্ড স্টোরের পুরো ওয়ালটাই নস্ট হয়ে গেছে। এই ওয়াল দিয়ে বাতাস ভিতরে ঢুকে, তার জন্য সমস্ত মাল নস্ট হয়ে যাচ্ছে। গত বৎসর সরকার যে সমস্ত আলুর বীজ সেখানে রেখেছিল, সেইগুলিকে রিজেক্ট করে বাজারে কম দামে অকশন করে বাজারে বিক্রী করা হয়েছিল। তখন থেকেই যদি সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন তা হলে এই যে ১ থেকে দেড় বৎসর সেই সময়ের মধ্যে তা ঠিক করানো যেত। এই কোল্ড স্টোর ঠিক করার জন্য সরকার

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং কি কারণে এবং কিসের জন্য এই কোল্ড স্টোর ঠিক করানো হলনা তা সরকার খতিয়ে দেখবেন কিনা ? আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সি, ডাবলিও, সি-র কথা যেটা বলেছেন সেটাও তো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটা শেয়ার রাজ্য সরকারের ৫০ পারসেন্ট। ৫০ পারসেন্ট যে মাল রাখার কথা সে রাজ্য সরকার গেরান্টেড করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেই তথ্য আছে কিনা, ৫০ পারসেন্ট মাল রাখার মত গ্যারান্টি অনেক সময় সি, ডাবলিও, সি-র কাছে থাকেনা, যার জন্য সি, ডাবলিও, সি-র কোল্ড স্টোরও ঠিকমত মেইনট্যান হয়না বা সাধারণ পাবলিকও সেখানে মাল রাখার মত কোন সুযোগ পায়না। এইগুলি সমস্ত তথ্য দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, বাইখোরা কোল্ড স্টোরেজে গত বৎসর যারা আলুর বীজ রেখেছেন তাদের সমস্ত আলু নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই গুলিকে অকশনে বিক্রি করা হয়েছে তা ঠিক নয়। তবে আংশিক আলুর কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। সেটা হয়তো কোল্ড স্টোরেজের নির্মানের ত্রুটির জন্যই হয়তো হয়েছে। সেটা শুধু বাইখোরা কোল্ড স্টোরেজেই নয় সেটা সি, ডাবলিও, সি-র কোল্ড ষ্টোরেজেও হয়েছে। এবং সেটা দপ্তরের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি খামারের আলুরই এই অবস্থা হয়েছে। সেটা পরে অকশনে বিক্রি হয়েছে, এই হচ্ছে ঘটনা। বেকার যুবক আলু ফলন করলেন না কৃষক আলু ফলন করলেন সেটা আমি এখানে কিছু বলতে পারবনা। সেটা যার যার এলাকার পঞ্চায়েত আছে তারা তা দেখবে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে প্রতি কৃষক বা বেকার সর্বোচ্চ ১০ বস্তার বেশী রাখতে পারবেনা। এর বেশী রাখতে কারো যদি কোন সুপারিশ থাকে তা হলে সেটা ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। রাজ্যের সব জায়গার ছোট কৃষককে সুযোগ দিতে গেলে আমি এখন পর্য্যন্ত ভাল মনে করিনা। এটাই পঞ্চায়েত দেখবে, তারা সুপারিশ করবে। কৃষি মহকুমা, কৃষি দপ্তরের লোকজন দেখে তা সার্টিফাই করে রাখার ব্যবস্থা করবে। এটা আমি সবচেয়ে ভাল পথ বলে মনে করি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার একটা প্রশ্ন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর নয়, মাননীয় সদস্য অনেক হয়েছে, আর নয়, আর নয়। না না অনেকগুলি পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয়ে গেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটা পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, আমি একটু বলব স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর নয়। উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১৪,৩,৯৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হল "৬ই মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখে রইস্যাবাড়ী থানা এলাকা থেকে সি, পি, আই, (এম) এর বিভাগীয় কমিটির সদস্য, মানিক মজুমদারকে অপহরণ করা সম্পর্কে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি হচ্ছে গত ১৪,৩,৯৫ ইং তারিখের মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়ার। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লেখিত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে— "৬ই মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখে রইস্যাবাড়ী থানা এলাকা থেকে সি পি এম এর বিভাগীয় কমিটির সদস্য মানিক মজুমদারকে অপহরন করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৬ই মার্চ, ১৯৯৫ ই• তারিখে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় রইস্যাবাড়ীর যোগেন্দ্র সাহা, রইস্যাবাড়ী থানায় এসে এফ, আই, আর, করেন যে, ঐ দিনেই মানিক মজুমদার, রইস্যাবাড়ীর রেশনসপের ডিলার, বাজারের প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম শান্তিপাড়া বোট ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে,

(এক) বরুণ চাকমা, তশীলদার, রইস্যাবাড়ী, (দুই) শ্রীশচিন্দ্র শীল, এগ্রিঃ এসিস্টেণ্ট, রইস্যাবাড়ী (তিন) শ্রীঅজেন্দ্র ত্রিপুরা, ডি, আর, ডবলু, কৃষি দপ্তর, রইস্যাবাড়ী (চার) কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা, জয়কুমার পাড়া, গণ্ডাছড়া থেকে নৌকায় করে এসে নামার পর হঠাৎ করে তিন জন অপরিচিত দুস্কৃতিকারী দেশী বন্দুকধারী তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মানিক মজুমদার সহ ৬জন যাত্রীকে অপহরণ করে ৪ নম্বর ও ৯ নম্বর পনে বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যায়। অপহৃত ৫জন নিজেদের কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, বলে পরিচয় দিলে তখন সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা তাদের ছেড়ে দেয়। রইস্যাবাড়ীর ও, সি; এস, আই, এন, দেববর্মা, সি, আর, পি, সি আণ্ডার সেকশন ৩৬৪ ধারা মতে এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মতে এফ, আই, আর, নেন এবং কেইস নম্বর ৩, ৯৫ নথিভুক্ত করেন। এবং পুলিশ তার সঙ্গী নিয়ে শ্রী মজুমদারকে উদ্ধার করার জন্য এলাকার বিভিন্ন সন্দেহজনক স্থানগুলিতে তল্লাসি চালায়। তদন্তে জানা যায় অপহৃত শ্রী মজুমদার সি পি এম পার্টির স্থানীয় নেতা এবং সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা সেংক্রাক উগ্রপন্থী দলের লোক। পুলিশের তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে। শ্রীমানিক মজুমদারকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে স্বীকার করেছেন তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর রাজনৈতিক পরিচয় পেয়ে বাকীগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু মানিক মজুমদারকে বাছানা করে ধরে নিয়ে গেছে সেংক্রাক নামধারী উগ্রপন্থীরা। এখানে আবার পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে। মানিক মজুমদারকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠি কার দ্বারা পরিচালিত, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মানিক মজুমদারকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ সব ধরণের চেষ্টা করছে, তল্লাসি চলছে। এবং এই দলটির প্রকৃত পরিচয় কি তারও

বিস্তৃত জানার জন্য তদন্তকার্য অব্যাহত আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখন কিডনেপ যারা হয়েছে, তারা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, তদন্ত কাজ অব্যাহত আছে। কোন সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান তদন্তের প্রয়োজনে প্রকাশ করা যাবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয় এনেছিলেন এবং ইহার উপর মাননীয় মন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো— "বি, ডি, ও-র বিরুদ্ধে নয় ছয়ের অভিযোগ, এই শিরোনামে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, "গত ১২ মার্চ, ১৯৯৫ ইং সনের স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বি, ডি, ও মোহনপুর, শ্রী এস সাহার বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ নয়ছয় এবং ক্ষমতা অপব্যবহার করার অভিযোগ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। জেলা শাসকের রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রকাশিত সংবাদ অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন প্রকল্পে সেলফ অব প্রোজেক্টে পঞ্চায়েত অনুমোদনের মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়। কাজের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। কেবল বিডিও মোহনপুরেই নয়, সব বিডিওর অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের অগ্রগতি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক এডভাইজারী কমিটি মিটিং-এ পর্যালোচনা হয়। এছাড়া জেলা শাসক বিডিওদের নিয়মিত মাসিক বৈঠক বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি

সমীক্ষা করছেন। শুধু তাই নয়, জেলা শাসক বিভিন্ন বি,ডি,ও, অফিস পরিদর্শনের মাধ্যমেও বি,ডি,ও-র কাজের পর্যালোচনা করছেন এবং যথাবিহিত নির্দেশ দিচ্ছেন। বি,ডি,ও, মোহনপুরের, বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ দপ্তরের নজরে আসেনি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধানরা মোহনপুর ব্লকের বি, ডি, ও, এস, সি সাহার বিরুদ্ধে ডি, এম, আর, ডি, সেক্রেটারীর কাছে টাইম টু টাইম টাকা নয়ছয়ের ব্যাপারে কমপ্লেইন করা হয়েছে?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী):— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে মোহনপুরে শাসক দলের তিনটি গ্রুপ আছে,একটা গ্রুপ অর্থের বিনিময়ে কাজ নিয়ে যাচ্ছে। হরিচরন বাবু ভাল করে জানেন যে, উনি শাসক দলের চেয়ারম্যানগিরী করতে পারেননি ওদের জন্য। বর্তমানে বি, ডি, ও, শাসক দলের একটি চক্রের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির রেগুলেশানের বাইরে পঞ্চায়েতের সহ সভাপতি শ্রী সুধাময় মজুমদার ওরফে পানু মজুমদারের মাধ্যমে কাজ করছেন এটা ঠিক কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী):— এই ধরণের কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কিছু কাগজ দিচ্ছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, তিনি এই কাগজগুলি দেখে ভিজিলেন্সের মাধ্যমে এই বি, ডি, ও, এর বিরুদ্ধে তদন্ত করাবেন কিনা? এবং সাথে সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই আশ্বাস দেবেন কিনা, পঞ্চায়েতের রেগুলেশানের বাইরে কোন কাজ হবেনা?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি হাউসকে এই আশ্বাস দিতে চাই, সুনির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকলে বি, ডি, ও, এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তা তদন্ত করে দেখা হবে। আর পঞ্চায়েত সমিতির রেগুলেশানের বাইরে কোন সময়েই কোন কাজ হয় না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কাজগুলি দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ১৫,৩,৯৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর একটি বিবৃতি দেওযার জন্য, "পি, এম, আর, ওয়াই ; আই, আর, ডি, পি, ও এস, ই, পি, এর মাধ্যমে কর্ম সংস্থান প্রকল্পগুলি কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে।"

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী):— স্যার, এই রেফারেন্সের রিপ্লাইটি খুবই বড়। এটা এত অল্প সময়ে শেষ হবে না। এজন্য আমি আপনার কাছে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি, রিসেস্ টাইমের পরও আমাকে রিপ্লাই দেবার জন্য অনুমতি দেবার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, রিপ্লাই দিন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২০ হাজার পরিবারকে আই, আর, ডি, পি-র মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৭৬০০টি পরিবার, উত্তর জেলায় ৫৬০০টি পরিবার এবং দক্ষিণ জেলায় ৬৮০০টি পরিবার। বর্তমান বৎসরে ১৭,২,৯৫ ইং পর্য্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৭৪০টি প্রস্তাব, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬০০০টি প্রস্তাব এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬০১২টি প্রস্তাব মোট ১৯,৭০৬টি প্রস্তাব বিভিন্ন ব্যাংকে পাঠান হয়েছে এর মধ্যে ইউ, বি, আই-এর কাছে পাঠানো প্রস্তাবের সংখ্যা ৮০৮০, এস, বি,

আই, এর কাছে পাঠান প্রস্তাবের সংখ্যা, ৫২৬১ এবং টি, এস, সি, বি-এর কাছে পাঠানো প্রস্তাবের সংখ্যা, ৩৮৮০। ঐ সময় অবদি বিভিন্ন ব্যাংক মোট ১৪ হাজার ৬শত ২১টি প্রস্তাবের মঞ্জুরি দেয়। এবং ৬২৯৯টি পরিবার আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে ঋণ দেয়। ফেব্রুয়ারী শেষ অবধি ১০, ৯৬৮টি পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে সাহায্য দেয়া হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক সংস্থান সীমিত হওয়ায় ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে এই ব্যাংক আই, আর, ডি, পি, ঋণ দান প্রকল্পে আশানুরূপভাবে যোগদান করতে পারছেনা। ত্রিপুরার গ্রামীণ বাংকের সার্ভিস এরিয়াগুলিতে রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ দিতে অনুরোধ করা হয়। এ সত্বেও গ্রামীণ ব্যাংকের এলাকাতে আই; আর, ডি, পি-এর সাহায্য সন্তোষজনক মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আই, আর, ডি, পি-র অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আই, আর, ডি, পি এর বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এস, এল, সি, সি) এই বৎসর এখন অবধি চারটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়, ৩০, ৪, ৯৪; ২২, ৭, ৯৪ ; ২২, ১১, ৯৪, এবং ১৮, ২, ৯৫ ইং তারিখে। প্রতিটি বৈঠকে আই, আর, ডি, পি সার্ভে এবং ব্যাংকের কাছে পাঠানো প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে ঋণ ও ভর্তুকী দিয়ে প্রস্তাবিত পরিবারগুলিকে সাহায্য দান ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৮, ২, ৯৫ ইং অনুষ্ঠিত বৈঠকে ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ আশ্বাস দিয়েছেন যে লক্ষ্য অনুযায়ী সকল পরিবারকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সাহায্য দেওয়া হবে। আগেই বলা হয়েছে যে এই আশ্বাস সত্বেও ফেব্রুয়ারীর শেষ অবধি কেবল মাত্র ১০, ৯৬৮টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

টি, এস, সি, বি-এর অধীনে আই, আর, ডি, পির লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একাধিক বৈঠকে এই ব্যাংকের কাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়।

রাজ্যে শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত চাকুরী প্রত্যাশী বিপুল সংখ্যক বেকার যুবককে

চাকুরী দেওয়া কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনটি স্বনির্ভব প্রকল্প চালু করা হয়েছিল যথা :—

ক) রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্প
খ) কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্প
গ) প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা।

রাজ্য স্বনির্ভব প্রকল্প চালু হয়েছিল ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে। শুধু শিক্ষিত অষ্টমমান উত্তীর্ণ যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে। শুরু থেকে ১৯৯৫ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১২,৪৮৩ জন উদ্যোগীকে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে তাদের প্রকল্পগুলি পাঠানো হয়। এখন পর্য্যন্ত মোট ৪, ৭৩৭ জন উদ্যোগী এই প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন।

প্রদেয় ঋণের বৃহৎ অংশই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যদিও গ্রামীন ব্যাংকের শাখা সর্ব্বাধিক, তথাপি ঐ ব্যাংকের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ফলে ঋণ প্রদান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। জোট সরকারের আমলে ঋণ মেলার মাধ্যমে যদৃচ্ছ ভাবে ঋণ বণ্টন করা হয়। এতে প্রদেয় ঋণের প্রায় সব অংশই অনাদায়ী থেকে যায়। এবং ব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে ঋণ প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করতে পারছেনা প্রচলিত বিধি অনুসারে প্রত্যেক ব্যাংকের কমাণ্ড এরিয়া বা এরিয়া অব অপারেশান সুনির্দ্দিষ্ট আছে। তাই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীন এক বিপুল প্রার্থী ঋণ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বানিজ্যিক ব্যাংক অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই প্রকল্পে উদ্যোগীকে মাধ্যমিক পাশ বা আই, টি ,আই পাশ যোগ্যতা সম্পূর্ণ হতে হয়। তাই যারা এই শিক্ষাগত যোগ্যতার নিম্ন মানে পড়ে আছে তারাও এই প্রকল্পের সুযোগ লাভে বঞ্চিত। তাছাড়া বিগত ১৯৯৪ইং সালে এস. ই. ই,

ইউ, ওয়াই সেন্টালে যারা নির্বাচিত হয়েছিল তার মধ্যে মোট ৯১ জন উদ্যোগী ঋণ পেয়েছেন। যারা ঐ প্রকল্পে ঋণ পাননি তাদের বৈধ আবেদনগুলি পুনরায় পি, এম, আর, ওয়াই-এর মাধ্যমে ঋণ দানের জন্য ষ্টেট লেভেল মনিটারিং কমিটি নামক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি সুপারিশ করেছেন। ঋণের সুপারিশ তথা ঋণ প্রাপকের বিস্তারিত তথ্য, জেলা ভিত্তিক এবং ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব সংযোজন করা হল। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনায় ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে মোট ১২৮৩ জন যুবক যুবতীকে ঋণ দানের জন্য সুপারিশ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে তাদের প্রকল্পগুলো পাঠানো হয়। এই প্রকল্পের আওতাধীন উদ্যোগীকে স্বল্পমেয়াদী এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে আছে এন, আই, টি, সি, ও, এন, ই, সি, ও, এন, এবং এস, আই, এস, আই-এর মত প্রফেশন্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। নির্বাচিত ১২৮৩ জন উদ্যোগীকে প্রশিক্ষন দেওয়া সময় সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে মোট ৯২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে। বাকী উদ্যোগীগণকে আগামী এপ্রিল, মে মাসেব মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রশিক্ষণ দেওয়া শেষ হলে ব্যাংক ঋণ দিতে শুরু করবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে পি, এম, আর, ওয়াই, প্রকল্পে ইতিমধ্যে মোট ৯৩ জন উদ্যোগীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে যার পরিমান মোট ৫৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। পশ্চিম জেলায় ৭২ জন, উত্তর জেলায় ১৩ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৮ জন উদ্যোগী তাদের ঋণ পেয়ে,প্রকল্প স্থাপন করেছেন। জেলা ভিত্তিক কিছু তথ্য সংযোজন করা হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেসের পর আপনার বিবৃতি দেবেন। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTTER RECESS AT 2,00 P,M

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মিনিষ্টার, আপনি যেটা বলছিলেন সেটা কনটিনিউ করুন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৩-৯৪ইং সালে সারা রাজ্যে ১৪৬টি কেইস সেংশানড করা হয় যাতে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ইনভল্লমেন্ট করা ছিল। ১৯৯৪-৯৫ইং সালে সারা রাজ্যে ৩৯৮টী কেস সেংশন করা হয়, যাদের ফিনানশিয়েল ইনভল্লমেন্ট হচ্ছে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। যে সমস্ত অসুবিধা-গুলি এই ঋণ গ্রহনের সময় আমাদের বেকার যুবকদের করতে হচ্ছে, তা হলো— ঋণ মঞ্জুরির পর ঋণ পেতে উদ্যোগীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উপযুক্ত বানিজ্যিক এলাকাতে ঘর পাওয়া একটি বড সমস্যা। পাওয়া গেলেও মোটা অংকের সিকিউরিটি দিতে হয় যা গরীব প্রার্থীর পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, প্রকল্পের সাথে যথোপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের সংযোজন না করা। তারপর হচ্ছে, উদ্যোগীর প্রকল্প সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব এবং রূপায়নে অনভিজ্ঞতা। তারপর, কোন কোন স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজারের উপযুক্ত মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। তারপর হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নন ডিফল্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি পেতে দেরী হওয়া তারপর, ট্রেড লাইসেন্স, মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্স এবং অন্যান্য বিষয়ে পি এম আর ওয়াই-এর ক্ষেত্রে কিছু শিথিল করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করেছি। তারপর হচ্ছে, পি, এম, আর, ওয়াই, ও ষ্টেট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও শিল্প বিভাগের মধ্যে প্রতিনিয়ত আলোচনার মাধ্যমে অসুবিধা দূর করতে প্রয়াসী হতে বলা হয়েছে। তারপর, উক্ত ব্যাপারে আশানীত পাওয়ার জন্য ডিসট্রিক্ট, ষ্টেট লেভেল মোনিটারিজ কমিটির মিটিং প্রতিমাসে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর হচ্ছে, এসব সত্বেও কিছু কিছু ব্যাংক ঋণদানে শীতল মনোভাব নিয়েছে। মনিটারিং কমিটীর মাধ্যমে এ সকল ক্ষেত্রে যথোপযক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এতে জটীলতা দূর হবে বলে আমরা আশা করি।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা : স্যার, এখানে প্রথমত আই, আর, ডি, পির ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন, আমরা লক্ষ্য করেছি আই, আর, ডি, পি' যারা গ্রামীণ দিন আয়ের লোক তাদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং এই টাকা তিনটা কিস্তিতে ব্যাংক বেনিফিসারীদের দিয়ে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমার সাবডিভিশনে আমি লক্ষ্য করেছি প্রথম কিস্তি

দেওয়ার পর ২য় এবং ৩য় কিস্তি দেওয়া শেষ হলে পরে ব্যাংক টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বেনিফিসারিরা বলতে পারেন। কিন্তু প্রথম কিস্তি দেওয়ার পরেই টাকা পরিশোধ করার জন্য তাগদা দিচ্ছেন, যার ফলে টোটাল স্কীমের যে মোটিভ সেটা বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। যার ফলে বেনিফিসারিদের কোন উপকার হচ্ছে না। এই বিষয়বস্তুটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, পি, এম, আর, ওয়াইর ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে, ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫ সালে যে সমস্ত কেইস ব্যাংক হাতে নিয়েছে আমি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জানি ৯৭-৯৫ সালে যে সমস্ত কেইস ট্রাকস ফোর্স করা হয়েছে তাদের ট্রাকস ফোর্সের তরফ থেকে পাসড্ করা হয়েছে। তার টেন-পারসেন্ট ব্যাংক এখন পর্যান্ত মানি লেনডিং করেননি ১ নম্বর। ২ নং হচ্ছে, আমি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পরিস্কার হতে চাইছি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রাইমারী ষ্টার রোজগার যোজনা স্কীম চালু করা হয়েছে। এই স্কীমে কোন বেকার যুবককে এপ্লাই করতে হলে তাকে নির্দিষ্ট একটা অথরাইজ অরগেনাইজেশানের কাছ থেকে একটা স্কীম তৈরী করে আনতে হয়। ফলে এই স্কীমের জন্য একজন বেকারকে স্কীম তৈরী করে আনতে হয় দরখাস্ত করার জন্য এবং তার জন্য তাকে একহাজার থেকে দেড়হাজার টাকা খরচ করতে হয়। এই খরচ করার পর সে ইন্টারভিউ বোর্ডে টিকতেও পারে নাও টিকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে সে ইন্টারভিউর বোর্ডে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় টিকতেও পারে আবার নাও টীকতে পারে। এই বিষয়বস্তুটি পরিস্কার করবেন কি না? এখন অথরাইজড্ পার্সন থেকে যদি সেটা না নিয়ে স্কীম দেয় তাহলে রাজ্যে যারা বেকার যুবক যুবতী রয়েছে তাদের ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই, আর, ডি, পি,র একটা সিলিং লিমিট রয়েছে ইনকামের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্র্যাক্টিক্যালী আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ইন্টারভিউ নিয়েছেন তারা ঠিক উপকৃত হচ্ছে না। কারণ পভার্টি লাইন, আয়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে। সেই দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটি আবার নতুন করে দেখা হচ্ছে। তবে যদি কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ মাননীয় সদস্য দিতে পারেন— সেটা দেখা হবে। কারণ এখন ষ্টেটলেভেলে এবং ডিষ্ট্রিক্টলেভেলে যে মনিটারী কমিটি রয়েছে সেখানে ডি, আর, ডি, এ,-এর কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে প্রতিনিধি রয়েছে। কাজেই এইটা কখনই হওয়া উচিত নয় যে, ব্যাংক থেকে পুরো ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাংক থেকে ঋণের

টাকা পরিশোধ করার জন্য তাগিদ দেওয়া। এই ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সেটা আমরা দেখব। আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এখানে যে গাইড্‌লাইন রয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সেই ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স রয়েছে—তারা যখন কোন প্রকল্প অনুমোদন দেন তখন তার টেক্‌নিক্যালী ফিজিবিলিটি তার ভায়েবিলিটি এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন। সেই ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের ব্যাপারে যাদের দক্ষতা রয়েছে তাদের কাছ থেকে এই প্রকল্পগুলি চাওয়া হয়ে থাকে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি করেছেন সেটি আমরা ভেবে দেখতে পারি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে সেটা নেওয়া হবে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা : - পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি যেটা পরিষ্কার হতে চাই সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউতে যখন কোন বেকারটিকে এবং তার কেসটি স্পন্সর্ড করা হয় ব্যাংকে তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এইটার কোন ডায়েবিলিটি নেই। এরদ্বারা বেকারদের হয়রানী করা হচ্ছে। এইটা বন্ধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কি না ?

তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে মনিটরী কমিটী গঠন করা হয়েছে। কাজেই সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এলে সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এস,আর, ই, পি, স্কীমটি আমরা জানি এটা রাজ্য সরকারের। সেখানে ১৯৯৩-৯৪ইং বছরে প্রচুর বেকারকে এই স্কীমে বিভিন্ন ব্লক থেকে এনে ব্যাংকে স্পনসর্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি এখন পর্যান্ত ব্যাংক থেকে বেকারদের বলা হয়েছে যে, এই এস,আর,ই, পি, স্কীমে রাজ্য সরকারের যে শেয়ার রয়েছে সেটি রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়ার ফলে বেকারদের এই স্কীমে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। আমি এই বিষয়ে পরিস্কার হতে চাই যে, রাজ্য সরকার থেকে যে শেয়ারের টাকা দেওয়া হচেছ না যেটা পেণ্ডিং রয়েছে সেটা দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এস, আর, ই, পি, স্কীমের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাবসিডি দেওয়া হয়। চলতি আর্থিক বছরে সে জন্য ১০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে প্লেস্ করা হয়েছে— সেটা থেকে তারা ঋণ দিচেছন। আমরা চেষ্টা করছি

চলতি আর্থিক বছরে এই সাবসিডির টাকা আরো কিছু দিতে পারি কি না।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে প্রত্যেক বেনিফিসারীজ ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা পাওয়ার কথা স্কীমে অনুসারে ব্যাংক থেকে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। পরিবর্তে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার একটা ফ্লেট স্কীম বেনিফিসারীজদের করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় চূড়ান্ত স্কীমের অনুমোদিত টাকাটাও ব্যাংক থেকে বেনিফিসারিজদের একত্রে দেওয়া হচ্ছে না। শুধুমাত্র সাবসিডির টাকাটাই বেনিফিসারিজদের দেওয়া হচ্ছে। তাতে হচ্ছেটা কি মূল যে স্কীমের উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সেখানে সাবসিডির টাকার যে অংশ অর্থাৎ মাত্র চার হাজার টাকার মত সেটা দিয়েই ব্যাংক খালাস। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে প্রায়শঃই তাল-বাহানা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাতে সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা? তেলিয়ামুড়াতেও এইসব হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) —ঃ স্যার, আমি আগেও বলেছি যে এটা জেনারেল পিক্‌চার নয়। আমি অনুরোধ করছি এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকলে মাননীয় মেম্বরার সুনির্দিষ্ট করে বললে আমি অবশ্যই এইগুলি খতিয়ে দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আই, আর, ডি, পি স্কীমে বেনিফিসারিজদের যা পাওয়ার কথা সেটা টার্গেট অনুসারে ফুলফিল করা হচ্ছে ব্যাংক থেকে। যেমন আমি এখানে বলতে পারি যে ইউকো ব্যাংক, তেলিয়ামুড়ার বেনি-ফিসারিজদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করছে না বলে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ আসছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টার্গেট অনুসারে ফুলফিল করছে না তাদের কোটা। তবে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেম্পস্ এবং প্যাকস ডিফলটার থাকাতে বেনিফিসারিজরা আই, আর, ডি, পি, স্কীম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই বেনিফিসারিজদের আই, আর, ডি, পি স্কীমের টাকা পেতে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এবং এই ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষই জানেন যে রাজ্য কর্মরত ব্যাংকগুলি স্টেট কো-অপারেটীভ বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলি বাদ দিলে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলির যে পরিমান টাকা লগ্নী করার কথা সেটা তারা করছেন না। মাত্র ৩৫ শতাংশ টাকা তারা লগ্নী করছেন। আসলে স্টেট লেভেলে ব্যাংকগুলিকে নিয়ে যখন মিটিং করা হয় তখনই তাদের লগ্নীর পরিমাণ ঠিক করা হয়। ব্যাংকগুলির উপর কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না তখন তারা নিজেরাই টাকার পরিমান ঠিক করেন। মাননীয় সদস্য এখানে যা বললেন সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখব।

শ্রীঅনিল চাকমা :— আর যদি না করে থাকেন তাহলে শিক্ষার মান কমানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখালেখি করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? শিক্ষার মান মাধ্যমিক স্তর প্যর্যন্ত বয়স জেনারেলের ক্ষেত্রে যা এস, সি, এবং এস, টীর ক্ষেত্রে তা। কিন্তু এটা মাধ্যমিক বা ক্লাশ নাইন পর্য্যন্ত দেখা হয় এবং এস, সি, এস, টি আবেদন করতে পারে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, পি, এম, আর, ওয়াই, সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার যে গাইড লাইন তৈরী করে দেয় তার মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিজের থেকে কোন রকম রুলস সংযোজন করা বা শিথিল করবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। যেহেতু রাজ্য স্তরে আমাদের যেসব প্রকল্প আছে তারমধ্যেও আমরা এস, সি, এস. টীর ক্ষেত্রে বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করেছি। আমরা রাজ্য সরকার থেকে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখব।

শ্রীরতন লাল নাথ : — পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে স্টেট কো-অপারেটীভ ব্যাংকের আওতায় যেসব পঞ্চায়েতগুলি আছে সেখানে আই, আর, ডি, পি, অতীতে যেমন পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছে স্টেট কো-অপারেটীভ ব্যাংক থেকে, এখন স্টেট কো-অপারেটীভ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছে যদি ৪০ শতাংশ বকেয়া টাকা রিকভারী না হয় তাহলে সেখানে এই যে নুতন করে যে আই, আর, ডি, পি, সিলেক্ট হয়েছে তাদের ঋণ দেওয়া হবে না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে

কিনা, এবং যদি থেকে থাকে তাহলে তিনি উদ্যোগ নেবেন যাতে আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে ঐ অঞ্চলের মানুষ ঋণ পেতে পারেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঠিক এই ধরণের তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি বলছি আমার স্টেটমেন্টের মধ্যে যে, প্রতি মাসে এস, এল, সি, সির মিটিং হবে। স্টেট লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি মিটিং চীফ-সেক্রেটারীর নেতৃত্বে সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতি মাসে একটি করে। সেখানে সমস্ত ব্যাংকের পারফরমেন্স রিভিউ করা হচ্ছে। যদি স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের এই ধরণের কোন সমস্যা থাকে তাহলে নিশ্চয় সেখানে সেটা আলোচনা হবে এবং শর্ট-আউট হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভুষন মালাকার।

শ্রীবিধুভুষন মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ব্যাংকগুলি সাবসিডি মানিটা অগ্রিম গ্রহন করে সে তার আমানতে তৈরী করেছেন এবং পরে লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় মূল লোনের অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী ফিকস্‌ড ডিপোজিট না করলে দেন না। যেমন নির্দ্দিষ্ট ভাবে আমি বলতে পারি কুমারঘাট ইউ. বি, আই। তারা কুমারঘাট অঞ্চল ব্লকে মোট ৪৯টি লোন একটিও ডিসবার্স হয়নি। কিন্তু সাবসিডির টাকাটা নিয়ে বসে আছে। এই যে টাকা নিয়ে আমানত তৈরী করে এতদিন ধরে উনি ক্যাপিটেল-এ রূপান্তরিত করেছে, সুদ নিয়েছেন তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন ঘটনা হতে পারেনা। যদি কোন ব্যাংক এই ধরনের কাজ করে থাকেন নিশ্চয়ই সেটা অসৎ উপায়।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আর কি প্রশ্ন করবেন ?

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, রাজ্য সরকার বয়সের যে সময় সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন পি, এম, আর, ওয়াই। আমরা দেখেছি ৩৫ বৎসরের

উর্দ্ধে যারা তারা এই ঋণ নিতে পারেনা। এবং বয়সের সীমা রাজ্য সরকার যেভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার হলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এটা যোগাযোগ করে বয়সের সীমা বাড়ানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা লিখতে পারি কেন্দ্রিয় সরকারকে।

মিঃ স্পীকার :— অরুনবাবু অনেকক্ষন যাবৎ চেষ্টা করছেন, অরুনবাবু আপনি বলুন, এটাই শেষ।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনি জানেন না এই রকম ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক, যেখানে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আওতায় আছে যে সমস্ত এলাকা সেখানে আই. আর, ডি. পি. লোন দেওয়া হয় নি, এই রকম কোন তথ্য উনার কাছে নেই। এই সম্পর্কে আমি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলতে পারি গত বছর (১৯৯৩-৯৪ইং) ইন্দ্রনগর এবং নূতন নগর পঞ্চায়েতে ৭৮ জন বেনিফিসারী সিলেক্ট করা হয়েছিল। তাদেরকে সেখানে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে সেখানে তারা টাকা জমা দিতে হয়েছে তাদের শেয়ার মানি পাওয়ার জন্য এই লোনটা। তারপরে দেখা গেল কো-অপারেটিভ ব্যাংক টাকা ওখানে অনাদায়ে ছিল ৪০ শতাংশ রিকভ্যারি নেই। সেইজন্য একটা লোকও গত বছর সেখানে পেল না।

আর কিস্তি সম্পর্কে···· প্রথম কিস্তি দেওয়ার পরে দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার আগে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একশ টাকা করে যেটা ফেরত দিতে হবে কিস্তিতে সেটাকে পেমেন্ট করতে বাধ্য করা হয়। তারপর দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয়। আমি ইউ. বি. আই, উসা বাজারের কথা বলতে পারি। স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে আমরা ২৫ জন গত বছর বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা ইউ, বি, আই.তে সিলেক্ট করেছিলাম আর ১০ জন কুঞ্জবন ব্রাঞ্চ স্টেট ব্যাংকে এখন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কারা এইগুলি দেখে আমরা জানিনা। মন্ত্রী মহোদয় এটা ক্লেরিফাই করবেন কিনা যেসমস্ত টাকা বেনিফিসারী সিলেক্শান করা হয় তারপরে যদি ওরা না পায়, এই পর্য্যন্ত ত্রিশবার এক

একটা লোক ব্যাংকে গিয়েছে ওরা বলেছে সাবসিডি আসেনি সরকার থেকে আর সরকারী অফিসে গেলে বলে যে, আমরা সাবসিডি দিয়ে দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারটি সুনির্দ্দিষ্টভাবে দেখবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু উনি একটা স্পেসিফিক ঘটনা বলেছেন, তা আমরা খুঁজে দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার।

মিঃ স্পীকার :— আর কি মাননীয় সদস্য। আর হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটা মাত্র পয়েন্ট, আমার একটা মাত্র পয়েন্ট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য. আমার কথা শুনুন, আমি বলছি,

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট, আমার একটা শুধু পয়েন্ট।

মিঃ স্পীকার :— এই করলে আমি কি করব ?

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— আমার পয়েন্টটা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, আই, আর, ডি, পি,র রি-কভারী ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কৈলাশহরের নুবপুর গাঁও পঞ্চায়েতে সেখানে আই, আর, ডি, পি, দিতে গিয়ে প্রায় ২০টা কেইস তারা বাংলাদেশী নাগরিক, তাদের প্রত্যেককে সেই লোন দেওয়া হয়েছে। এখন কোন তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। এবং এই ভাবে অনেক এলাকাতেই ভুয়া নাম দিয়ে বাংলাদেশী নাম দিয়ে আই, আর, ডি, পি, ঋণ দেওয়া হয়েছে। এখন এদের এই লোনের দায়ভার কে বহন করবে। এবং এই গুলি তদন্ত করে যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই রকম একটি সু-নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আমাদের দপ্তরে আছে। কৈলাশহরের নুরপুর গাঁও পঞ্চায়েতে জোট আমলে এই ধরনের একটি ঘটনা হয়েছিল। বিষয়টি আমরা তদন্ত করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য মাধব বাবু যেটা বলেছিলেন যে পি. এম, আর, ওয়াই, তে যারা প্রেয়ার করেন তাদেরকে একটা স্কীম জমা দিতে গেলে অনেক ঝামেলা বা হয়রানী হয়। এই বৎসর যারা এপ্লাই করল তাতে দেখা গেল যে ২০০ জন এপ্লাই করল মাত্র ৫০ জন সিলেক্ট হল, আর ১৫০ পিটিশান থেকে যাচ্ছে স্যার, কাজেই ঐ ১৫০ পিটিশানকে নুতন ভাবে না দিয়ে যাতে পরবর্তী বৎসরে ঐ পিটিশানগুলাকে কার্য্যকরী করা যায় সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের কথা যে এস, এল, সি, ডি, এল, সি, টি, এল, সি, সব ঠিক আছে স্যার, সব মিটিং এ আলোচনা হয় আমরা বিভিন্ন মিটিং এ দেখেছি স্যার, কিন্তু আমার একটা জায়গায় দেখি এখানে ব্যাংকওয়ারী কোটা এখানে ডিস্ট্রিবিউট হয় এস, এল, সি,তে কিন্তু দেখা যায় কো-অপারেটিভ ব্যাংকের কোটা সারা রাজ্যে দেওয়ার পরও কো-অপারেটিভ ব্যাংকের একটা কোটা আছে স্যার, যে কো-অপারেটিভকে নির্ধারিত করে দেওয়া হল যে এই বৎসর সারা রাজ্যে দুই হাজার দেওয়া হবে কিন্তু কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে ঠিক হল যে ১.৫০০ দেবে আর বাকী ৫০০ পাওয়া যায় না স্যার। কাজেই টোট্যাল ব্রেক আপটাকে মাথায় রেখে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

আরেকটা স্যার, অনেক সময় দেখা যায় ব্যাংক মার্চ মাসে আই, আর, ডি, পি, বেনিফিসারী সিলেক্ট হয়ে গেল জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে, মার্চ মাসের ২০ তারিখের পর হঠাৎ করে দেখা গেল লোন দেওয়া হবে বলে ৫০০ টাকা বোক্ করে দিল। তার স্কীম কত, তার প্রথম কিস্তি কত, এই গুলি দেখা হয় না। এই গুলি খতিয়ে দেখে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য দু'টী বিষয়ে বলেছেন, পি. এম, আর, ওয়াই আমি যতটুকু খবর নিয়েছিন, এই বছরের মধ্যে তারা একটা কন্টি-নিওয়াস প্রসেসের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করছে। নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখ বেধে দেওয়া নেই

যে এত তারিখের মধ্যে দরখাস্ত জমা না দিলে পরে বাতিল হয়ে যাবে, আর কোন সুযোগ হবেনা। এটা একটা কন্টিনিওয়াস্ প্রসেসের মধ্যে তারা রাখছেন।

দ্বিতীয়তঃ যেটা বলেছেন মাননীয় সদস্য সেটি আমি আগেও বলেছি এসোসিসিও উদ্যোগে এখানে রিভিউ করা চেক আপ করা। কোন ব্যাংক যদি তার টারগেট ফুলফিল করতে না পারে কেন পারলেন না সেই ক্ষেত্রে সেটা খুজে দেখা এবং কিভাবে আমাদের টার-গেট আমরা এচিফ করতে পারি সেটা দেখার জন্যই এসোসিসিও। কাজেই এই ধরনের কোন সমস্যা যদি কোন ব্যাংকে দেখা দেয় তাহলে এসোসিসিও দেখবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরীর নিকট থেকে একটি কলিং এটেনশনের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে "মোহনপুর ব্লক কালাছড়া গ্রামে শিবির মুণ্ডার বাড়ীতে আগে অস্ত্র সহ বাবুল মুণ্ডা নামে এক গ্রামবাসী কর্তৃক প্রহৃত হয়ে জি. বি. হাসপাতালে মৃত হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যদি বিবৃতি দিতে পারেন তো দেন নতুবা সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২৩শে মার্চ ১৯৯৫ইং তারিখ আমি এই বিষয় নিয়ে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— অন্য একটি নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে— "মধ্যরাতে পশ্চিম প্রতাপগড়ে ডাকাতি লুট নিহত সি, পি, এম, সমর্থক গ্রেপ্তার এই শিরোনামে গত ১৯.৩ ৯৫ইং তারিখে 'ডেইলি দেশের কথায়' প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪ই মার্চ রাত প্রায় ১-৩০ মিনিটের সময় এক দল ডাকাত দেগার কিরিচ বোম সহ অস্ত্র নিয়ে পশ্চিম প্রতাপগড়ে শ্রীকৃষ্ণ পালের গৃহে জোর করে প্রবেশ করে। প্রবেশ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ পাল বয়স ৩৮ তিনি বাড়ীর মালিককে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে গুরুতর আহত করে। গৃহের বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। এই ডাকাত দল এবং দুস্কৃত দলটি

কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। সেখানে গহনা, ঘড়ি, একটি ভি, সি, পি নগদ ৩০,০০০ টাকা বিভিন্ন বস্ত্র সামগ্রি ও থালা বাসন লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাত দল কৃষ্ণ পালের মা বয়স ৬০ বছর শ্রীমতি ক্ষিরোদা পালের কানের রিং ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তদের পরনে পেন্ট এবং সার্ট ছিল এরং বাংলায় কথাবার্তা বলেছে। পশ্চিম থানার পুলিশ রাত্রে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যায়। দুর্বৃত্তদের পুলিশ যাওয়ার পথ অনুসরন করে তল্লাসি চালায়। পশ্চিম থানার দারোগা, সদর এস, ডি, পি, ও, এস, পি, আরবান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তদন্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। শ্রীমতি পার্ব্বতী পাল পিতা শ্রীহরেন্দ্র পালের লিখিত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭ ধারা মূলে নথিভুক্ত হয়। তদন্ত কার্য্যে পুলিশ কুকুর লাগানো হয়েছিল। শ্রীহরিধন বিশ্বাস পিতা মৃত কার্ত্তিক বিশ্বাস, শ্যামলি বাজার, থানা পূর্ব কোতয়ালি এলাকা এবং মানিক মিঞা পিতা মৃত সুলতান মিঞা রাজনগর থানা পশ্চিম কোতয়ালি এই দুজনকে এই ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় যথেষ্ট পরিমানে সন্দেহের প্রমাণ পাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যাক্তিগণ বর্তমানে পুলিশ রিমাণ্ডে আছে। কৃষ্ণ পালকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জি বি. হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তদন্ত কার্য্য এখনো অব্যাহত আছে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : - পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যাফ, এই ঘটনা ১৭ই মার্চ হল। ইতিপুর্বেও মাস দেড় এক আগে এই সব ধরনের আরও ঘটনা ঘটেছে এবং দুজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং যারা এই ঘটনা করছে তারা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। এবং রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস এই সব দুস্কৃতকারীদের মদত দিয়ে যাচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এই তথ্য এখন পুলিশের হাতে নেই। পুলিশ আসামীরা কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভূক্ত সেটা তদন্ত করছে। মাস দেড়েক আগে যে সমস্ত তদন্তগুলি আগেকার কেশে এসেছিল সেগুলি বর্তমান কেশে এসেছে। সেগুলি তদন্ত করে বের করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ আজ

এনেছেন। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো— "ত্রিপুরা ও, বি, সি, ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এখনও গঠিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনু-রোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তবে পরবর্তী তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

(ANNEXURE—"D")

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — লেইং অব দি রিপ্লাইজ টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চন। গত বিধান সভার অধিবেশনে পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চন নং ৩১ এবং ২৭২ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উত্তর পত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু অব দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান নং ৩১ অ্যাণ্ড ২৭২ অন দি টেবিল অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন অনুরোধ করছি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে গত বিধান সভার অধিবেশনে পোস্টপোণ্ড কোয়েশ্চান নং ৯ এবং ২০৮ সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চন নং ৯ অ্যাণ্ড পোস্টণ্ড কোয়েশ্চন নং ৭১ অনদি টেবিল অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চন নং ৪৫ সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দি পোসটপোণ্ড কোয়েশ্চন নং ৪৫ অন দি টেবিল অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো সর্ট ডিসকাশন অন দি মেসারর্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমর্পোটেন্স। আজকের কার্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো- রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা সম্পর্কে। রিপ্লাই দিতে হবে এবং ডিসকাশন করতে হবে। হাতে আছে মাত্র ১৫ মিনিট সময়। আমি মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়কে ডিসকাশনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি স্পর্শকাতর। আমরা লক্ষ্য করেছি, দু'টি বাজেট। ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬। এই দু'টি বাজেটের মধ্যে রেল সম্প্রসারনের জন্য একটিও টাকা ধরা হয় নি। স্বাভাবিক ভাবে এটা কোন দলের প্রশ্ন নয়, সারা রাজ্যের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই আমি আজকে হাউসে এই প্রস্তাব এনেছি। আমরা সবাই মিলে এর জন্য কথা বলব। আমরা দেখব, বিষয়টাকে আরো কিভাবে গুরুত্ব দিতে পারি। আমাদের রাজ্য গঠনের পর থেকে যে দলই সরকারে আসুক বিভিন্ন ভাবে দাবী জানিয়ে আসছি। এরফলে বাধ্য হয়ে রেল দপ্তর সার্ভের কাজ শেষ করেছেন, মার্চ্চ, ১৯৮৬। তার পরবর্তী সময়ে আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি, সাইট লোকেশনের সার্ভের কাজও শেষ করেছেন, ডিসেম্বর ৯০ এর মধ্যে। আমরা আশা করেছিলাম, স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে আমরা কিছু পাব। কিন্তু, আমরা পেয়েছি মাত্র ৪৫ কিঃ মিটার রেল লাইন। রেলমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা নতুন করে আর মিটার গেজ লাইন করবেন না। এটা নাকি বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে। আমাদের যেটুকু লাইন আছে তা মিটার গেজ লাইন। আমাদের রাজ্যের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতি আমি কেন্দ্রের নজরে আনতে চাই। এটা রাজ্য সরকারের কাছে দাবী নয়। রাজ্য সরকার বার বার বলছেন। আরো দুঃখের কথা উত্তর পূর্ব রেলের কথা বলছি, লামডিং পর্যান্ত ব্রড গেজ হয়েছে। এই ব্রড গেজ হবার ফলে আমাদের মাল সব চলে যাচ্ছে, গৌহাটীতে। লামডিংয়ের পর আর ব্রডগেজ না থাকায় আমাদের মাল আনতে হচ্ছে গৌহাটী থেকে। এতে ত্রিপুরা আরো পিঁছিয়ে গেল। বর্তমান বিরোধী দলনেতা, ১৯৯২ সালে তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন,

তখন যে চিঠি লিখেছেন তা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখে ছিলাম, সব মন্ত্রীর কাছেই দেওয়া হয়েছিল ব্রডগেজ লাইন অ্যাক্সটেনশান করার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। এইবার রেল বাজেটে অতিরিক্ত আয় হচ্ছে, ৭৫০ কোটি টাকা। সারচার্জ বসিয়েছেন, ৭.৫ পারসেন্ট। এর দায় বহন করতে হচ্ছে অনগ্রসর রাজ্য ত্রিপুরাকে। ভাড়া বাড়ান হয় নি। কিন্তু সারচার্জ বাড়ান হয়েছে। বাড়ান হয়েছে রিজার্ভেশান চার্জ। যারা রেল বাজেটের বক্তৃতা শুনেছেন তারা জানেন। আমি নিজেও টি, ভি,তে বক্তৃতা শুনেছি। রেলমন্ত্রী যখন বাজেট বক্তৃতা করেন তখন আমরা টি, ভি,তে শুনছিলাম। পার্লামেন্টের ফ্লোরে রাজস্থানে এম, পি,রা কংগ্রেসের এম, পি, ধন্যা দিয়েছেন। মণিপুরের কংগ্রেসের একজন দাঁড়িয়ে বলেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চল কি ভারতবর্ষের বাইরে। আমাদের রাজ্যের দুইজন সম্মানিত এম, পি, আছেন, একটা কথাও বলেন নি। অবশ্য একজন বলে দিয়েছেন আমি এখন ত্রিপুরা রাজ্যের এম, পি, না। গত পরশু দিন তিনি এসেছিলেন সারকিট হাউসে আমরা জানি না রাজ্যের কি কল্যাণের কথা হচ্ছিল। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। রেলের কথা উনার কাছে পাড়া হয়েছিল তিনি বলেছেন আমি চেষ্টা করব লামডিং থেকে বদরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ নিয়ে আসা যায় কিনা। তিনি এরপর বুঝে গেছেন এখানে যে উনার আর দরকার নেই। যদি আসতে হয় বেড়াতে আসতে হবে। কেন্দ্রে যিনি রেলমন্ত্রী হয়েছেন তাঁর এলাকাতেই রেল হয়েছে। জাফর শরীফ যখন রেল মন্ত্রী হয়েছিলেন উনি মন্ত্রী হওয়ার পর বাঙ্গালোরে নূতন রেল গিয়েছে। খবরের কাগজে আমরা দেখেছি উনি মন্ত্রী হওয়ার পর উনার বাড়ীতে যাবেন গাড়ীতে যেতে হলে নেমে রেলের ক্রসিং পার হতে হয় মন্ত্রীর। সেখানে ফ্লাই ওভার হয়ে গেল কয়েক কোটি টাকা খরচ করে, শুধু একজন রেল-মন্ত্রী উনার বাড়ীতে যাবেন এবং তাঁর জন্য রাজধানী এক্সপ্রেস হয়েছে। গনিখান চৌধুরী যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন পশ্চিম বাংলায় রেল মন্ত্রী হয়েছে উনার জন্য কাঞ্চনজঙ্গা হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের রাজ্যের একজনও রেল মন্ত্রী হয় নি। অবশ্য একজন হয়েছেন ইস্পাত মন্ত্রী। রেল মন্ত্রী হলে কি হতো জানি না কিন্তু তিনি ইস্পাত মন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের এখানে যে ডিপো ছিল সেটা শিলচরে উঠিয়ে নেওয়া হলো। এই বছর রেল বাজেটে একটা জিনিষ হয়েছে সেটা অবশ্য বড় লোকেরা চড়েন, রাজধানী এক্সপ্রেস যেটা সপ্তাহে একদিন ছিল সেটা সপ্তাহে তিন দিন হয়েছে তাও আবার ভাড়া বাড়ীয়ে দিয়ে। রেল মন্ত্রী তিনি গত ৫ বছর যাবৎ আছেন, এই ৫ বছরে রেলে প্রায়

৫ হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন ট্যাকস্ বসিয়ে দিয়ে। প্রতি বছর যদি ৫০ কোটি টাকা আমাদের রাজ্যের জন্য খরচ করার সদ্‌ইচ্ছা থাকত তাহলে আমাদের রাজ্যেরও রেলের উন্নতি হত। কি বলা হয়েছে এই সমস্ত লোক্যাল সার্ভে করে, রিপোর্ট কি হয়েছে আমাদের সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় যে রিপোর্ট এসেছে যে ত্রিপুরার রেল লাভজনক হবে না। কারন শিল্প নেই, কারখানা নেই। কিন্তু এই জন্য আমরা বার বার বলেছি যে, একটা রাজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং এই রাজ্যের মানুষের যোগাযোগ রক্ষা করতে এই লাভ অলাভের প্রশ্ন আসবে কেন, মানুষকে এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না কেন? এবং ওরা বলছেন এন, ই, সি যদি টাকা দেয় তাহলে করা যাবে কিন্তু এন, ই, সি, শেষ পর্য্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এটা কেমন কথা হলো এন, ই, সি তো রেলের পরিকাঠামোর জন্য কোন টাকা কোন দিন খরচ করে নি। অতএব উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এটাকে ঘুরান। এই জায়গায় দাড়িয়ে আমাদের রাজ্যের সম্পদ নেই, এখানে লাভ হবে না এই কথা আমরা কখনও বলি না। ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে রেল মানচিত্রের অন্ততঃ এই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে যদি ত্রিপুরার রাজধানীকে যুক্ত করা হয় এটাই আমরা চাই। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যদি আগরতলা শহরকে যুক্ত করা হয় এটাই আমরা চাই। এইটাই এইখানে পরিষ্কার হয়েছে এখানে মাটির নীচে গ্যাস আছে, বনজ সম্পদ আছে, রাবার উৎপাদন হয়, এই সমস্ত জিনিষকে ব্যবহার করা যায়। সর্বশেষ আমাদের এখানে নেপকো হবে রামচন্দ্রনগরে। ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তখন আমিও ছিলাম, উনারা বলেছেন সিডুাল টাইমের মধ্যে কাজ শেষ করবে। তারা কি বলছেন জানেন? আপনাদের এখানে কি মুশকিল জানেন আমাদের যে সমস্ত ভারী যন্ত্রপাতি রেলওয়ে ট্রেক ছাড়া আনা যাবে না। এখন তারা চিন্তা ভাবনা করছেন চিটাগাং বন্দর দিয়ে আনা যায় কি না। তারা এখন চিন্তা করছে সিডুাল টাইমের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবে কি না। শুধু রেল নয়, আসাম আগরতলা রোডের মধ্যে যে ব্রীজগুলি আছে সেই ব্রীজগুলিও ভারী জিনিসপত্র আনার পক্ষে সহায়ক নয়। কতখানি অসুবিধা আমাদের। একটা কাজ করতে চাইলে আমরা কাজ করতে পারছি না। আমরা একটা ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করতে চাইলেও করতে পারছি না। এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয়, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর প্রশ্নে এই যে অনগ্রসরতা পাহাড়ী বাঙ্গালীর প্রশ্নে, উগ্রপন্থী সমস্যা, বেকার যুবকরা কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেনা, এই ধরনের সুযোগ সুবিধা হলে আমাদের এখানকার বেকাররা অন্য জায়গায়

গিয়ে কাজ করতে পারেনা। আমরা দেখেছি রেল হলে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারেন। শুধুমাত্র চাকুরীর প্রশ্ন নয়, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ তার ভিত্তিতে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। এইদিকে চিন্তাভাবনা করে এই দিকটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। তারপর পণ্য, আমাদের এই রাজ্যে পণ্য মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার এইসব রাজ্য থেকে আসে। সেই জায়গাতে সমস্ত মালগুলি এনে গৌহাটিতে লোড করতে হয়। সেখান থেকে লরীতে করে আগরতলায় নিয়ে আসতে হয়। তাহলে কত দাম বেড়ে যাচ্ছে খাদ্যের। রেল লাইন লামডিং আসার ফলে আমাদের কোন লাভ হয়নি। বরঞ্চ ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের সেখানে যদি আবার নতুন করে গো-ডাউন করতে হয় তার জন্য যে টাকা খরচ হবে সেটা বহন করবে কে? সুতরাং এই অবস্থার কথা চিন্তা ভাবনা করে আমি পবিস্কাব এখানে প্রস্তাব আনতে চাই যে, লামডিং থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন এই রেল লাইন অতি দ্রুত ব্রড গেইজে পরিনত করার জন্য। তারপর আমাদের কমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার যেটা লেটেষ্ট সার্ভে হয়েছিল সেটাকে ইমিডিয়েট টেক আপ করার জন্য এবং আমাদের জন্য ডাইবেকটলি হাওড়া অব দি একটা ট্রেন চালু করা। এখনও কুমারঘাট থেকে হাওড়া পর্য্যন্ত রেল লাইন সবাসরি সুযোগ থাকত তাহলে আমাদের কাজে লাগত। এটা করা হোক এই প্রস্তাব আমি আশা করি বিরোধি দলের সদস্যরা যারা আছেন উনারা আলোচনায় অংশগ্রহন করে এই দাবীর সঙ্গে একমত হয়ে চলুন আমরা সবাই মিলে একমত হয়ে রাজ্যবাসীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করি লড়াই করে এটাকে নিয়ে আসতে পারি তার সঙ্গে একমত হয়ে আপনারা যাবেন এবং এই কথা আমি বলতে চাই স্পীকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখান থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাঠানো হোক যাতে এই বিষয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে চিন্তা করে এটা যাতে দেওয়া হয় এই দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান:— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখন বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক:— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র বাবু রাজ্যের রেল লাইন সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিহা সম্পর্কে যে সর্ট ডিসকাসশান নোটিশ দিয়েছেন এটা স্যার, কমিউনিষ্ট পার্টির সবচেয়ে বড় দরকার, এটা তাদের সেই

পুরানো ভাঙ্গা টেপ, সেটাকে আবার বাজানো শুরু হয়েছে। স্যার, ওনাদের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দোষারূপ না করলে হয় না। আমরা দেখেছি কেন্দ্র টাকা দেয় না পয়সা দেয়না বললেন। যখন দেখা গেল যোজনায় সাড়ে তিনশত কোটি টাকা পেলেন তখন বললেন আমরা সন্তুষ্ট। আবার বললেন এ, টি, টি, এফ-এর পুর্নবাসনের জন্য টাকা দেয় না, তারপর দেখা গেল বললেন যে না ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা আমরা পেয়ে গেছি। কাজেই এইভাবে বিভিন্ন ভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এই রেলের ইস্যুটাকে আবার নূতনভাবে তোলা হচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে বলেছি আজকে মাননীয় সদস্য যেটা এনেছেন এই রেলের উপকারীতা সম্পর্কে এবং রেল করলে কি হবে না হবে তারপর স্যার, আজকে তারা বলছেন শিল্পের কথা কয়দিন আগে যারা বলতেন স্যার, এখানে একটা বইতে আছে, নাম হল— ত্রিপুরায় শতাব্দির প্রবন্ধ চর্চা। প্রকাশক— ডাঃ ব্রজগোপাল রায়। এটার মধ্যে একটা প্রবন্ধে ১৯৮৩ সালে সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচনা চক্র বর্নিত ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলানুবাদ, এটা গ্রামীণ পথ উন্নয়নের সোপানের সিড়ি নৃপেন চক্রবর্ত্তী এখানে লিখেছিলেন, রাস্তার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে এল মোটর গাড়ী। ছোট ঘোড়ার এখন কোনও কাজ নাই, গরুর গাড়ীর মালিক এখন বেকার। ব্যবসায়ীরা নানারকম পন্য সস্তায় নিয়ে বাজারে এসে জঁাকিয়ে বসল। চালু হয়ে গেল এক অসম বিনিময় প্রথা। কৃষকদের উৎপাদিত পন্যের চেয়ে কারখানার উৎপাদিত পন্যের দাম তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং কৃষকরা প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হতে লাগলেন। কোন জমিয়া কঠোর পরিশ্রম করে যে ফসল উৎপাদন করেন তার সবটা বিক্রী করে দিয়ে তাঁকে সংগ্রহ করতে হয় এক জোড়া জুতো বা কিছু কাপড়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, কয়েকদিন আগে যাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল এই রকম এখন নুতনভাবে আবার যেটা করতে চাইছেন সেটার সঙ্গে কিছু দিন আগে স্যার, বনিক সভায় যে মিটিং হয়ে গেল, যেখানে জ্যোতি বসু ছিলেন, প্রাইম মিনিষ্টার ছিলেন এবং সিঙ্গাপুরের প্রধাম মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে কি ঠিক হয়েছে যে, যে কোন রাজ্যে একটা ডিষ্ট্রিক্টকে যেখানে শিল্পের পরিকাঠামো আছে সেই একটা ডিষ্ট্রিক্টকে স্পেশালী চিহ্নিত করে সেখানে শিল্প গড়ে তোলা হোক। আজকে এই রাজ্যের মধ্যে ধর্মনগর কি ত্রিপুরার বাইরে।

আজকে এই রাজ্যের মধ্যে ধর্ম্মনগরটা ত্রিপুরার বাইরে স্যার? আজকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল এসেছে সেই রেলকে নির্ভর করে আজকে সেখানে শিল্প, কল কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে স্যার। কিন্তু তারজন্য তাদের কোন খেয়াল নেই স্যার। শিল্প কল কার-

খানা স্থাপনের জন্য যদি কোন পরিকাঠামো তৈরী করার জন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে শুধু রেল রেল চিৎকার করলে তো হবে না। আজকে বলছেন রেলের জন্য অমুক জায়গায় সার্ভে করো, এটা কর ঐটা কর, সবকিছুতেই আমরা একমত আছি স্যার। কিন্তু যেটা আছে তার সদ্য-ব্যবহার করা উচিত। আমরা দেখছি স্যার, মেঘালয়কে রেল দিতে চাইলেও তারা রেল নিতে রাজি নয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, যেখানে শিল্পক্ষেত্রে তারা সাঙ্গাতিকভাবে উন্নতি করে নিয়েছে সে জায়গাতেও তারা একটা ডিষ্ট্রিক্টকে চিহ্নিত করে নিয়েছে। কাজেই আমাদের রাজ্যে যেখানে রেল এসেছে সে জায়গাকে বা ডিষ্ট্রিক্টকে চিহ্নিত করে সেখানে শিল্প কল কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে যা আছে তার সদ্ ব্যবহার না করে শুধু রেল চাই রেল চাই বলে মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে ত্রিপুরায় যে চক্রান্ত চলছে সেই চক্রান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। স্যার, এই রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় লাইফ লাইন তৈরী করার জন্য এন, ই, সি, যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে সেটার পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারতেন এই সরকার। কিন্তু তা না করে নতুন করে রেল লাইন এর অজুহাত তৈরী করছেন। যাদের হাতে জুটমিল মার খায়, সুগার মিল ধ্বংস হয়ে যায় নতুন করে কি বলতে পারেন তারা? এইখানে নতুনভাবে আর কি বলার আছে স্যার? আজকে কেন্দ্রিয় সরকার চিন্তিত কি করে এই রাজ্যের উন্নতি করা যায়। সেজন্য বাংলা-দেশের মধ্য দিয়ে পণ্যসম্ভার আনার জন্য-২৭,১২,৯৩ ইং তারিখে এই বিধানসভায় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন যে-'হ্যাঁ, ২৯-৭-৯২ ইং এবং ১০-৯-৯২ ইং তারিখে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের মাল-পণ্য পরিবহন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের পরিবহন মন্ত্রককে অনুরোধ করেছেন। এরপরে, স্যার, কোন যোগাযোগ নেই। এরপরে হঠাৎ করে রেল বাজেট এলো এখন একটা নতুন ইশিউ তৈরী করা দরকার যে-কেন্দ্র রেল দিচ্ছে না। কাজেই স্যার, এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোন মতেই একমত হতে আমরা পারি না। আজকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শিল্প উন্নত করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার শিল্পের জন্য ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছেন। সে সুযোগ রাজ্য সরকার নিতে পারছেন না। এরপরে অজুহাত খাড়া করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা এটা সঠিক না। কাজেই শিল্প স্থাপনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার যে ছাড় দিচ্ছেন তার পূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উত্তর ত্রিপুরাতে যে রেলের সুযোগ রয়েছে সেটাকে সদ্ব্যবহার করার জন্য আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (মিঃ চেয়ারম্যান) ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় রাজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে যে শর্ট ডিউরেশন নোটিশ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উৎথাপন করেছেন তাকে আমি সম্পুর্ণভাবে সমর্থন করছি। এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন আমি আশা করেছিলাম যে উনি অন্ততঃ এই ধরনের একটি বিষয়ের উপর একমত পোষন হবেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমার এই ধারনা উনি পাল্টে দিলেন। এখন বুঝতে পারছি যে বিরোধিরা বিরোধিতা করার জন্য রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেও তারা দাঁড়াতে পারেন এটা নতুন ধারনার সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্ভাগ্য আমাদের- আমাদের ছোট্ট এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু স্বাধীনতার ৪৮ বৎসর পরে এই রাজ্যে রেল হয়েছে মাত্র ৪৮ কি, মি,। এই রেলের দাবী এই রাজ্যে নতুন নয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষ জানে যে, এই রাজ্যে রেল এবং শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ করে সি, পি, আই, (এম) সহ বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন করে এসেছে। এই কথা ত্রিপুরার মানুষ সবাই জানেন এবং এখনো এই দাবী থেকে আমরা একবারের জন্যও ফিরে আসিনি। আমরা ১৯৮৬ ইং সনে এই রাজ্যের ছাত্র-যুব প্রতিনিধি প্রায় ২৫০ জনের মত হবে দিল্লি পর্য্যন্ত গিয়েছি, আন্দোলন সংঘটিত করেছি। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষেরা সেদিন অবাক হয়েছিলেন যে, একটা দেশের রাজধানীর মধ্যে একটা রাজ্যের ছাত্র-যুব প্রতিনিধিরা রেল লাইনের দাবীতে এতবড় আন্দোলন সংঘটিত করেছেন। অথচ এতবড় আন্দোলন করার পরও কেন্দ্রিয় সরকার ইতিবাচক সাড়া দেয় নি। এই ধরনেরঘটনা হচ্ছে।

এখানে মাননীয় সদস্য অমলবাবু উল্লেখ করেছেন যে আমরা নাকি নতুন করে এই দাবী উৎথাপন করছি। এটা জেনে রাখা দরকার যে, আমরা এই ভাবে কোন দাবী করি না। অগ্রগতি বা উন্নতির স্বার্থে আমরা দাবী করে থাকি। যতক্ষন পর্য্যন্ত আমরা না করতে পারি ততক্ষন পর্য্যন্ত এই ধরনের দাবী আমরা করে থাকি। আমরা শুনেছি— 'লাঙ্গল যার জমি তার।' আমরা শুনেছি ২৩ দফা, ২৪ দফা, সব বেকারের চাকুরীর কথা, এবং ১০০ দিনের মধ্যে জিনিষ পত্রের দাম কমানো হবে। এই সমস্ত ইস্যু নির্বাচনের আগে আসে এবং তারপরই সেগুলি হারিয়ে যায়। মাননীয় সদস্যও সেটা জানেন। আমরা নতুন কোন ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। আমাদের এই দাবী দীর্ঘদিনের

দাবী। যতক্ষন পর্য্যন্ত না এই দাবীগুলি পুরণ করা হয় ততক্ষণ এই দাবীগুলি আমাদের থাকবে। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই রাজ্যে এসে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসকে ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় বসানোর অভিসন্ধি নিয়ে ভাষনকালে বলেছিলেন— "হাম লোগোকে ভোট দেনেছে ত্রিপুরামে তেজিসে রেল আয়েগা।" সেসমস্ত কথা রাজীব গান্ধীরাই বলতে পারেন। অমলবাবুরাও বলতে পরেনা আমাদের এই দাবী একটি নতুন ইস্যু। ইস্যুর ব্যাপার না। উন্নয়ন এবং অগ্রগতির ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে বলছেন যে ত্রিপুরাতে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা যাবে না সেখানে রাজ্যর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে হলে ত্রিপুরার অগ্রগতির স্বার্থে শিল্প সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। ত্রিপুরার মাটির নিচে অফুরন্ত সম্পদ। এই অবস্থায় আমরা ত্রিপুরার জন্য রেল লাইনের দাবী করছি। এই অবস্থায় আমাদের রাজ্যের জন্য এই দাবী কেউ বিরোধিতা বা অস্বীকার করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিছু দিন আগে আমরা দেখেছি রাজ্যের এম, পি, সন্তোষ মোহন দেব বলেছেন— এই রাজ্যের সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাকি রেল লাইন সম্পর্কে অনীহা আছে। কিন্তু তিনি নিজে একজন রাজ্যের প্রতিনিধি হয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। অথচ রাজ্য সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নামে অযথা ভিত্তিহীন কিছু অভিযোগ আনছেন।

আজ এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় যে নোটিশ এনেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প এবং অগ্রগতিরস্বার্থে অনুরোধ করছি এই হাউস থেকে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব একটি নিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নেওয়া হোক্ এবং ত্রিপুরাতে অবিলম্বে রেল লাইন স্থাপন করা হউক। রাজনীতি নয়, দরকার হল— দলমত নির্বিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করে সবাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন বলে আশা করছি। দল থেকে বহিস্কারের ব্যাপার না। আমরা পশ্চিম বাংলায় দেখেছি কিভাবে সেখানে সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের স্বার্থে আলোচনা করছে। আসুন আপনারা, ত্রিপুরার স্বার্থে ত্রিপুরাতে আপনারাও নতুন একটি নজীর সৃষ্টি করুন। আমি জানি না অমলবাবু দলের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন কিনা। তবুও আমার অনুরোধ আপনারাও আসুন এই ব্যাপারে ত্রিপুরার অগ্রগতির স্বার্থে। আসুন আমরা সবাই মিলে দিল্লীতে গিয়ে এই ব্যাপারে দাবী জানাই। রাজ্যের স্বার্থে এটা প্রয়োজন। এই দাবীর পিছনে আপনারা সবাই থাকবেন এই আশা করেই আমার বক্তব্য শেস করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরনজিৎ দেবনাথ মহোদয়।

শ্রীরনজিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিহা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তার উপর তিন জন সদস্য আলোচনা করেছেন। আমি বলব এই প্রস্তাবটা ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য এই প্রস্তাব আমাদেরকে নিতে হবে। এই ত্রিপুরায় আমরা রেল লাইন সম্প্রাসারণ চাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা ত্রিপুরায় রেল হউক এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানাব। কিন্তু আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রাসারণ করার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা এবং বিধানসভার বাইরে থেকেও নানা ভাবে বিধানসভার ভেতর থেকেও প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। বিধানসভার বাইরে থেকেও বিভিন্নভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমরা আর কিছু দিনের মধ্যে বলতে গেলে ৫ বছর পরে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে। সেই জায়গায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের মূল সোপান হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কিন্তু আমরা সেখানে রেল পাব না এটা হতে পারে না। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রাসারণ সম্পর্কে যখনই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে তখনই রেল মন্ত্রক বলেছে যে, আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রাসারণ করা আর্থিক দিক দিয়ে অনুকূল নয় এটাতো ঠিক না। আর্থিক দিক দিয়ে লাভালাভ বিচার করে কোন রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাঘাত হবে এটা কেমন কথা? আমরা সেই দিক দিয়ে বলতে চাই আজকে যে জিনিষটা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান না সেটাতো আজকের জন্য করা হব না। এটা আগামী দিন অনেক বছর পর্য্যন্ত এটা বেঁচে থাকবে। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বাড়বে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন-এর সোপান হলো রেল। কিন্তু ত্রিপুরার এই রেল পরিকাঠামোর যোগাযোগটা যদি বৃদ্ধি হয় তাহলে ত্রিপুরার উৎপন্ন যে কাঁচামাল সেগুলি বাইরে যাবে, অতি সস্তায় কমপিটিশন করতে পাববে এই বিষয়গুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

আজকে এখানে বিরোধী দলের বিধায়ক অমলবাবু বলেছেন যে, একটা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানো হচ্ছে, আমিও বলছি উনি ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে, শিল্প না হলে রেল হবে না। কিন্তু এখানে আছে, আপনারাও ২১.২.৯২ইং

সনে এই বিধানসভায় প্রস্তাব নিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কুমারঘাট হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হউক। এবং এটা সাব্রুম পর্য্যন্ত নেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নিয়েছিলেন। তখন অমলবাবুও ছিলেন। এটার স্বার্থ শুধু এখানে কয়েকজন-এর পক্ষের জন্য না, কমিনিস্টের পক্ষের জন্য না, কংগ্রেসের পক্ষের না, সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। সেই ক্ষেত্রে রেলমন্ত্রকের ভূমিকাটা কি ? রেলমন্ত্রক বিভিন্নভাবে বলেছেন যে, এটা এন, ই, সি, করুক, আর এন, ই, সি, বলছে যে না আমরা পারব না, এটা প্লেনিং কমিশনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হউক। এবং আবার রেলমন্ত্রক থেকে সেখানে বলা হচ্ছে যদি এন, ই, সি, টাকা এখানে কিছু দিতে পারে তাহলে আমরা এটার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। আমার সেই দিক থেকে প্রস্তাব হলো যে, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার। এখানে বড় বড় শিল্প করব একটা ভাল টারবাইন আনা যায় না, ভারী টারবাইন আনা যায়না। আমাদের এখনে বর্তমানে যে কাঁচা রাস্তা আছে সেগুলির মধ্য দিয়ে আসা সম্ভব না। রেল হলে অতিসত্বর আনা যাবে। আমরা এখানে দেখেছি অনেক সময় ফুড ক্রাইসিস হয়ে যায়। আগরতলা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের যে একমাত্র রাস্তা, ধর্মনগর যেতে অনেক সময় বর্ষাকালে রাস্তায় ধ্বস পড়ে যায়। যারফলে আমাদের ঠিকমত খাদ্যসামগ্রী আসে না।

তারপরে লামডিং পর্য্যন্ত ব্রড-গ্রেইজ হচ্ছে। সেখানে ব্রড গ্রেইজের মধ্য দিয়ে সেই ফুড এনে আবার সেটাকে আনলোড করে মিটার গ্রেইজের মধ্যে তুলে দিতে হবে এবং আবার সেটাকে আমাদের ধর্মনগর রেল স্টেশন পর্য্যন্ত আনতে হবে, সেখানে আবার আনলোড করে আবার ট্রাকে করে আগরতলায় আনতে হবে। আমরা কত সমস্যার মধ্যে আছি এতে আমাদের ফুডের দাম বেড়ে যায়।

আমাদের এখানে যে কাঁচামাল যেমন পাট শিল্প বলুন, উৎপাদিত পাটের যে পণ্য সেগুলি বাইরে রপ্তানী করতে গেলে আমাদের বেশী দাম দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হয় এবং আনতেও আমাদের দাম বেশী দিতে হয় কাঁচা মালটা। আবার ফিনিশ প্রডাক্টটা নিতেও আমাদের বাইরে দাম বেশী দিতে হয়। যারফলে আমাদের সেখানে প্রতিযোগিতার মধ্যেও আমরা টিকতে পারছি না। সেই দিক থেকে আমরা এই কথা বলব যে, ত্রিপুরা রাজ্যে রেল পরিকাঠামো বা শিল্প অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এই রেল ব্যবস্থাটাকে সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা রেল মন্ত্রককে এইটুকু অনুরোধ করব যে,

ত্রিপুরার মানুষের জন্য আপনাদের লাভালাভের প্রশ্ন এখানে না এনে ত্রিপুরার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পের উন্নয়নের যে সম্ভাবনাটা আছে সেই সম্ভাবনাটাকে আরও বেশী ত্রিপুরার মানুষের জন্য না, আমরা শুধু ত্রিপুরা বলব না, বলব ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য শুধু ত্রিপুরাবাসী না আমরা ভারতবাসী এই কথাটা মাথায় রেখে আমাদের বলতে হবে যে ভারতবর্ষের এই অঙ্গ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমাদের রেল দরকার।

আমি দলমত নির্বিশেষে অনুরোধ করব ত্রিপুরার মানুষ অপেক্ষা করছে এই বিধানসভায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই রাজ্যে রেল আনার জন্য যাতে একটা প্রস্তাব আমরা নিতে পারি সেই আশা নিয়ে আমি আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইটুকু রাখছি যে, ত্রিপুরার স্বার্থে রেল মন্ত্রক অবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরার রেল সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করবেন, এবং কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1995-96
General Discussion

মিঃ চেয়ারম্যান :— General discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, ১৯৯৫-৯৬ ইং সনের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা। General discussion on the budget estimates for the year 1995-96. আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদেরকে অনুরোধ করব, এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য। আমি এখন আলোচনা আরম্ভ করার জন্য মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) :— মিঃ চেয়ারম্যান, ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক সনের জন্য যে বাজেট এখানে আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় প্রখ্যাত রাজ্যের প্রখ্যাত

অর্থনীতিবিদ তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব, এই ৯৫-৯৬ সনের বাজেট বক্তৃতার প্রথম লাইনটির জন্য আমি উনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইনটি হল, তৃতীয় প্যারার প্রথম লাইন ১৯৮৮-৮৯ ইং সালের পর কয়েক বৎসর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিশৃংখলা অবস্থায় পরিচালিত হয়েছে। অন্তত পক্ষে ১৯৮৮-৮৯ সালে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকারের এই বৎসরটা আর্থিক বিশৃংখলা ছিল না মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই কথাটা স্বীকার করেছেন উনার বাজেট বক্তব্যে। দূরভাগ্য হল, এই বাজেট প্রনেতাদের মধ্যে আরেকজম যিনি, রাজ্যের আরেক বিসারদ শ্রী বি, কে, বল, দক্ষ বাজীগরের মত উনি ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে বলেছেন সম্মানিত সদস্যদের স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৮৮-৮৯ ইং সনের অর্থবৎসর থেকে অত্যন্ত বিশৃংখল ভাবে রাজ্যের অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আমি স্বাভাবিক ভাবেই যিনি ট্রেজারী বেঞ্চের নেতা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর অবর্তমানে যিনি বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী, উনার কাছে জানতে চাইব, উনার সত্য ভাষন কোনটা? ১৯৯৪-৯৫ সালের ভাষনটি সত্য নাকি ১৯৯৫-৯৬ সালের ভাষন তার মধ্যে কোনটা সত্য? তারজন্য কি রাজ্যের অর্থ সচিব দায়ী, নাকি রাজ্যের যিনি অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি দায়ী? মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এই যে নূতন বাজেট. একই বাজেট হল অনুমান নির্ভর বাজেট, কাল্পনিক এবং অসত্য তথ্য ও অযুক্তিতে এই বাজেট ভরা। বর্ত্তমানে আমি সেটা দেখব। কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটের দুই একটা জায়গা সম্বন্ধে বলব? কারণ, এটা ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৯৪-৯৫ সালে বাজেট অধিবেশনে শাসকদল বিরোধী দলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তথাকথিত একটা নিষ্কর এবং ঘাটতি শূন্য বাজেট দেওয়ার জন্য উনারা শর্ত অনুভব করেছিলেন। ঐ বাজেটকে নিষ্কর ও ঘাটতি শূন্য বাজেট বলা যায় না। পুরো বাজেটই ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট ছিল একটা নয়-ছয়ের বাজেট, পুরো বাজেটেই ছিল কেরামতি ও মেরামতির বাজেট। আমি সেটা দেখাচ্ছি, কেরামতি ও মেরামতি বাজেট কি ছিল। বাজেটে বলা হয়েছে, নিষ্কর বাজেট বছরে মধ্যভাগে, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আপনার হয়ত মনে আছেন রাজ্যে যখন কোন জিনিষই পাওয়া যায় না নূতন করে কর, বসানো তখন মেয়ে লোকের মাথার সিদুর থেকে পায়ের কুমকুম পর্য্যন্ত চোখের কাজল হাতের ফুল, ঝার ধূপকাঠির স্টীক প্রত্যেকটীর মধ্যে বছরের মধ্যভাগে ঐ নিষ্কর বাজেটের ঘাটতির সমতা আনার জন্য কর আরোপ করে। তারফলে

ঘটনাটির সমাধানের তো দূরের কথা ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। ৩১শে মার্চের পর ঘাটতি জানা যাবে, ততক্ষণে আমাদের বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে যাবে। তথাপি আমি দেখাবো যে ঐ বাজেট ঘাটতি শূন্য বা নিষ্কর ছিলনা। কারণ, পাব্লিক একাউন্টের ৩৮·১৪ বাজেটে এক বছরে দেখাচ্ছি, ৯৪-৯৫ সালের পাব্লিক একাউন্টের ৩৮·১৬ কোটি টাকা এখানে ধরা আছে। এই টাকাটা রেভিনিউ রিলিপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। আসলে ৩৮·৫৩ কোটি টাকা রেভিনিউ রিলিপ দেনা সেটা হবে ক্যাপিটাল রিলিপ। পাব্লিক একাউন্টের এই টাকা হল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অনান্য ক্যাশ ক্যাপিটাল থেকে। এই টাকাটা যেটা জমা থাকে সেই টাকা এবং ফেরত যোগ্য। আর পাব্লিক একাউন্টের এই ৩৮·৫৩ কোটি টাকাকে যদি আমি সেচ্ছ ভিত্তিতে ধরি, তা ধরলেই হবে, তাহলে ৯৪-৯৫ সালে বাজেট ঘাটতি দাড়াবে ৭১·৫৩ কোটি টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই মাননীয় সদস্য এবং আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন সেটা কি করে। ৯৫-৯৬ সালের বাজেটের অপেনিং ব্যালেন্স ৪১ কোটি টাকা এবং এখানকার পাব্লিক একাউন্টের ৩৮·৩৫ কোটি টাকা তা নিয়ে যেদিন বাজেট এই হাউসে দাখিল করা হয় সেইদিন পর্য্যন্ত ঘাটতি হল ৪১·৫৩ কোটি টাকা। কাজেই, এটা সম্পূর্ণ ভাওতা ছিল জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে এই কথা বলে। জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য যে এটা ঘাটতি শূন্য ছিল। এখন আমি আসছি এবারের বাজেট সম্পর্কে এবারেও ঘোষণা করা হয়েছে করমুক্ত বাজেট। মাননীয় চেয়ারম্যান, এবার রেভেনিউ রিসিপ্ট সেখানে দেখানো হয়েছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস খাতে ৪৫ কোটি টাকা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার ভাষণের শেষ প্যারাগ্রাফে বলেছেন যে ১৮০ ৭৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি। আর পাবলিক অ্যাকাউন্টস খাতে ৩৫ কোটি টাকা যোগ দিলে ঘাটতি দাঁড়াবে ২১৫,৭৬ লক্ষ টাকা। এই হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর কর শূন্য ভাওতা বাজেট। এই ঘাটতির জন্য বছরের শেষ ভাগে সাধারণ মানুষের উপর ঘাটতি কমানোর জন্য সেল ট্যাক্স বাড়ানো হবে যেমন বিড়ি, ঝাড়ু ইত্যাদির উপর। গত-বারও হয়েছে, এবারও হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাষণে বলা হয়েছে আর্থিক শৃঙ্খলার কথা। উনারা উচ্চ প্রসংশিত। ১৯৯৩-৯৪ সালে উনারা অভার ড্রাফট এক পয়সাও নেয়নি। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক পুরস্কার দিয়েছেন সবটাই সত্য বটে সবটাই ভাওতা। উনারা ১৯৯৩ ৯৪ সালে অভার ড্রাফট নেয়নি। আমাদের মতে

অভার ড্রাফট নেওয়াটা আর্থিক শৃঙ্খালার মধ্যে পড়ে। মাসের শেষে কোন কর্মচারী দোকান থেকে জিনিস বাকীতে কেন খাবেন। এই সরকার ক্ষমতায় এসে পরিকল্পনার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, পাওনাদারদের টাকা দিচ্ছে না, কন্ট্রাক্টার কাজ করে টাকা পাচ্ছে না এবং কর্মচারী বদলি করলে তাকে টি, এ, দেওয়া হচ্ছে না, সংবাদপত্রে অ্যাডভারটাইজিং এর টাকা দেওয়া হচ্ছে না, প্রাইমারী স্কুলে বোর্ড নেই, চক নেই, এই হচ্ছে তাদের আর্থিক শৃঙ্খলা। ১৯৯১-৯৩ সালের আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য প্রণববাবুর কাছ থেকে উনারা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন দুই কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে ঘাটতি ছিল ১৪ কোটি টাকা। সেই সময়ে কাজ করলাম আমরা পুরস্কার এনেছেন ওরা। ১৯৯২-৯৩ সালের অডিটর অ্যাণ্ড কনট্রোলার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া এর যে সার্ভে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট দেখিয়ে আমি দেখাবো ওরা যে কত বড় ভাওতা দিয়েছেন তা দেখিয়ে প্রমান করব। স্যার, তাঁদের বাজেটের মধ্যে পুরো বক্তব্য ঐ দক্ষ বাজিকর বি কে, বল সাহেবের। তারজন্য দশরথবাবুর মেরামতি করতে করতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। স্যার, সেক্রেটারীয়েটে বল অ্যাণ্ড দে'র নাম পড়েছে, কেরামত আলী অ্যাণ্ড মেরামত আলী। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আর ২/৭টি আর্থিক শৃঙ্খলার নমুনা তুলে ধরতে চাই। স্যার, জনসাধারণ বুঝতে পারছে, কারা লুট পাট করেছে। আমরা করেছি না উনারা করেছেন। স্যার, রাজ্যে খাদ্য শস্য উৎপাদনের কথা বলছি। স্যার, ফুডগ্রেইন ইন ত্রিপুরা, ১৯৮৭ টু ১৯৯১ আমি বলছি। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৪১১.১ হাজার মেট্রিক টন, ১৯৮৮-৮৯ সালে, ৪৮৬.৬৮ হাজার মেঃ টন। ১৯৮৯-৯০ সনে ৪৭১.৮৭ মেঃ টন। ১৯৯০-৯১ সনে ৫১৬.৩ হাজার মেঃ টন। এই হল খাদ্য উৎপাদন? এটা আমার বক্তব্য নয়। গর্ভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার ইকনমি সার্ভের রিপোর্ট। স্যার, ডমেষ্টিক প্রডাক্ট অ্যাণ্ড করেণ্ট প্রাইসেস্। স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সালে তাঁদের রাজত্বের সময় ৫৮৯ কোটি। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, জোট আমলে ১৯৮৮-৮৯ সালে ৭৬৭ কোটি, ১৯৮৯-৯০ সালে ৮১৫ কোটি, ১৯৯০-৯১ সালে ৯১৫ কোটি। এটা আমার কথা নয়। এটা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, এর কথা নয়। স্যার, স্যাকষ্ট স্মল সেভিংস। ১৯৮৭-৮৮ সালে তাঁদের আমলে ৬১৬ লাখ। আর কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, আমলে ১৯৮৮-৮৯ সালে ১১.১৬৪ লাখ, ১৯৮৯-৯০ সালে ১,৭৯৫ লাখ, ১৯৯০-৯১ সনে ১,৭৯৪ লাখ ১৯৯১-৯২-১,৯৩৬ লাখ। স্যার, কোথায় ৬,১৬ লাখ আর কোথায় ১,৯৩৬ লাখ। স্যার, পার কেপিটা ইনকাম। ১৯৮৭-৮৮ সালে ২,৪৪৪, ১৯৮৮-৮৯, ৩,১২১, ১৯৮৯-৯০ ৩,৩২৮, ১৯৯০-৯১ ৩,৫৬৯। স্যার, ১৯৯২-৯৩

সালের কথা আসেনি। ষ্টেটিসটিক্স ডাইরেক্টরিতে খোঁজ নিয়ে দেখুন ৪,১৫০। সেদিন ক্ষমতায় কে ছিল। এটা আমার নয়। স্টেটকটিকস ডাইরেক্টরীর রিপোর্ট এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ইকনমি সার্ভে রিপোর্ট। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ইয়ার ওয়াইজ ডেবট আউট স্টেণ্ডিং-এর ব্রেক আপ দিচ্ছি।

Year wise outstand debt of Tripura Government ৬০০ কোটি টাকার মাবিং কমিটি, লুটপাট কমিটি ১৯৮৮ সালে ২৬৪, ১৯৯২ সালে ৫৪৬, ১৯৯৩ সালে ৬১২ এবং ১৯৯৪ সালে ৭২৫ কোটি। স্যার, তাহলে ১৯৮৮ সালে ৬৪ কোটি হয় আর ১৯৯২ সালে যদি ৫৪৬ কোটি হয় কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এসেব আমলে তাহলে ১৯৮৮ সালে ২৬৪ কোটি টাকার মধ্যে উনাদের সময় যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের সময়ে ডেট্ দাড়ায় ২৮২ কোটি টাকা। এটা আমার কথা নয়, অন্ কারেন্সি এ্যাণ্ড ফিনান্স রিপোর্ট ১৯৯২-৯৩ অনুযায়ী। আর লেফট্ ফ্রন্টের আমলে ১৯৯৩-৯৪ সালে টোট্যাল ডেট্ থেকে ২৮২ কোটি টাকা বাদ দিলে দাড়ায় ৪৪৩ কোটি টাকা। দু বছরে আপনারা এত উন্নতি করেছেন। এটা কংগ্রেসের কথা নয়, টি, ইউ, জি, এসের কথা নয়। দু বছরে রাজ্যকে এত গতিতে নিয়ে গেছেন যে আপনাদের সময়ে ৫৪৩ কোটি টাকা ডেট্। বাকী তিন বছরে রাজ্যকে কোথায় নেবেন ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী বেঞ্চ ভুল আছে।)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন। হ্যাঁ, আমাদের সব কিছুতেই ভুল আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনাদের মন্ত্রী বলেছেন। The assets of the State Government increased from Rs. 637·42 crores in1988-89 to Rs 1,049·62 crores in 1992-93; however the liabilitises registered steep increase from Rs. 345 09 crores to Rs. 688·11 crores তাহলে ৩৪৫ বাদ দিন, আপনাদের সময় গিয়ে দাড়াচ্ছে ৩৪২ লায়েবিলিটিজ। লায়েবিলিটিজ যদি ৩৪২ হয় তাহলে এ্যাসেট হয়েছে ৪১২·২০ তার মানে এ্যাসেটের পরিমান বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পরিমান ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশী এ্যাসেট নিয়ে আমরা ক্ষমতা থেকে এসেছি। মুখে গলা ফটানো, এ্যাসেম্বলীতে নাটক করা, মাঠে গিয়ে বলা এটা এক জিনিষ। বই আনুন, পাঠ করুন। এই বই আপনারা দিয়েছেন, আমি দিল্লী থেকে

এনেছি। কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, কতটা লুট করেছে তার হিসাব এখানে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখন যাচ্ছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়করা পবিত্রবাবু চলে গেছেন শিল্পের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে। শিল্পের কথা বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দ্দেশে ভারত সরকার স্বার্থ বিরোধী নীতি নিয়েছেন। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে তারফলে ত্রিপুরার মত দুর্বল রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে ব্যাপক আঘাত আনছে। স্যার, এটা কেন্দ্রকে কটাক্ষ করা হয়েছে। স্যার, আমি বেশী দূরের ব্যাপারে যাব না, আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইটুকু বলে যে, "পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান"। কোন ব্যাপারেই আপনারা নৃপেনবাবুকে অনুসরণ করছেন না কিন্তু এখানে শিল্পের ব্যাপারে নৃপেনবাবুকে অনুসরণ করছেন। জ্যোতি বসুরদিকে তাকান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করছে? সেখানে বৃহৎ পুঁজি, আন্তর্জাতিক পুঁজি, মালটিন্যাশনাল পুজি. এন, আর, আই তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং শত শত মেমোরেণ্ডাম অব্ আণ্ডারটেকিং জ্যোতিবাবু সই করাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্যই যারফলে সভায় যান, বাসে যান, ট্রামে যান, খেলার মাঠে যান, জ্যোতিবাবুর সভায় যান, জ্যোতিবাবর নাম পড়ে গেছে "মৌ"। যেখানে যান জ্যোতিবাবুকে মৌ বলে ডাকে। মিটিং-এ গেলে জ্যোতিবাবুকে (বা হাত উপরে মুঠি করে) মৌ বলে। আমি দেখেছি কলকাতার একটা মিটিং-এ মৌ বলে ডাকছে। আর কিছু না হোক মেমোরেণ্ডাম অফ আণ্ডারস্টেণ্ডিং এ সই করে মৌ যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, যারফলে জ্যোতিবাবর নাম পড়ে গেছে মৌ হিসাবে। একটা জিনিস জ্যোতিবাবু করেছেন পশ্চিমবাংলায় যেটা আপনাদের অনুকরনীয়, জ্যোতিবাবু পশ্চিম বাংলায় ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে এনেছেন। বৃদ্ধ, অসীমকে বাদ দিয়ে সোমনাথবাবুকে নেক্সট লিডার হিসাবে প্রজেক্ট করতে পেরেছেন, সোমনাথবাবুকে পরবর্ত্তী চীফ মিনিষ্টার হিসাবে প্রজেক্ট করতে পেরেছেন। আপনাদের দশরথবাবর পর কে মুখ্যমন্ত্রী হবে আপনারা ঠিক করুন। অনিলবাবু না কেশববাবু, সমরবাবু নয় আপনারা ঠিক করুন কে মুখ্যমন্ত্রী হবে। শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে আপনারা পশ্চিমবাংলাকে ফলো করেন কে মুখ্যমন্ত্রী হবে এই ব্যাপারেও আপনারা পশ্চিমবাংলাকে ফলো করুন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, বামপন্থীদের একটা অংশ নৃপেনবাবুর দল হিসারে আর, এস, পি, দল হিসাবে, সি, পি, আই, ওরা জ্যোতিবাবুর সমালোচনা করছেন। খোলা বাজার অর্থনীতি নিয়ে সমালোচনা করছেন, শিল্পনীতির সমালোচনা করছেন। কিন্তু সি, পি, আই, এম, পলিটব্যুরো সদস্য ই, এম, এস,

নাম্বুদ্রিপাদ কি বলেছেন খোলা বাজার অর্থনীতি শিল্পনীতি সম্পর্কে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমি এইটা পড়ে শোনাচ্ছি :—

The vetern CPI (M) leader and politburo member, Mr. E. M, S. Nambudiripad, said the new Industrial policy of the West Bengal Chief Minister, Mr. Jyoti Basu, was simply a replica of the one he had followed in 1957 as the chief Minister of Kerala.

In the latest issue of the party mouthpiece, people's Democracy, Mr Nambudiripad recalling his first days as the chief Minister, said he had to "operate within the parameters of the Centre's policy,,

Mr. Nambudiripad at that time felt there were some aspects of the Centre's policy like land reforms, educational policy like land reforms, educational policy and decentralisation of administration which by themselves were good for the people.

The former CPI (M) General Secretary made the observation while defending Mr. Jyoti Basu's new industrial policy which intends to take full advantage of the Centre's "delicensing of industries and abolition of the freight equalisation for iron and steel which we have been advocating for years"

Mr. Nambudiripad said the point was whether Mr. Basu, as the Chief Minister, should take advantage of the new opportunities which have opened with the new industrial policy of the Centre.

The CPI (M) leader said he had followed the Centre's policy to introduce land reforms and an education Bill in the Kerala Assembly. The Bills were hailed by the common people but resisted by vested interests, he said. "It was then that we found

it impossible to do anything in the industrial sector unless we took the help of private monopolies in India. That was how the Birla owned Gwalior Rayons works was set up at Mavoor mear Culicot.

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যেদিন ওদের দোসর বি, জে, পির সঙ্গে মিশে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে। যেদিন এই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় সেদিন ফরেন অ্যাকসচেইঞ্জ ছিল ১ হাজার কোটি টাকা মাত্র ৬ দিনের খরচা। আজকে ভারতবর্ষের ফরেন অ্যাকেসচেইঞ্জ হচ্ছে ৭০ হাজার কোটি টাকা। সর্বকালীন রেকর্ড স্যার। তাঁর কৃতিত্ব পি. ভি. নরসীমা রাওয়ের। যার ফটো ঘরে ঘরে কিছুদিন পরে পূজা করবেন। আজকে যেমন নৃপেনবাবুকে বলতে শোনা যায় ইন্দিরার মত প্রধানমন্ত্রী হয়না। আর কয়দিন পরে উনার ফটো ঘরে ঘরে পূজা হবে, সেদিন সমাগত।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য ৫০ কোটি টাকা অনুদান। আর একশত কোটি টাকা ঋণ চেয়েছেন। কিসের ভিত্তিতে ঋণ, কিসের ভিত্তিতে অনুদান। কেন অনুদান দেবেন, কোন রাজ্যে জাতীয় বিপর্যয় না হলে কেন অনুদান দেবেন। যেমন, মহারাষ্ট্রে হয়েছে ভূমিকম্প, স্বাভাবিক অবস্থায় সংবিধানের কোন ধারা বলে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যকে একশত কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন বা ৫০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এগুলি দেওয়া হয় যখন কেলামিটি হয়, যখন জাতীয় বিপর্যয় হয়, যেমন ত্রিপুরাকেও দিয়েছে চাকমা শরণার্থীদের জন্য ১৯৭১ সালে। আজকে যদি খরা হয়, ভূমিকম্প হয়, বন্যা হয় তাহলে নিশ্চয়ই দেবে। এটা স্যার, মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং আমরা বিরোধী দল এই ধরণের অনুদান দেওয়ার বিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকার যদি দেয়, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ব। কোন অবস্থাতেই ভারতের সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন কাজ কেন্দ্রীয় সরকারই করুক আর রাজ্য সরকারই করুক আমরা তার জন্য প্রতিবাদ জানাব। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হওয়ার পর বা আগে এখন পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় লগ্নী হয়নি, এটা যে কত বড় অসত্য কথা, এই ধরণের বক্তব্য যে আপনারা কি করে রাখতে পারেন। স্যার, এই বি, কে, বল আমার আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে এই ধরনের বক্তব্য রাখাতে পারেন, স্যার, আমি এই সচিবকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ও, এন, জি, সি, কি কেন্দ্রীয় প্রকল্প না ? রাবার প্লেনটেশান কার প্রকল্প, বর্ডার রোড প্রজেক্ট কার প্রকল্প, নেরামেক কার

প্রকল্প, রেল লাইন যতটুকু হয়েছে এটা কার প্রকল্প, ন্যাশনাল হাইওয়ে কার প্রকল্প, গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্ট কার প্রকল্প, রুখিয়া কার প্রকল্প, এইগুলি কি সব রাজ্যের প্রকল্প, না কি কেন্দ্রের প্রকল্প। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আই, আর, ডি, পি, এবং এন, আর, ই, পি, তারপর জহর রোজগার ইন্দিরা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রকল্প এই সমস্ত প্রকল্পগুলি কার। অথচ বাজেট বক্তব্যে বলা হয়েছে কেন্দ্রের কোন প্রকল্পই স্বাধীনতার আগে বা পরে বা পূর্ণরাজ্য হওয়ার আগে বা পরে কোনরকম অর্থ বিনিয়োগ করলেন না। হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের বাজেটারী এলোকেশানে ৯০ ভাগ গ্রান্ট কেন্দ্রীয় সরকার দেন। অথচ বলছেন কেন্দ্র দিচ্ছে না, কেন্দ্র করছে না এইভাবে ভাওতাবাজী চিৎকার। তারপরে রেল লাইনের কথা বলা হয়েছে, রেল লাইন সম্পর্কে আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, আমলে পেচারথল থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন এবং তার সার্ভে আমরা কমপ্লিট করিয়েছি, এখানে একটা চিঠি আমি পড়ছি শুনুন,

New Delhi—11000
August, 1992.
Sept, 3rd,

Dear Shri Dev,

Kindly refer to your D. O. letter No. SM/TRP/1/92/396 dated 28-7-92 enclosing a copy of a letter dated 19/20 July, 1992 from Shri S R. Barman, Chief Minister of Tripura addressed to the prime Minister of India regarding extension of railway line from Kumarghat to Agartala in Tripura.

You will be happy to know that considering the sentiments of the people of North Estern region, the final location survey for extension of this Rail line has been taken up and the same is expected to be completed in 1993-94.

While I share your anxiety to provide a Rail line to the state

capital, you will appreciate that further consideration of the proposal would be possible only after the survey report becomes available .

With warm regards.

yours sincerely,
C K. Jaffer Sharief.

Shri Sontosh Mohan Dev
Minister of State for Steel
Government of India
New Delhi.

এই সার্ভে রিপোর্ট এটাও করিয়েছি আমরা, আপনারা না। পেচারথল থেকে কুমারঘাট রেল লাইন আমরা এক্সটেনশান করিয়েছি। এখানে প্রশ্ন হয়েছে যেটা, পবিত্রবাবু সময়োপযোগীভাবে তুলেছেন, কিন্তু সমস্তটুকু ওনার কাছে নেই, এখানে আটকে আছে যে রেল লাইন ব্রডগ্রেইজ হবে না কি মিটার গ্রেইজ হবে। ইতিমধ্যে আর্মি থেকে একটু আপত্তি দিয়েছিল আমরা চেয়েছিলাম যে, মোহনপুরের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্ডার বরাবর রেল লাইন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি কিন্তু আর্মি থেকে আপত্তি দিয়েছে। কাজেই, সেটা ব্রড্ গেজ্ হোক বা মিটার গেজ্ হোক আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে আনতে। কিন্তু এখন যদি মিটার গেজ রেল লাইন বসানো হয় তাহলে কালকে যখন ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত ব্রড্ গেজ রেল লাইন বসবে তখন আবার প্রশ্ন আসবে এই মিটার গেজ লাইন পরিবর্তন করে ব্রড্ গেজ লাইন বসানো। কাজেই, এখনই এই মিটার গেজ বসিয়ে অযথা খরচ করে লাভ নেই। কিন্তু আপনারা ঘরের মা বোনদের দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করাচ্ছেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ করে এইসব করে কোন লাভ নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কেন্দ্রিয় মন্ত্রী শ্রীসন্তোষমোহন দেব গত ১৪ই এপ্রিল ৯৪ইং তারিখে একটা চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব-কে এই রেল লাইন সম্পর্কে। এবং সেই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে, এই রাজ্যে একসাথে ব্রড গেজ রেল লাইন হবে, তাতে আপনার অপিনিয়ন কি? সেটা যেন জানান। এবং ব্রড গেজ রেল লাইন কোন দিক দিয়ে হবে সেটাও তাঁকে জানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (যিনি একজন অর্থনীতিবিদও এবং যে বাজেট দিয়েছেন) সে চিঠির রিপ্লাই

দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেননি।

(টেজারী বেঞ্চ থেকে নেপথ্যে : আ, হা, খুব কাজ করছেন সন্তোষবাবু।)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কেন আপনাদের মন্ত্রী অনিলবাবু উনার নিকট থেকে অনেক কিছুই আদায় করেছেন। মাননীয় শিল্প মন্ত্রীও সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে আপনার সঙ্গ আমাদের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমাদের উদ্দেশ্য এক। কাজেই আপনি দিল্লীতে আসবেন, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য আপনাকে সব রকমের সাহায্য করব। শিল্পমন্ত্রীকে দিল্লী যাবার জন্য আমন্ত্রনও জানিয়েছেন তিনি। কাজেই এই উন্নয়ন হলে সি, পি, আই, এম, পাবে, বা কংগ্রেস পাবে তা ঠিক নয়। ত্রিপুরার উন্নয়ন হবে আমাদের সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার ফল আমরা প্রত্যেকেই ভোগ করব।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইখানে বলা হয়েছে যে, নবম অর্থ কমিশন ঠিকমত অর্থ রাজ্যকে দেয়নি। কিন্তু আমি এর বিরোধিতা করি। কারণ যদি নবম অর্থ কমিশন ঠিকমত রাজ্যকে অর্থ না দিতেন তাহলে আপনারা উগ্রপন্থীদের জন্য যে ৪৫ কোটি টাকা দিতে পেরেছেন সে অর্থ কোথা থেকে এলো। সেটা ত আর আপনার আমার পকেট থেকে দেওয়া হয়নি। নবম অর্থ কমিশন অর্থ দিয়েছেন বলেই আপনারা এই টাকা দিতে পেরেছেন। তারপর স্যার, দশম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে। আশা করি এই দশম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পাশ হবে। আমরা তখন জানতে পারব আমাদের রাজ্য কত টাকা পাবে। তার আগে অনুমানের উপর ভিত্তি করে তো বাজেট করে লাভ নেই। যেখানে বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২৭০ কোটি টাকা। এই টাকা আসবে কোথা থেকে ? তাই আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, এক্ষণি পূর্ণাঙ্গ বাজেট না করে এখনই ভোট অন্ অ্যাকাউন্ট প্লেস করুন তারপর দশম অর্থ কমিশনের রিকোমেণ্ডশন দেখে কি পরিমান অর্থ আমাদের রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে সেটা দেখে তারপর বাজেট পূর্ণাঙ্গভাবে প্লেস করা হোক। এখন দশম অর্থ কমিশনের রিকোমেণ্ডশন অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থের পরিমান যদি আশানুরূপ না হয় তাহলে কি করবেন ? এই ২৭০ কোটি টাকা যে ঘাটতি বাজেট করা হয়েছে সেটা কিভাবে পূরণ করবেন ?

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বামফ্রন্ট সরকার গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং এবং জালিয়াতি করে পঞ্চায়েতে জিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা রিগিং করে জালিয়াতি করে নির্বাচনে জিতেছে তাদের হাতে এখনো পর্য্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অথচ এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা বিকেন্দ্রিয়করনের বড় বড় কথা বলেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যারা পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে ২য় রাজ্য পঞ্চায়েতের ব্যাপারে। এটা ভুল। আমি বলছি ত্রিপুরা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম রাজ্য এই ব্যাপারে। কারন, পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। এই হাউসে যেদিন ৭২ এবং ৭৩ নং ধারার সংশোধন করা হয়েছিল সেদিন অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারী আপনারা ওয়াকআউট করেছিলেন। সংবিধান সংশোধন আমরাই করেছি এই ব্যাপারে। ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যেদিন কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, সরকার ১৯৯২ সালে ৭২ নং এবং ৭৩ নং ধারার সংশোধন করেছিল। বিল রেক্টিফাই করা হয়েছিল এই বিধানসভাতেই। যাই হোক্ আমি উপমুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, যদি ক্ষমতা থাকে এবং সৎসাহস থাকে তাহলে পৌর এবং জেলাপরিষদের নির্বাচনের আগেই সচিত্র পরিচয় পত্র-এর মাধ্যমে যাতে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করুন। আমি জানি এটা আপনারা পারবেন না। যদি বলেন যে, টাকা আপনাদের কাছে নেই তাহলে এই হাউস থেকে সিদ্ধান্ত নেই সচিত্র পরিচয় পত্র করতে গেলে যত টাকা লাগে সেটার ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আদায় করে দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দারিদ্র দূরীকরনের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে অধিক বরাদ্দ করেছেন এবং তারজন্য গর্ববোধও করেছেন। দুঃখের বিষয় উনি হয়ত ভুলে গিয়েছেন যে জে, আর, ওয়াই; ই, এ, এস; আই, আর, ডি, পি, ইন্দিরা প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী প্রকল্প যাই বলুন না কেন এর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই আসে। রাজ্যের কোন টাকা নয় সেটা। রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা দেয়। এটা কি জানেনতো "পাগলের গোবধে আনন্দ"। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি থেকে নাকি অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু গত দুইটি বছরে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের এই টাকায় কি কি সম্পদ তৈরী করতে পেরেছেন? হিসাব আছে কত শ্রম দিবস আপনারা তৈরী করতে পেরেছেন? আপনারা জানেন না। এস, সি; এস, টি, এবং ও, বি, সি,

সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছাড়াও গ্রামের মানুষের জন্য কি করা হয়েছে তার কোন চিত্র এই বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সেচ প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২৬ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এটার যুক্তিকতা পরিকল্পনা কমিশন পরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু এটা এখানে কেন আনা হয়েছে? চৈতের গীত মাঘে কেন? এটার কি আবার ভোটের দরকার পড়বে? এটা কেন হাউসে পাশ করাতে হবে? এটা কেন এখানে আনা হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। আপনারা উত্তর দিতে পারবেন না। এখানে থাকা উচিৎ ছিল ত্রিপুরায় আবাদযোগ্য ভূমির পরিমান কত? এর মধ্যে কতটুকু জলসেচের আওতায় এসেছে? আগামী অর্থ বছরে কতটুকু জমি জলসেচের আওতায় আনা হবে? কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইসব ব্যাপারে চুপ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এখানে আছেন এবং আমি আপনার মাধ্যমেই উনার গোচরে আনছি যদিও ত্রিপুরায় গ্যাস ও রাবার ভিত্তিক শিল্প আমাদের সময়েই হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী তপনবাবু আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি উনার নজরে আনছি, গ্যাস ভিত্তিক, রাবার ভিত্তিক শিল্প, রাবার ভিত্তিক যেটা সেটাও আমাদের সময়ে হয়েছে। কৃতিত্ব আপনাদের না। রামচন্দ্রনগরে হয়েছে সেটাও আমাদের সময়ে। বিগত দশ বছরে আপনারা বলেছেন পর্য্যালোচনা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। দশ বছর শুধু পর্য্যালোচনা করে কাটিয়েছেন। এবং এই দুই বছরও পর্য্যালোচনা করে কাটাচ্ছেন। আগামী ৩ বছরও আপনারা পর্য্যালোচনা করবেন। পর্য্যালোচনা করতে করতে জুট মিল গেল, আজকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বললেন আলু রাখার মেশিনও বন্ধ পর্য্যালোচনা করতে করতে। আলু খাবে সেটাও বন্ধ করে দিয়েছেন, মানুষ আলু খাবে সেই আলু খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্যাসের দাম নিয়ে বলা হয়েছে। আমি পুরো দায়িত্ব নিয়ে বলছি ১৯৯২ ইং সনে গ্যাসের দাম ৬ শত টাকা পার থাউসেণ্ড কিউবিক মিটার ত্রিপুরায় গ্যাসের দাম ধার্য্য করা হয়েছে। যদি আমি অসত্য ভাষন দেই তাহলে আমার সম্বন্ধে প্রিভিলেইজ মোশান আনবেন, এবং সেই গ্যাস প্রায়রিটি বেসিসে ইণ্ডাষ্ট্রি হওয়ার জন্য। কিন্তু যেটা আপনাদের মনোবাসনা যে ঐ গ্যাস দিয়ে কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের উত্তর বঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রি করবেন ৬ শত টাকা করে পার কিউবিক মিটার গ্যাস নিয়ে। ঢালাও ৬ শত টাকা কিউবিক মিটার

গ্যাস, কেন্দ্র দেবে না আমরা তার বিরোধিতা করি। আমার রাজ্যের গ্যাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা শিল্প করবেন, গ্যাস টারবাইন করবেন তারপর ওখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ আনব, সেটা আমরা হতে দেব না। তারজন্য গ্যাসের দাম ঢালাও ভাবে ধার্য্য করতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেব না। প্রায়রেটি বেসিস, প্রায়রেটি সেক্টর ইনডাস্ট্রি স্থাপন করতে গেলে যেটা দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকার করে দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য তপনবাবুর প্রতি আমার আস্থা আছে বিশ্বাস আছে উনি পারবেন আমি উনাকে সেই জিনিষটা আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক মহোদয়, তপনবাবু যদি রাজ্যে শিল্প স্থাপন করতে চান যেটা মিনিমাম দরকার সেটা উনি করুন বাকিটা আমরা দেখব, উনাকে সহযোগিতা করব। উনার পেছনে আমরা আছি। উনাকে সামনে রেখে সন্তোষবাবু এবং আমরা এক সাথে ঝাপাব। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ করতে হবে। এক নাম্বার হচ্ছে, রাজ্যে ওর্য়াক কালচার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন যদি শিল্প করতে চান দুই নাম্বার হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং তিন নাম্বার হচ্ছে উগ্রপন্থী। এই তিনটি তপনবাবু আপনারা করুন রাজ্যে শিল্পের জন্য আমাদের যা করণীয় আমরা আপনার সঙ্গে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা তা করব। কিন্তু এই তিনটা না হলে আপনাদের সঙ্গে আমরা নেই। রাজ্যে উগ্রপন্থী হামলা হবে সাধারণ আইন শৃংখলা থাকবে না, ওর্য়াক কালচার হবে না, ইনক্লাব জিনদাবাদ অফিস কামাই করে রাস্তায় গড়িয়ে পড়বে তা আমরা হতে দেব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতা, আপনি একটাতে সহায়তা করবেন, তিনটাতে করবেন না কেন? আপনি বলেছেন এক নাম্বার উগ্রপন্থী সমস্যা দুই নাম্বার ওর্য়াক কালচার তিন নাম্বার আইন শৃংখলা এই তিনটাতে আপনি কেন সাহায্য করবেন না?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনি সাহায্য চাইলে আমরা করতে রাজী। কিন্তু তার পরিকাঠামোটা হলো আইন শৃংখলা এটা ঠিক করতে হবে। আমরা বললে সমরবাবু বন্দুক নিয়ে আসবেন তাই তপনবাবুকে দিয়ে বললাম। এটা করুক আমরা তপনবাবুর সঙ্গে আছি শিল্প স্থাপন এর জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আর একটা জিনিষ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। উপজাতিদের স্বার্থের কথা মাথায়

রেখে উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে রাজ্য সরকার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সম্প্রীতি কেন্দ্রীয় সরকার .... ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এই দিকে না ঐ দিকে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) ঃ— এই দিকে চাওয়া আপনার বদন দেখার জন্য না। লাইটা আমার চোখে রিফ্লেক্ট করে। আপনার বদন দেখার জন্য এই দিকে তাকাইনি। এই লাইটটা আমার চোখে রিফ্লেক্ট করে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা উনার স্বভাবসিদ্ধ, এই যে, বাজারী কালচার, সমীর বর্মনের এই বাজারী কালচার ছেড়ে বিধানসভার নীতি পদ্ধতি মেনে কথা বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দল নেতা) ঃ – স্যার, আমি কি আন-পার্লামেন্টারী কথা বলেছি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— উনার পেছনে লাইট উনার চোখে রিফ্লেক্ট করে চোখ কি পেছনে থাকে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) ঃ— উনার বদন দেখার জন্য না, উনি এত উত্তেজিত হলেন কেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— আমার উত্তেজনার ব্যাপার না, এই সব আমরা জানি, ত্রিপুরা জানে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিরোধী দলনেতা) ঃ— উপজাতি দরদে ওদের চোখের জল, ত্রিপুরা রাজ্যে টি, ডি, ব্লক বলুন, পাইলট প্রজেক্ট বলুন, ক্লাস-ফাইভ পর্য্যন্ত উপজাতি ছেলেমেয়েদের ককবরক ভাষায় লেখা বলুন, ল্যাণ্ডক্রম এ্যাক্ট ১৯৬৯ বলুন, ১৯৭৪-এর সংশোধনী বলুন, সিকস্ সিডিউলড ১৯৮৪ বলুন, ইনক্রিম অব সিকস্ স্টেট এসেম্বলী বলুন এইগুলি সব কংগ্রেস করেছে ওরা কি করল ? চিৎকার করবেন না। আনন্দ বাজার

ধরেছি বলে। আমি ওটা আপনাদের নজরে আনছি না - কাঁচার অধিকার নেই ত্রিপুরা বা পশ্চিমবঙ্গ মানুষের, নৃপেন। এটা আমি আনছি।
ত্রিপুরা রাজ্য থাকার অধিকার নেই পশ্চিমবঙ্গের নৃপেন। আমি এটা আনছি না পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি অসভ্য সরকার ত্রিপুরাতেও আছে, আমি এটা বলছি না। বামফ্রন্টের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে আমি সেটিও বলছি না। আমি বলছি নৃপেনবাবু যেখানে বলেছে আমি কমরেডদের বলছি, জমিয়ারা হলেন ত্রিপুরার সব চেয়ে বেশী সর্বহারা আপনারা তাদের কাছে থাকুন, এবার ক্ষমতায় এসে দলের লোকেরা এটাই ভুলে বসে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নৃপেনবাবু এই কথাটা বলেছেন এটা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, বলেনি। প্রমাণ কমল নাথ চিঠি লিখছেন:—

Dear Santosh Mohonjee,

In referande to your letter of 14th Feb 1992 regarding world Bank added project for the utilisation of 9,092 hactor for Forest plen for the purpose of Rubber plantation of Tripura. So as soure resatle jumia at present angage in sifting cultivation. I have a to inform you that after due consideration it have been decided by Government to aproved the devers 1500 hector for forest plan In first instance we habe suggested such is never for ecologycal conservation which ensure the State Government could fulfill. The subsequent area deverses of area could depend in success of the first pare in book minimising demene to the State ecology and at the some time deffiting tribal jumia of the benifitin these Tribal jumia of the State as a whole. With warms regard

কাজেই এই যে নৃপেনদার যে কথা আপনাদের উপর বিশ্বাস নেই। আপনাদের দল নেতা নৃপেনবাবু, এই কথা বলবেন আমরা জানতাম। আমরা ১৯৯২ সালে এটা করে এসেছি। সেই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত। সেটা আপনারা করেন নি। পরিশেষে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভুমি রাজস্ব আইনের কথা এখানে বলা হয়েছে বিগত ২-৬-৯৪ইং তারিখে। তখন আমার দুটি প্রতিবেদন দর্পণ এবং স্যন্দন পত্রিকায়

বেড়িয়েছিল। আমি একটি জিনিস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলাম, আপনি যে আইন এনেছেন এই আইন ভুলে ভড়া। এই আইনে ট্রাইবেলদের জমি ফেরত পেতে দীর্ঘ দিন সময় লাগবে। এই আইন কেন্দ্র অনুমোদন করবে না। কেন্দ্রের আইন দপ্তর অনুমোদন করবে না। কিন্তু আইন সচিবের কথায় নৃপেনবাবু ২-৬-৯৪ইং তারিখে আমার চিঠির গুরুত্ব দেয়।

যাই হোক আশা করব সব দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারে যারা আছেন তারা নেবেন। তা নৃপেনবাবু বলেছেন। যাতে করে নূতন ভাবে এই রাজ্যে জটিলতার সৃষ্টি না হয়, যাতে করে বঞ্চিতরা আরো বঞ্চিত না হন, এবং তাদের আরো ভালভাবে সর্বহারা না করা হয়। নৃপেনবাবু তার শেষ জায়গায় বলেছেন অন্য বিধায়কবা তো তুলতে পারেন সেই বক্তব্যের ভাষা ভাষা উত্তর, সবটাতো একমত হয় না, সবকিছুর সঙ্গে অবশেষে অবিশ্বাস জানান সমস্যার কথা, এই যে এতক্ষন উপজাতিদের কথা বল্লাম, খাদ্যের সমস্যা বল্লাম, বাঁচার সমস্যা বল্লাম, এইগুলি আপনাকে বলা আর বিধানসভায় বলা তো এক নয়। এদেরও মনে রাখতে হবে আমরা এখানে সরকার চালাচ্ছি, কিন্তু বিধানসভায় কথা কেউ বলার নেই। নৃপেনবাবুর মতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, এখন তার উপরে এসেগেছে জাতিগত দ্বন্দ্ব জনিত সমস্যা, তার কথা রাজ্যের পরিস্থিতি এখন বারুদের স্তুপের উপর দাড়িয়ে আছে, যে কোন সময় তার বিস্ফোরন ঘটে যেতে পারে, আমি তো শহরের উপজাতিদের বলি অন্য বাড়ীটারী তোমরা দেখ ব্যবস্থা আছে তো, যে কোন সময় ভিটেছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি আবার এই সরকারে যারা আছেন তাদেরকে বলছি, নূতন করে যাতে বঞ্চিত না হয়, নূতন করে যাতে সর্বহারা না হয়, নূতন করে যাতে ঐ নৃপেনবাবু বলেছেন রাজ্য বারুদের স্তুপের উপর বসে আছে সেই পরিস্থিত ১৯৮০ এর পরিস্থিতি যাতে রাজ্যে আবার না হয়। পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি আমাকে বক্তব্য রাখার সময় দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং সাবিকভাবে এই বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধী নেতাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইউটিলাইজ করলেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আমাদের ৯৫-৯৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এতক্ষন আমাদের সামনে বিরোধী দলনেতা বাজেটের উপর আলোচনা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই বিরোধি দলনেতাকে। আমার এই কথা তো বলা ঠিক হবেনা যে, তিনি বাজেটটা পড়েননি। খুব মনোযোগের সাথে বাজেটটা পড়েছেন কিন্তু সেই বাজেটে বিরোধিতা করার মত কিছু ছিলনা। যে কারনে উনি বাজেটের মধ্যে উনার বক্তৃতা রাখতে পারেন নি। উনি বাজেটের বাইরে চলে গেছেন। কাজেই উপস্থিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী আর তিনি গালাগাল দিচ্ছেন অর্থ সেক্রেটারীকে। বাজেট ত্রিপুরার তিনি চলে গেছেন পশ্চিমবাংলাতে। তিনি চলে গেছেন কেরালাতে নাম্বুদ্রিপাদের জন্য। ত্রিপুরার মানুষের কথা মনে নেই। তিনি একটা কথা বারবার বলতে চেয়েছিলেন যে, তারা জোট সরকারের আমলে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভাল করেছিলেন। সেই কথা শুনে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেছে। এখানে যারা নোয়াখালির লোক আছেন তাদেরকে বলব যাতে করে তারা মনে কিছু না নেন। দুই ভাই ঝগড়া লেগেছে ওরা নোয়াখালির দেশের, আমরা সবাই জোরো হয়ে গেছি, এবং আমরা যখন ঝগড়া থামাতে গেছি তখন বাড়ীর লোকজন বলছে যে, আপনারা কেউ থামাতে যাবেন না, আপাতত ঘটনাটা হউক, মারামারি যখন হলো তারপর আমরা গিয়ে ধরলাম, দুই ভাই এক ভাই নীচে পরে আছে আরেক ভাই উপরে পরে আছে। নীচে যে পরেছিল তিনি দেখলেন উপরে যে ভাই আছে তাকে ধরে নীচে থেকে কিলাচ্ছে, তারপর বড় ভাই এসে বলছে কি হল মারামারী করে, কিন্তু তুমি তো পারলে না নীচে পরে গেলে। তখনে বলল তুই দেখোছনা নিছেরতো কিলাইছি। এটা বুঝতে পারছনে আমি জিতিছি। সমীরদার বক্তৃতাতে আমার সেটাই মনে হয়েছে। তিনি নীচে আছেন। তিনি নীচে থাকার পরেও প্রমান করার চেষ্টা করছেন যে, আমি নীচে থাকার পরেও আমি জিতে গেছি। উনার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে অন্তত এটা ত্রিপুরার মানুষ জানতে পেরেছে।

সমীরবাবু যা বলেছেন এই বাজেট নাকি কাল্পনিক অসত্য এবং নিষ্কর বাজেট। এই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে, এই বাজেটের একটা অক্ষরও ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনের বাইরে নয়, তাদের প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই এই বাজেট করা হয়েছে। এখানে উনি বলেছেন যে, জোট আমলে অনেক উন্নতি হয়েছে। কি উন্নতি হয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মানুষের বাড়ীতে

বাড়ীতে গিয়ে সার্ভে করেছে। সেই সার্ভেতে দেখা গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের ৭৩'৫৮ পার্সেন্ট মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে আছে। এই মানুষগুলি গরীব হওয়ার জন্য কার নীতি দায়ী ? দারিদ্র সীমার উপরে এই মানুষগুলিকে তুলার জন্য এই বাজেটে গ্রামীন উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্য কৃষি নির্ভর রাজ্য সেই জন্য কৃষিকে জলসেচকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লেখাপড়ার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের সম্পদ আছে, কাঁচামাল আছে তাকে ব্যবহার করে আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যাকে সমাধানের জন্য শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটা বিষয়ে আমি খুশি হয়েছি তিনি বলেছেন যে, রেলের জন্য তিনি দিল্লী যাবেন, আরও কতকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু একটু আগে এখানে শর্ট ডিসকাশন ছিল রেলের উপর। সমীরবাবু এবং অমলবাবু বক্তব্য রেখেছেন। এটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উনারা বলেছেন যে রেলের দরকার নেই। কুমারঘাট পর্য্যন্ত এসেছে এটাই যথেষ্ট। সন্তোসবাবু, উনি তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় আছেন। এবার যখন রেল বাজেট পার্লামেন্টে এলো উনি তো ত্রিপুরার জন্য একটি কথাও বললেন না। অন্য দিকে মনিপুরের এম, পি, উনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললেন যে মনিপুরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য এটা কি ভারতবর্ষের বাইরে ? এই পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল বাজেটে একটি পয়সাও বরাদ্দ হয়নি। স্যার, আমি টি, ভি, তে দেখেছি, এই রাজস্থানের কংগ্রেসীর এম পি অধ্যক্ষের আসনের সামনে বসে পড়েছেন, রাজস্থানকে বঞ্চনা করা হয়েছে বলে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেরও ২ জন এম· পি· আছেন। এই ২জন মন্ত্রী সভার মধ্যে নেই। একটিও কথা বলেছেন ওরা ? এখানে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, রাও আছে। একটি কথা বলেছেন, রাজ্যের মানুষের জন্য ? রাজ্যের মানুষের জন্য মমতা দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেছেন ? করতে পারেন নি। স্যার, আমি পরিস্কার বলছি, বাজেট বক্তৃতায় কিছু বলার নেই ওরা শাক দিক মাছ ঢাকতে চেয়েছেন। এই বাজেটে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার করে বলেছেন, ৯ম অর্থ কমিশন আমাদের বঞ্চনা করেছিল বলেই আমরা আমাদের প্রাপ্য পাই নি। তখন কোন প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। ভাবতেন, প্রতিবাদ করলে চাকুরী থাকবে না। মন্ত্রীত্ব থাকবে না, মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না। রাজ্যের কথা মাথায় আনেন নি। ১০ম অর্থ কমিশন আসার পর আমরা আমাদের রাজ্যের দাবী কি কি, কি আমরা চাই, সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য, কিভাবে আমা·

দের ৮ম এবং ৯ম অর্থ কমিশন বঞ্চনা করেছিল আমরা তা ১০ম অর্থ কমিশনের কাছে বলেছি। আমরা তাঁদের থেকে সুবিচার আশা করি। যেটা ভাল সেটা আমরা ভালই বলি। কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার ভাবে বলেছেন, বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বাড়ান হয়েছে বলে আমবা খুশী। আমরা সাদাকে সাদাই বলি। ভালকে ভালই বলি। সেদিক থেকে আশা করব, কেন্দ্রীয় ১০ম অর্থ কমিশন আমাদের রাজ্যের প্রতি সুবিচার করবেন, যাতে রাজ্যকে আমরা সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি আমরা আলোচনায় বলছি, দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আমরা জোর দিয়েছি। এর জন্য বেশী ববাদ্দ রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প জে, আর, ওয়াই, ই, এ, এস, এবং পি, এম, আর, ওয়াই, গুলিতে যাতে আরো অধিক অর্থ সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারি সে চেষ্টা করব। কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ পয়সা দেন, রাজ্য সরকার ২০ পয়সা দেন। তার জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে বেশী। ওদের দুর্ভাগ্য হতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস দলই আছেন। এখানে আর্থিক শৃংখলার কথা বলা হয়েছে। এটা আমাদের সমীরবাবুর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না কিংবা নেবাব প্রশ্নও নয়। তাঁবা অনভিজ্ঞ তা বলছি না। তবে কেন্দ্রের যে অফিসার, কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্র পরিকল্পা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, প্রণব মুখার্জী ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তাঁবা আগরতলায় মিটিং করেছেন, কথা বলেছেন। গত ২ বছর যাবৎ আর্থিক সংকট কাটানোর জন্য যে লুটের রাজত্ব তৈরী হয়েছিল, দেনার বহর বাড়ান হয়েছিল তা থেকে শৃখংলার মধ্যে আনাব জন্য চেষ্টা করেছেন। এম, এল, এ, দের পেনশান কমান হয়েছে। কোথাও এর নজির আছে? মন্ত্রীদের বেতন বাড়ান হয় নি। কোথাও এর নজির আছে? আমরা সুবিধা দাবী করি না। সরকারী অতিথি আসলে এখানে বিশেষ কোন খানা পিনার ব্যাবস্থা করা হয় না। এই বিধান সভায় এসে আমরা শুনতে পাই, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, জোট আমলে বিধানসভা চলাকালীন প্রতিদিন ১০০ প্যাকেট আসত বিরিয়ানি মাংস দিয়ে। দাম ছিল ১০০ টাকা। কোড ড্রিংকস, দহি, মিষ্টি, মিঠাপাতি পানের জন্য আরো ২০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। তার জন্যই, আমি বলছি এইগুলি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলেই সেখানে আমরা গত বছর বাজেট ঘাটতি শূন্য রেখেছি, এক পয়সাও ওভার ড্রাফট করা হয়নি। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকাব আমাদের বিশেস অনুদান দিয়েছিলেন এবং

তার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা নিশ্চয়ই সার্টিফিকেট দিয়েছেন যাতে আমাদের বিশেষ অনুদান না দেওয়া হয়। আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে এই প্রকল্পে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে আমাদের রাজ্যে। আমরা প্রতিটি জায়গায় জনগণের জন্য কাজ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটা টিম ঘুরে এই সমস্ত কাজগুলি দেখে গেছেন এবং বলেছেন খুব সুন্দর কাজ হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে কাজ হয়েছে। উনারা বলেছেন ইঞ্জিনীয়ার এবং জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারা ব্রীজ, ইট সলিং ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ খুব সুন্দর ভাবে করেছেন এবং তারা যে এত সুন্দর কাজ করেছেন সেজন্য উনার অবাক হয়ে গেছেন যে, ইঞ্জিনীয়ার এবং জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়াররা এত সুন্দর কাজ করেছেন। বিগত ৫ বছরে জোট আমলে কোথায় কি কাজ করা হয়েছে? আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন। স্যার, আমি এই কথাই বলতে চাই এই কারনেই আমরা গ্রামীন উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ধরেছি যাতে করে আমরা যে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে সেই পঞ্চায়েতের জন্য এবং গ্রামীন মানুষের উন্নয়নে তার উপর নির্ভর করে এই বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাহলে এই ৭৩.৫৮ পারসেন্ট দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছে তাদের জন্য আমরা উন্নতি করতে চাই কিন্তু তার জন্যও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখানে বিরোধিতা করেছেন। তারপর যে জিনিষটার জন্য আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন। তার জন্য বাজেটে অর্থ বাড়ানো হয়েছে।

তিনি একটা কথা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাছে স্পেশ্যাল গ্র্যাণ্টের জন্য আমরা চেয়েছি। এইটা এখানে উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কোথায় উল্লেখ করব। এটাই কি গোপন থাকবে? আমরা জানাবনা রাজ্যের মানুষকে? আমরা কেন্দ্রের কাছে ২৬ কোটি টাকা চেয়েছি এবং এই ২৬ কোটি টাকা পেলে আমরা কি করব। ২৬ কোটি টাকা পেলে আমরা ৩ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারব। এরপরেও আমরা নতুন করে এই বৎসরে যাতে আরও ১ হেক্টর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা করতে পারি তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন গুরুত্ব দিয়েছে? স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতিতে চলছে ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। যেভাবে রেশনের জিনিসের দাম বাড়ছে, গ্যাট চুক্তির ফলে সাবসিডি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিচ্ছেন আগামীদিনে, আগামীদিনে রেশনও হয়তো তুলে দেবেন। তুলে দিলে সবচেয়ে বিপদ হবে আমাদের মত রাজ্যের। কারন আমাদের এখানে যে ফসল উৎপাদন হয় সেই ফসল দিয়ে

আমাদের ৪ মাসের খোরাকিও হয়না। তাই আমাদের যে জমি আছে আমরা যদি টাকা পাই, সেই টাকা দিয়ে যদি জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি জমিতে তাহলে আমরা আরো দ্বিগুন, তিনগুন ফসল উৎপাদন করতে পারব এবং আমরা তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। আমাদের রাজ্যের মানুষের হাতে পয়সা তুলে দিতে পারব। এই যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কোথায় ছিলেন আপনারা? আমরা একটা ভগ্ন অর্থনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গত বৎসর এবং এই বৎসর আমরা যাতে আরো উন্নয়নমূলক কাজ করাতে পারি তারজন্য গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বিদ্যুৎ, এটা বলে লাভ নেই। তিনি খুব চতুরভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যুতের জন্য যা করেন তিনিই করেছেন। এর আগেও হয়নি, এর পরেও হয়নি। এই বড়মুড়া, রুখিয়া কার পরিকল্পনা? আমরা বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের দোষের প্রশ্ন না, যে ঘটনা সত্য সেই বলতে হবে। এই রুখিয়ার জন্য ৪টা ৬টা ইউনিট ৮ মেগাওয়াট করে পরিকল্পনা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তীর আমলে হয়েছিল। গত ৫ বৎসর ধরে তাব ক্লিয়ারেন্স দিল্লীর দরবারে পড়েছিল, কোথায় ছিলেন আপনারা? আমরা আবার সরকারে আসার পর এই সমস্ত ক্লিয়ারেন্সগুলি আদায় করেছি, এখন সেখানে কাজ হচ্ছে। এইবার বাজেটের মধ্যে বিদ্যুতের জন্য সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কেন? আমরা বিদ্যুতে রাজ্যকে স্বয়ং সম্পুর্ণ করতে চাই আগামী ২ বৎসরের মধ্যে। আমরা আশা করছি আগামী মার্চ মাসের মধ্যে রুখিয়াতে আর একটা ইউনিট শেস হওয়ার কথা। আগামী জুন মাসের মধ্যে আর একটা ইউনিট হবে। এই রামচন্দ্রনগরে আমরা ভাল করে জানি এই এলাকায় আমার বাড়ী, আমরা দেখেছি কিছুই ছিলনা। টি, ইউ, জে, এসের, সঙ্গে ঝগড়াই শেস হয়নি সমীরবাবুর। টি, ইউ, জে, এস, লোক জমায়েত করে বসে আছে। একই সঙ্গে সরকারে আছেন, রতিবাবু ভাল বলতে পারবেন। আমাদেরকেও ছুটে যেতে হয়েছে। ভোটের আগে ভোট দিতে হবে জনসাধারনকে। কারন, জানাতে হবে আমিই করেছি সমীর বর্মন। শেস পর্য্যন্ত জায়গা নেই, কিছু নেই, ভিত্তি প্রস্তরখানা স্থাপন করতে হবে। দেখা গেল টি, এস, আর, এর ক্যাম্প, টি, এস, আর, এর কমাণ্ডেন্টকে ডাকানো হল, কোন কথাবার্তা নেই, কেউ কোন কথা শুনছেনা। এখানে একটা পাথর বসাতে হবে তা না হলে আমার মুখ যাবে, ইজ্জত যাবে। বলুন সমীরবাবু এইসব কথা বলেছেন কিনা? রাতারাতি আর্মির ব্যারিকেড দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নামানো হল, কোন লোক যাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না যেতে পারে, তাহলে বিপদ হয়ে

যাবে। আমার সরকার ক্ষমতায় এসে দেখল তার কোন ক্লিয়ারেন্স ফাইন্যাল হয়নি, কোন টাকা বরাদ্দ হয়নি।

তারপর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে প্রনব মুখার্জির সঙ্গে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন যে, আপনি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এসেছেন এখন যদি বিদ্যুৎ না হয় তাহলে আপনার বদনাম হবে। তিনি বলেছেন আমি করেছিলাম নাকি, ক্লিয়ারেন্স ছিল না। কারন ভোটের আগে কি করেছেন না করেছেন সবটাতো মনে থাকার কথা না। স্যার আমরা তারজন্য অনেক লড়াই করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেই ক্লিয়ারেন্স আদায় করেছি, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদেরকে বিদ্যুতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য রামচন্দ্রনগরে বিদ্যুৎ গড়ে তোলার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন, আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর একটা জিনিষ আপনারা শুনে খুশী হবেন এবং ইতিমধ্যে তার কাজ শুরু হয়েছে, তাদের অফিস সেট-আপ হয়েছে এবং আমরা আশা করছি তারা আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন যে ২১ মেগাওয়াট করে ৪ টা ইউনিট বসবে, সমস্যা এখনও আছে, আমরা আশা করছি আগামী দুই বছরের মধ্যে রুখিয়া ও রামচন্দ্রনগরের এটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় এবং এইভাবে এই সময়ের মধ্যে যদি সবগুলি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা এটা যদি হয় তো আমরা বিদ্যুতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব। এটা করার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তারজন্য আমাদের সবচেয়ে বেশী টাকার প্রয়োজন এবং তারই জন্য বাজেটে টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার সঙ্গে জড়িত আমার শিল্প, বিদ্যুৎ না হলেও শিল্প হবে এবং এই শিল্পের যদি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারি আমার প্রাকৃতিক গ্যাস, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের জ্বালানি হচ্ছে এই গ্যাস। অথচ এই সম্পদকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না, পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ও, এন, জি, সির সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। সেখানে সাতখানা রিগ মেশিন ছিল তার মধ্যে মাত্র তিনটা কাজ করছে। ইউনিয়নের লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি ওরা বলেছে ত্রিপুরার রিপোর্ট যা আছে তাতে আরও বেশী করে যদি কূপ খনন করা যায় তাহলে আরও বেশী গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাদের কথা আরও গভীরে যদি ড্রিলিং করা যায় তাহলে আরও বেশী গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। ওরা আমাদেরকে আরও বলেছে যে, ত্রিপুরার ওয়েল থেকে মানে আরও গভীরে ড্রিলিং করলে তেল, কেরোসিন, ডিজেল তেল ইত্যাদি

পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেন করা হচ্ছে না, তারজন্য কে দায়ী, রাজ্য সরকার কি? তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দারিত্ব নিতে হবে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন সমীরবাবু যে, গ্যাসের দাম ৬০০ টাকা, হ্যাঁ ৬০০ টাকা ঠিকই আছে, কিন্তু কিসের জন্য, শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার দাম ৬০০ টাকা। শিল্প উৎপাদনের জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার দাম ১ হাজার টাকা, কেন বৈষম্য হবে। এই গ্যাস আসাম গ্যাস কোম্পানী ব্যবহার করছে ও, এন, জি, সি, থেকে নিয়ে। আর আমার ত্রিপুরার কোন লোক যদি শিল্পের জন্য গ্যাস ব্যবহার করে তো তার দাম হবে এক হাজার টাকা। কেন এই রকম হবে সেটাকে পশ্চিমবঙ্গে দিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন অনেক সুদূর পরাহত, এটাকে এমনি-তেতো হাতের মুঠো করে নিয়ে যাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রস্তাব এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের প্রস্তাব দিয়েছিল যেহেতু তারা কজে করছেন। তারজন্য একটা বিরাট পাইপ লাইন করতে হয় সতের শত কিলোমিটার বসাতে হবে উত্তর বঙ্গ পর্যান্ত। কিন্তু এটা কঠিন কাজ। তবু তারা (পশ্চিমবঙ্গ) আমাদের প্রস্তাব দিয়েছিল কারণ, আমরা এই গ্যাসকে কোন কাজে লাগাতে পারছি না, জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তারা সেখানে গ্যাসকে কাজে লাগাচ্ছে, তাই তারা আমাদের এই প্রস্তাব দিয়েছিল। তাহলে এর জবাব কে দেবে ? আমরা এইখানে বলতে চাই যে, গ্যাসকে ব্যাবহার করার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপন করা যায়। কিন্তু তার মূল হতে হবে ৬০০ টাকা প্রতি এক হাজার কিউবিক মিটার গ্যাসের।

তারপর এখানে রাবার বাগান হচ্ছে। কে করছে ? ১৯৬৭ সাল থেকে এখানে রাবার তৈরী হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ছিল। কিন্তু কারা এই রাবারকে সর্ব্বাধিক-ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে ? ১৯৭৮ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন তখন থেকে। এই রাবার বিক্রি করে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা ফরেস্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন, ট্রাইবেল রিহাবিলিটেশন কর্পোরেশন সেগুলি করে রাবারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। একটা চিঠি মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছিলেন সেই চিঠিতেই উনি তার প্রমান দিয়েছেন। এখানে মাননীয় সদস্য রতিবাবু আছেন,। এখানে রাবার প্রজেক্টকে আরো বিস্তৃত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং সুরেন্দ্রনগরে সমগ্র উত্তর-

পূর্ব্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাবার প্রজেক্ট গড়ে তুলেছিলেন, তখন মাননীয় রতিবাবু রাবার বোর্ডে যারা আছেন তারা যাতে রাবার বাগানে কাজ করতে না পারে, তারজন্য বন্দুক, দাও, টাক্কাল ইত্যাদি নিয়ে তাদের উপর আক্রমন করেছিল এবং রাবার গাছ ও রাবার চারা কেটে ফেলে দিয়েছিল এই রতিবাবু দের উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকেরা। কিন্তু সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা কাজ করেছি। কারণ, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি রাবার উৎপাদনের পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি বড অর্থকরী ফসল। এই রাবারকে ভিত্তি করে প্রায় ৩৫০০০ আইটেমস হতে পারে রাবার শিল্প থেকে। এবং আমরাই এটা করেছি। এবং এটার উপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি।

তারপর আরেকটা বিষয় হচ্ছে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেনী, তপসীলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য এই বাজেটে আরো বেশী পরিমান অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাদের উন্নয়নের জন্য। এখানে মাননীয় সদস্য রতনবাবু আছেন গত পাঁচ বছরে ওরা অনেক কান্নাকাটি করেছেন, রাস্তাঘাট করেছেন, এই বিধানসভায়ও করেছেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন রিপোর্ট দেবার এক মাসের মধ্যেই সেটা গ্রহন করে তারপর সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য। কতদিন লাগে এটা করতে? কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে সেটা অনুমোদন দেবার জন্য সময় লাগালেন ছয় মাস তাও আমাদের সুপারিশ মত ৭২টির মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র ৩৫টিকে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি না দিলে তো আমাদের এখানে এটার কার্যকরী হবে না, বা সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না। এটা পাওয়ার পরে আইনগতভাবে যেটুকু সময় প্রয়োজন এর বাইরে একদিনও সময় বেশী লাগেনি আমাদের সরকার সেটিকে গ্রহন করে সে অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদানের কাজও শুরু করে দিয়েছেন। এবং এটা বর্তমানে এস, সি, কর্পোরেশন থেকে করা হবে। তাদের পরিকাঠামো যেহেতু এখনো গঠন করা হয়নি সেহেতু এই বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে করে এই বাজেটের সুযোগ পশ্চাদ্‌পদ অংশের মানুষ গ্রহন করে তাদের মান উন্নয়ন করতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপর এখানে এই ঘাটতি নিয়ে সমীরবাবুরা বলছেন যে, এটা কিনা অনুমান ভিত্তিক। আমরা আশা করছি দশম অর্থ কমিশন আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না।

দরকারী ভিত্তিতে আমরা করেছি। এটা সমীরবাবুরা ভাল করেই জানেন। কেন্দ্রীয় সরকার সব সময়ই বাজেটের আগে অনেক জিনিষের দাম বাড়ায়। বাজেটের পরও প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও বাড়ায়। একমাত্র আমরা বলতে পারি যে, বামফ্রন্ট সরকার রাতের অন্ধকারে কোন জিনিসের দাম বাড়ায় না। তবে প্রয়োজনে ট্যাকস্ বসানো হয়। গত বছর এইভাবে কিছু বসানো হয়েছিল। এটা প্রয়োজন ভিত্তিক। কিন্তু দিল্লীর সরকারও বসিয়েছে। মধ্যবিত্তের বিলাস দ্রব্যের জিনিসের দাম কমিয়েছে এবং গরীবদের প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এই ভাবে বাড়িয়েছে যে গরীবরা যাতে আর দাঁড়াতে না পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি নিজেই বলেছিলেন যে আপনার বক্তব্য কনক্লোড করবেন।

শ্রীপবিত্র কর :— শেষ করছি স্যার। আমরা আশা করছি ঘাটতির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার দশম অর্থ কমিশনের মাধ্যমে আমাদের প্রতি সুবিচার করবেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা সকলের কাছেই খুবই যুক্তিযুক্ত। রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য, রাজ্যের দরিদ্র অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য এই বাজেটকে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমার বক্তব্য শেস করছি, নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষন মালাকার মহোদয়।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৫-৯৬ ইং সালের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেট বা আর্থিক বরাদ্দের রূপরেখার একটি সুনির্দিষ্ট দিক রয়েছে। এখানে এই বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা পরিস্কার ভাবনাই বলেই বলছেন যে, এই বাজেট কল্পনা অনুসারে করা হয়েছে। এটা কোন কল্পনা অনুসারে করা হয় নাই। পরিকল্পনা অনুসারে করা হয়েছে। এই বাজেট যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে তাঁরা আতংকিত। কারণ, এই বাজেটের ফলে কেউ অনাহারে মরবেন না বলেই আতংকিত। আমরা দেখেছি পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যারা ছিলেন যেমন শচীন সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, সুধীর মজুমদার এবং সমীররঞ্জন বর্মনদের। তাঁদের সময়ে ত্রিপুরাতে অনাহার মৃত্যু ছিল। ব্লক ঘেরাও করতে হত তখন খাদ্যের দাবীতে। সোমেন সূত্রধর গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিলেন তখন আন্দোলন করতে গিয়ে। এই জোট রাজত্বে গণ্ডাছড়ার মায়েরা ভাতের বিনিময়ে গুলি খেয়ে জীবন দিতে হয়েছে আর ঐ ছাওমনু অঞ্চলে তারা প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে হেলিকাপ্টার নিয়ে উদয় হয়েছিল নেতারা। এই জিনিষটা এখন নেই। মানুষ চায় খাবার। দুর্ভিক্ষ ঘোষনা কর আমরা যখন বলেছি তারা হেলিকাপ্টার নিয়ে এসেছে, আর যখন কিছু টাকা মিলেছিল সেই টাকাগুলি আপনারা কিভাবে ভাগ করেছেন এই জিনিষটা পত্রিকায় লিখেছে। আমরা তখন এই অনাহারক্লিষ্ট

মানুষের জন্য, মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে তাদের সাহায্য করেছি। কিন্তু আপনারা যুব সমিতি কংগ্রেস কয় পয়সা সেই দুর্গত মানুষকে দিয়েছেন? সেই খবরতো এই বাজেটে নেই তারজন্য বলছেন যে, এটাতো কাজে লাগবে না। মেরামতির কথা, হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেরামত, ঘর মেরামত, ইকোনমি, করাপশান, সোস্যাল, ক্রিমিন্যাল এদের মেরামত করার জন্য এখানে তার দৃষ্টিটা এনেছে। এখানে ইকোনমি করাপশান নেই। এই বাজেটের মধ্যে ইকোনমি করাপশান নেই। এরজন্য আমরা অনুদানও পেয়েছি, পুরস্কারও কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি কথা বিরোধী নেতা বলেছেন, এটা কার, ঐটা কার, রুখিয়া কার, অমুক কার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র এবং অন্যান্য অংঙ্গ রাজ্যের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক, দল হিসাবে বিরোধী দলের সম্পর্ক, এটা মনে হয় ভুলে গেছেন তারজন্য সেক্টারিজম দেখা দিয়েছে। এই সেক্টারিজমের কুফলে আজকে স্বাধীন ভারতবর্ষে ৪০ বৎসর যেতে না যেতে পরাধীনতার সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। কোন কারণে? কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় না হওয়ার প্রতিফলনে রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থা, বৈষম্য এই প্রতিফলনে আজকে ছাড়খার হয়, সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল উত্তপ্ত হল এই সম্পর্কের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার অহমিকা করেন। আমি ঐদিন বলেছিলাম যে, আপনারা যখন উল্লেখ করেছিলেন যে, এটা সন্ত্রসবাদ করেছে, এখানে বলেছিলাম ইট ইজ নট ফেটারন্যাল প্রপারটি অব্ এনি আদার পার্সন, এই কথাটাই আমি বলেছিলাম। তারপরে বিরোধী দলনেতা যেভাবে বলেছেন এতে আমার ইতিহাসের কথা মনে হয়ে গেল। এটা পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে প্রধান সেনাপতি মির্জাফর বে ধয় কোন দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, এরজন্য এইভাবে অবতারণা করেছেন। যাই হউক, আমরা এই জিনিষটার মধ্যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য এখানে কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে। এখানে উল্লেখ আছে ৭৩ তার চেয়েও কিছু বেশী অংশের মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে, কয়জন মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে পুজিপতি আছেন? এদের পক্ষে কি ওকালতি করা যাবে? আজকে যে গ্যাসের কথা বলেছেন আমরাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছি। এই যে দেশটা স্বাধীন হল, আমাদের এই বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে সম্পদ কি আছে এখনও আমাদের কাছে জানা হল না। যে সম্পদ আমরা জানতে পারলাম তার সদ্ ব্যবহার কোথায় হয়েছে? এই সদ্ ব্যবহার ভারতবর্ষের সংবিধানের অন্যান্য রাষ্ট্রের

সঙ্গে সম্পর্কের যাবতীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই কথাটা মূল্যায়নের তফাৎ হওয়ার ফলে আজকে বোধহয় মানুষ কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারা হয়ে গেছেন। ডিক্টেটরশিপ চান, কার ডিক্টেটর? আমরা ৫ বছরতো দেখলাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করেননি। পঞ্চায়েত নির্বাচন সংশোধনী করে জনগনের কথায় হয়েছে, এটা আপনাদের এক দুই জনের কথায় হয়নি। আপনারা ৫ বছর ছিলেন কিন্তু পারলেন না। এখন আমরা করেছি, করেছি বলেইতো আজকে বলছেন ক্ষমতা দাও নি, কাকে ক্ষমতা? নির্বাচনে এই ক্ষমতাটাতো আপনারা পছন্দই করেননি। এখানে কথা প্রসঙ্গে বিরোধী নেতা বলেছেন আমার যারা সদস্য তাদের সবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। ভালো আবার দুই-একটা শ্লোকও বলেছেন। আমিও একটা বলি বিড়ালবেশী বাঘের মাসী ভণ্ড তপস্বী, ষোল আনা ভোগ করে সেজেছি সন্ন্যাসী। এই যে ভণ্ড তপস্যীরা, এই যে সন্ন্যাসী সেঁজে করলেন এটা কি ত্রিপুরার মানুষ জানে না? কমতো আপনারা ভোগ করেননি। এখানে যে আপানারা বলেন— আমি সাধু সেঁজে গেছি, আমি বিড়াল, আমি মাছ খাব না, যাব আমি কাশী। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মানে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুস অন্যান্য অংশের তুলনায় যে ভাল হউক তারা বঝে শুনে করে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখানে পরিস্কার পরিসংখ্যান দিয়ে সতটুক ক্ষমতা আছে তারা মধ্যে বলেছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে বলেছেন কিন্তু দশম যে পরিকল্পনা, আপনারাতো সরকারে ছিলেন, আপনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কোন পরিকল্পনা কমিশন এক বছরের জন্য টাকা দেয় নাকি? এটাতো ৫ বছরের। দশম অর্থ কমিশন ৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা করেছে। আপনারা যে সংকেটা দিয়ে দিলেন দশ বছরের টাকা এক সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। এটা এক সঙ্গে দেয়না। দশম অর্থ কমিশন-এ সুপারিশ করেছে। টাকা বস্তা বোঝাই করে দেয়না। এটা ভোটের আগে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে এনে যে, অর্থমন্ত্রী এসে গেছেন টাকার বন্যা করে দেবেন এই কথা বলার সুযোগ নেই। এই যে রাবার আজকে সব চেয়ে বড় আমরা এই কথাটা বলতে চাই, আজকে রাবার বেইস করতে গিয়ে যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তখন আপনারা কি বলেছিলেন? তখন আপনারা বলেছিলেন বিশেষ করে যুবসমিতি এবং বিজয় রাংখল তারা বললেন এই রাবার প্রজেক্ট করে ট্রাইবেলদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কোন রাবার কর্মী যেন বাগান না করতে পারে। এবং সেই রাবার বাগান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল। যে রাবার উপজাতিদের

ক্ষতি করে, যে রাবার আধিবাসীদের ক্ষতি করে, ৫ বৎসর পরে জোট সরকার আসার পরে তিনি বিজয় রাংখল মহোদয় তিনি বললেন যে রাবারই উৎকৃষ্ট। অতএব আমি রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই জিনিসটা কি মানুষ একেবারে বুঝেনা? এই যে নীতিগত ব্যাপার; তার মধ্যে যে আর্থিক অংশটা সেখানে উঠেছে, যে আর্থিক অংশ আগের পুরানো মিলিয়ে যে কথাটা বললেন, আর্থিক অংকের উপরে তার পরিকল্পনাটা, বাস্তবায়নের রূপরেখাটা যেখানে সেখানেই এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা এই জায়গায়, যাতে কোন অবস্থায় আমার মানুষ অনাহারের জ্বালায় না খেয়ে মরতে না হয়। কোন অবস্থায়ই যেন বৈষম্য দেখা না দিতে পারে। এই কাজ এখানে পরিস্কার পস্ফুট হয়। আপনারা এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কেন দেবে তার প্রতিবাদ আপনারা করবেন, ১০০ কোটি টাকা ঋন। তাহলে কি আপনাদের ভাষায় ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের বাইরে যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট টাকা চাওয়া যাবেনা? নেচারেল কেলামিটিজে দেওয়ার জন্য বাধ্য কে? কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল রাজ্যকে সাহায্য করার মালিক, না অন্য কেউ মালিক? এখানে আমি একটা কথ। পরিস্কার করে বলি, ত্রিপুরা রাজ্যে গ্যাসের সম্ভাবনার পরে কোন প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আজকে কূপগুলি বন্ধ থাকে? না কি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের মতলব আছে? যে আমরা প্রাইভেটাইজেশান করব, এই সম্পদটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখব, আর ধামাচাপা দিয়ে রাখলে পরে বিদেশের কেউ আসলে পরে তার হাতে এই সম্পদটা তুলে দেব। এখানে আপনারা বলেছেন যে, এখানে কলকারখানা নেই, তারজন্য রেল লাইন হবেনা। আপনারা মানুষকে ভাবছেন কি? যেহেতু এখানে ব্যবসা বানিজ্য নেই সেহেতু এখানে রেল লাইন হবেনা তার অর্থ কি? আমি যদি বলি কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত কুমারঘাটে পেপার মিল করবেন বলে ফাউণ্ডেশান করেছিলেন, লে করেছিলেন, নামটা তো এখনো সেখানে লেখা আছে, সেটা কি হল। এখন যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বলে এটা আপনাদের মুখ না মুখোশ, তা আপনারা কিছু বলতে পারবেন না। আপনাদের নীতিটাই হল শতকরা ৫ জন মানুষ সুখে থাকবেন, আর ১০ জন মানুষ আপনাদের তাবেদার থাকবেন। সামন্ততান্ত্রিক কায়দা। এই সামন্ততান্ত্রিক কায়দাটাকে রক্ষা করার জন্য আপনারা গণতন্ত্র পদ্ধতিটা আপনারা মানতে রাজীনা। আমরা ত্রিপুরার মানুষ এবং ভারতবর্ষের মানুষ জানি যে, এই ত্রিপুরাকে যদি ছারখার করে থাকে এই তিন বন্ধুই ছারখার করেছে

সেই তিন বন্ধু হল, একজন এফ, সি, আই, একজন জে, সি, আই, আরেকজন কংগ্রেস (আই) এই তিন বন্ধু মিলে আমাদের এই জুটমিলকে রাস্তায় নামিয়েছে। ফুড কর্পোরেশন পচা চাউল আমাদেরকে সাপ্লাই দেয়। আর চাউলের টাকা অগ্রিম নিয়ে আমাদেরকে চাউল দিচ্ছেনা। বলছে যে ওয়াগন পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাও পাওয়া গেলে আমাদেরকে পচা চাউল সাপ্লাই দিচ্ছে। যেগুলি মানুষে খায়না সেইগুলি এখানে সাপ্লাই দেয়। এখন মানুষ বলছে যে, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের দ্বারা কংগ্রেসের দ্বারা ভারতবর্ষের সুষ্ঠ এবং সুন্দর অবস্থা আসবেনা। যে কথাটা বলা হয়েছিল সংবিধানের প্রথমদিকে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম ও ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিন্দু বিসর্গ তার রয়েছে? যেমন একটা ঘটনা বাবরি মসজিদ-এর ঘটনা, সেখানে কি হয়েছে। সুতরাং এইসব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি হয়েছে। আপনারা এরজন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না, আমি যে কথাটা বলতে চাই যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাটা একেবারে শ্মশানের মত হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার ঃ— আমি গত বিধানসভায় বলেছিলাম যে আপনারা গত ৫ বৎসরে কি করেছিলেন, তার কাগজপত্র নিয়ে সরেজমিনে তদন্তে চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব যে, আপনারা কি কি কাজ করেছেন কিন্তু কেউ তো রাজি হলেন না। কতটা এসেট আপনারা করেছেন, কোথায় কোথায় করেছেন। টাকা তো খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। কাঞ্চনপুরে এক সদস্যের আত্মীয় ছিলেন সেখানে আমরা পি, এ, সি, কমিটি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে রাস্তার চিহ্ন মাত্র নেই। সেখানে পি, ডাব্লিও ডি,র ইঞ্জিনিয়ার রাস্তা খুজে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ, জিরো পয়েন্ট টু সিক্স, সূইচের মত খুঁজতে আরম্ভ করেছে। তখন আমাদের সঙ্গে সদস্য ছিলেন বর্তমানে মাননীয় স্পীকার তিনি নিজে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি হারিয়েছেন, সুইচ হারিয়েছেন কি, এইভাবে খোজাখোজি করছেন কিলোমিটার, কিলোমিটার ১৪ লক্ষ টাকা এই কি বলছেন? এইসব ঘটনাগুলি তো এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সাক্ষী আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেস করুন।

শ্রীবিধূভূষন মালাকার ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে এবং এই বামফ্রন্ট সরকারের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা ২১ শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Reply to the Item No. 3 of the Starred Question No. 140

ডিভিশনের নাম	সাধারন		উপজাতি,		তপঃ উপজাতি	
	ডিডের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট, বেকারের সংখ্যা	ডিডের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট বেকারের সংখ্যা	ডিডের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট বেকারের সংখ্যা
১) কুমারঘাট ডিভিশন,	৭৪	২২২	১৬৮	৫০৪	৩৮	১১৪
২) কাঞ্চনপুর ডিভিশন	৪৫	১৩৫	৮	২৪	৫৪	১৬২
৩) নদান ডিভিশন	১৩০	৩৯০	৩২	৯৬	৮১	২৮৩
৪) কৈলাসহর ডিভিশন	১০৫	৩১৫	২৬	৭৮	৩২	৯৬
৫) আমবাসা ডিভিশন	৬০	১৮০	২০	৬০	৪০	১২০
৬) আগরতলা ডিভিশন নং-১	৩৫১	১০৫৩	১৩	৩৯	৪	১২
৭) আগরতলা ডিভিশন নং-৩	৯২	২৭৬	৯	২৭	২৬	৭৮
৮) তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	১১০	৩৩০	৪০	১২০	৮৭	২৬১
৯) ইটারন্যাল ডিভিশন (ইলেকট্রিফিকেশন)—	৫৬	১৬৮	১৪	৪২	২৬	৭৮
১০) সাউদান ডিভিশন (১)	৫৬	১৬৮	১৩	৩৯	৪৮	১৪৪
১১) সাউদান ডিভিশন (২)	৫৫	১৬৫	৫	১৫	১২	৩৬

১২) সাউর্দান ডিভিশন (৩)	-৫৯	১৭৭	১৬	৪৮	৩৯	১১৭
১৩) অমরপুর ডিভিশন	৪৪	১৩২	১০	৩৯	৩৬	১০৮
১৪) আগরতলা ডিভিশন(২)	-৯৬	২৮৮	৯	২৭	১৩৬	২৪
১৫) আগরতলা ডিভিশন(৪)	-৫৩	১৫৯	২৫	৭৫	৫৪	১৬২
১৬) আগরতলা ডিভিশন(৫)	-৮	২৪	৪	১২	৮	২৪
১৬ টি ডিভিশন	১৩৯৪	৪১৮২	৪১৫	১২৪৫	৭২১	২১৬৩

ANNEXURE—"B"

Admitted starred question No. 22

Name of M. L. A. :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বড়পাথারী, তুলামুড়া, বিলোনীয়া-বীরচন্দ্র ভায়া পাইখোলা, ঋষ্যমুখ, জোলাইবাড়ী রাস্তায় বাস, ট্রাক সহ গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ?

২) যদি সত্য হয় তার কারন কি ?

৩) ইহা কি সত্য এই সমস্ত রাস্তায় যে সমস্ত বাস চলাচল করতো সে সমস্ত বাসের পারমিট প্রত্যাহার করে অন্য রাস্তায় দেওয়া হয়েছে ?

৪) যদি সত্য হয়, তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে তুলামুড়া হইতে বড়পাথারী এবং বীরচন্দ্র হইতে বিলোনীয়া ভায়া পাইখোলা রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ আছে। তবে ঋষ্যমুখ হইতে জোলাইবাড়ী ভায়া রামরাইবাড়ী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয় নাই।

২) তুলামুড়া হইতে বড়পাথারী এবং বীরচন্দ্র হইতে বিলোনীয়া ভায়া পাইখোলা রাস্তায়

যান চলাচলের অনুপযুক্ত হওয়ার কারনেই সাময়িকভাবে উক্ত রাস্তা সমূহে যান চলাচল বন্ধ আছে।

৩) ইহা সত্য নয়।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 60

Name of M. L. A. :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) (ধর্মনগর) পুরাতন ভি, নানজাপ্পা হইতে ভায়া শীতলাবাড়ী মহেশপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

২) যদি না করা হয় তাহলে কবে নাগাদ করা হবে, এবং

৩) না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) অর্থের অপ্রতুলতার জন্য এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমানে হাতে নেওয়া হয়নি।

২) অর্থের সংস্থান হলেই, রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred question No 64

Name of Member :—Shri Umesh Ch. Nath.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কদমতলা ও তার আশেপাশে পানীয় জলের সমস্ত লাইন বিকল

হয়ে পড়ে আছে ?

২) ইহা কি সত্য যে পূর্ব বটরসীতে উক্ত লাইনের পাইপ দীর্ঘ দিন যাবৎ ভেঙ্গে পড়ে আছে ? এবং

৩) গঙ্গানগর বাজার পর্য্যন্ত লাইনের একই দশা ঘটেছে ?

৪) সত্য হইলে কবে নাগাদ এই সমস্ত পাইপ লাইনে সংস্কার করা হবে ?

উত্তর

১) ইহা আংশিক সত্য।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) ইহা আংশিক সত্য।

৪) কদমতলায় ২টি পানীয় জল প্রকল্প চালু আছে। কদমতলা ১নং প্রকল্পটি ১৯৮১ সালে চালু করা হয়েছিল, অনেক পুরাতন হওয়ায় ইহার জল উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়েছে যার ফলে এর ৭ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের মধ্যে ৩ কিঃ মিঃ লাইনে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাকী অংশে জল দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। কদমতলা ২ নং স্কীমে বর্তমানে১ ৫ কিঃ মিঃ লাইন অকেজো আছে। এর সারাইয়ের কাজ শীঘ্রই করা হবে। পূর্ব বটরসীতে টঙ্গীবাড়ী প্রকল্প হতে জল দেওয়া হবে। প্রকল্পের আংশিক কাজ হয়েছে এখনও সম্পুর্ণ কাজ শেষ হয়নি, কাজ বর্তমানে চলছে। গঙ্গানগরে বাজারের পরে কিছু পাইপ লাইন অকেজো আছে। এর মেরামতের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No : 77,

Name of M. L. A. :— Sri Debabrata Koloy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state : -

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমাধীন অম্পি থেকে বৈশ্যমনি পাড়ার রাস্তার কাজ কত সালে হাতে নেওয়া হয়েছিল ?

২) ১৯৮৯-৯০ইং সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সালে উক্ত রাস্তার কাজে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ? এবং

৩) উক্ত কাজে মোট কত মিটার দৈর্ঘ্য রাস্তা নির্মান করা হয়েছে ?

উত্তর

১) উক্ত রাস্তার কাজ ১৯৮৯ইং সালে হাতে নেওয়া হয়েছিল।

২) মোট ২,৯৬,৫১৬,০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।

৩) উক্ত রাস্তায় মোট ১·০২ কিঃমিঃ রাস্তার মাটির কাজ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 126.

Name of M. L A. :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W .D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, দক্ষিন ত্রিপুরা জিলায় জোলাইবাড়ী কোয়াইফাং হয়ে আইলমাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি অনেক বৎসর যাবৎ গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে ?

২) যদি সত্য হয়, তাহলে কত বৎসর যাবৎ গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরে আছে এবং তাহা মেরামত না করার কারণ কি ?

৩) কংগ্রেস. টি, ইউ, জে, এস. জোট সরকারের আমলে উক্ত রাস্তার মেরামতির জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের অযোগ্য নহে।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩) উক্ত রাস্তার জন্য মোট ১২,৫৯,৮৮৭ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No.—143

Name of M, L, A. :—Sri Bhudeb Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge to the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪ ইং-এর ডিসেম্বর পর্যান্ত উত্তর ত্রিপুরায় পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারীং দপ্তরের মাধ্যমে কোন ডিভিসনের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

২। এর মধ্যে গত কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের আমলে কুমারঘাট ডিভিশনের কত টাকা বকেয়া ঋণ ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত উক্ত ডিভিশনের জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে (প্লেন ও নন্‌প্লেন ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

৩। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনবাড়ী এলাকায় মনুনদীর উপর স্থায়ী পাকা সেতু নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

ডিভিশনের নাম।	প্ল্যান খাতে খরচ।	নন প্ল্যান খাতে খরচ।	এন.ই.সি খাতে খরচ।	মোট খরচ
ক) কৈলাশহর ডিভিশন	৩,০৯,০৩,১৪০	১,০৭,৭৭,৮৭১টাকা	—	৪,১৬,৮১,০১১ টাকা
খ) আমবাসা "	২,৯০,৭৬,২১৫	২,৬৬,৯৩,৫১৯ "	—	৫,৫৭,৪৯,৭৩৪ "
গ) নর্দান "	৪,৩৩,৬৯,৩০০	২,৪৮,১৮,২০০	—	৬,৮১,৮৭,৫০০ "
ঘ) কুমারঘাট "	২,২৫,৪৩,৪১০	১,৩৬,৯৮,৪৮১ "	১২০,৩৯, ৭৩২	৪,৮২,৮১,৬২৩
ঙ) কাঞ্চনপুর "	২,০১,৭৫,৪০৪	১,৪৬,২৫,১৪১	—	৩,৪৮,০০,৫৪৫ "
মোট :—	১৪,৬০,৪৭,৪৬৯	৯,৬১,১৩,২১২	১,২০,৩৯,৭৩২	২৪,৮৭,০০,৪,১৩

২। জোট সরকারের আমলে কুমারঘাট ডিভিশনের অধীনে বকেয়া অর্থের পরিমান এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনপর্য্যন্ত উক্ত ডিভিশনের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

	প্ল্যান খাতে।	নন্ প্ল্যান খাতে	এন, ই, সি, খাতে	মোট।
ক) জোট সরকারের আমলে কুমারঘাট ডিভিশনে বকেয়া অর্থের পরিমান-	১,১৬,২২,৪৩২ টাঃ	৩৬,৮৭,৮১১ টাঃ	২৭,২৯,১৯৪ টাঃ	১,৮০,৩৯,৪৩৭ টাঃ
খ) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত উক্ত ডিভিশনের জন্য খরচের পরিমান—	১,০৯,২০,৯৭৮ টাঃ	১,০০,১০,৬৭০ টাঃ	৯৩,১০,৫৩৮ টাঃ	৩,০২,৪২,১৮৬ টাঃ

৩। এই ধরণের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 162

Name of the member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গৃহ ঋন প্রকল্পে মোট কত টাকা বরাদ্দ ছিল?

২) উক্ত বরাদ্দের মধ্যে কতজন কর্মচারীকে গৃহ ঋন বাবদ মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে?

৩) অব্যয়িত থাকলে উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে বর্ত্তমান অর্থবর্ষে বণ্টন করা হবে কিনা ? এবং এখন পর্য্যন্ত কতজন আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনাধীন আছে ?

৪) ইহা কি সত্য যে টাকার বরাদ্দ থাকা সত্বেও কর্মচারীরা এই ঋনে আবেদন করেও বঞ্চিত হচ্ছেন ? এবং

৫) সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১.৫০ কোটি (১ কোটি ৫০ লক্ষ) টাকা।

২) অর্থ দপ্তর হইতে সমস্ত টাকা ৪৭টি বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। এর মধ্যে ৪৩টি বিভাগ হইতে তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে মোট ৩৬৮ জন কর্মচারীকে ৫৯,৫৪,৭৮৮ টাকা ঋন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ৮৪,২২,৫১৭ টাকা তথ্য সরবরাহ করার সময় পর্য্যন্ত অব্যয়িত রয়েছে।

৩) কর্মচারীগন তাদের নিজেদের দপ্তরে দরখাস্ত জমা দেয় এবং সেখানে দরখাস্তকারীদের তালিকা রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩১৫ জনের আবেদন বিবেচনাধীন আছে। অব্যয়িত টাকা যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে নিয়মাবলী মেনে মঞ্জুর করা হইতেছে।

৪) ৩১শে মার্চের মধ্যে ডিপার্টমেন্টগুলি অর্থদপ্তর হইতে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে নিয়মাবলী মেনে মঞ্জুর করিবে।

৫) এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 165

Name of M. A. L. :— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে কয়টি T. R. T, C, ট্রাক রয়েছে, এবং তন্মধ্যে কয়টি ট্রাক অচল অবস্থায় আছে ? এবং

২) যে সমস্ত ট্রাকগুলি অচল অবস্থায় আছে সেগুলি সচল করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) বর্ত্তমানে টি, আর, টি, সি, তে ৩৭টি ট্রাক আছে, তন্মধ্যে ২০টি ট্রাক অচল অবস্থায় আছে।

২) ২০টি অচল ট্রাকের মধ্যে ৭টি দীর্ঘ মেয়াদী ট্রাককে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে। বাকী ১৩টি ট্রাক একটি Technical Committee দ্বারা পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হইয়াছে।

Admitted starred question No. 205
Name of M. L. A. :— Sri Amitabha Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Hand receipt এবং Spot quotation-এর মাধ্যমে কাজ করানোর ব্যাপারে পূর্ত্তদপ্তরের নীতি নির্দেশিকাগুলি কি ? এবং

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং এবং ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পূর্ত্ত দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে হেণ্ড রিসিপ্ট-এ পেমেন্ট-এর পরিমান কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

৩) হেণ্ড রিসিপ্ট-এ কাজ করানোর ক্ষেত্রে প্রতিটি অর্থ বছরে অর্থ ব্যায়ের বিভাগ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন সীমা আছে কিনা ?

৪) যদি থাকে তাহার পরিমান কত।

উত্তর

১) C.P.W D. Mannual অনুযায়ী জরুরী কাজ বিনা টেণ্ডার-এ ফর্ম-১১-এর মাধ্যমে করানো হয়। এছাড়া ডিড, ফার্ম, Degree Diploma Engineer. এবং দুর্গম স্থানে ট্রাইবেলদের ফর্ম-১১ মাধ্যমে কাজ

দেওয়া হয়ে থাকে। জরুরী কাজে দর নির্দ্ধারন করার জন্য অনেক সময় **Spot Quotation** গ্রহন করা হয়।

অর্থের যথেষ্ট যোগান না থাকার জন্য অনেক সময়েই **Running Bill** ও **Final Bill**-এর **Payment** এক সঙ্গে করা সম্ভব হয় না। বিলের অংশ কয়েকবারে **Hand-receipt (Form-20)** মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়। এ কাজ গুলোর ঠিকাদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টেণ্ডার মারফত নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া খুব ছোট কাজ, ডি, আর, ডব্লিউ, পেমেন্ট, ছোট খাটো কেনা, এগ,লো **Hend-receipt**-এর মাধ্যমে করা হয়।

২) হেণ্ড রিসি ট-এ পেমেন্ট-এর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।

৩) হেণ্ড রিসিপ্ট পেমেন্ট-এর জন্য আলাদা কোন সীমা বা বরাদ্দ থাকে না।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজনী "ক"

ক্রমিক নং	ডিভিশনের নাম	১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত হেণ্ড রিসিট-এ খরচের পরিমান।	১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত হেণ্ড রিসিট-এ খরচের পরিমান।
১)	নির্ব্বাহী বাস্তুকারের কুমারঘাট ডিভিশন—	৬,৬৬,০০০ টাকা	৬,৭৮,০০০ টাকা।
২)	" আমবাসা ডিভিশন—	১১,১০,০০০ "	৭,৩৪,০০০ "
৩)	" কৈলাশহর ডিভিশন —	৩,৬০,০০০ "	১,৩৫,০০০ "
৪)	" নদান ডিভিশন—	৯,৭২,০০০ "	৬,১৭,০০০ "
৫)	" কাঞ্চনপুর ডিভিশন—	৩,০৪,০০০ "	২,৫২,০০০ "
৬)	" সাউদার্ন ডিভিশন—(১)	৬,৩৭,০০০ "	৩০,৭৮,০০০ "
৭)	" সাউদার্ন ডিভিশন (২)	১০,৮২,৯২৫ "	৪,১৮,৩৫৩ "
৮)	" সাউদার্ন ডিভিশন নং(৩)	৩,৯৪,৬২৪ "	১,০৫,৯১৭ "
৯)	" অমরপুর ডিভিশন—	৭৫,৯৩,২১৬ "	২৭,০৮,২৪৫ "

১০)	”	আগরতলা ডিভিশনং (৪)	৮০,৮১০ ”	৩১,৩৬৪ ”
১১)	”	আগরতলা ডিভিশন নং৫—	৪৪,৬৪,২১৫ ”	২,৪৩,৩২৮ ”
১২)	”	আগবতলা ডিভিশন নং(১)	—	—
১৩)	”	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন —	৫৩,৪৭২ ”	৫৫,৯৭১ ”
১৪)	”	আগরতলা ডিভিশন নং৩	—	—
১৫)	”	ষ্টোর ডিভিশন –	—	—
১৬)	”	ইন্টারন্যাল ডিভিশন—	—	—
১৭)	”	আগরতলা ডিভিশন নং(২)	—	—
		মোট ঃ—	১,৭৭,১৮,২৬২ টাকা	৯০,৬৭,১৭৮ টাকা

Admitted Starred Question :—212

Nnme of Member :— Shri Amitabha Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

QUESTION

1. whether it is fact that, the following Govt. vehicles of the establishment of the Executive Engineer, electrical division no-II, Dharmanagar are lying in a condemned state since long.
2. If so, kindly indicate approximate year since those are lying in condemned state and why those are not being disposed of.
3, It may also be indicated who is responsible for delayed disposal which is causing loss to the Govt.

Following vehicles

Vehicles No. TRL-1717, TRL-921, TRA-487, TRL-1505 & TRG-544,

Answer

1. Yes,

2, Vehicles have been remaining unused since dates given below :—

   1, Vehicles No, TRL-1717 w.e, from 4/93,
   2, Vehicles No, TRL—921 w.e, from 3/91.
   3, Vehicle No, TRA—487 w, e, from 5/91
   4, Vohicle No, TRL—1505 w, e, from 1/93,
   5, Vehicle No, TRG—544 w,e, from 2/86,

3. The survey reports for all the above vehicles have been submitted for condemnation certificate from the Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, which is expected very soon and action for disposal will be taken accordingly. He is being time and again pursued to expedite the report,

Admitted Starred Question No. 218

Name of M L A :— Sri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গোলাঘাটি মোহনপুর সংযোগকারী গোলাঘাটি বাজারের সন্নিকটের বড় কাঠের পুলটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে তাহা মেরামত করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন বা করিবেন কিনা ?

উত্তর

১) পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এরূপ সেতু নেই ।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 220

Name of Member : — Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে সৃষ্ট লোডশেডিং কি নিয়মে করা হচ্ছে।

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যের সর্বোচ্চ চাহিদা ৭৮ মেগাওয়াট। কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ও রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন সহ বিদ্যুতের বর্তমান পরিমান হল ৪৩·৫০ মেগাওয়াট যা সর্বোচ্চ চাহিদার প্রায় ৫৫·৭ শতাংশ। এই কারনে সৃষ্ট ঘাটতি মোকাবিলায় রাজ্যের সব কয়টি সাবষ্টেশান চাহিদার ৫৫·৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে ও তদনুযায়ী লোডশেডিং চার্ট তৈরী করা হয়ে থাকে এবং বিদ্যুৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা হয়। যদিও কখনো কখনো এই হার পরিবর্তন করতে হয়, বিগত দুর্গাপূজা বা অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে যথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুব ও ক্রীড়া উৎসব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে সময় সর্বত্র লোডশেডিং-এর বা বিদ্যুৎ ছাঁটাই-এর মাত্রা সমানভাবে করা যায় না।

এ ছাড়া কারিগরী কারণে উত্তর ত্রিপুরা বহিঃরাজ্যের আমদানীকৃত ব্যবস্থা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা গোমতী জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-এর উপর নির্ভরশীল। একই কারণে পশ্চিম ত্রিপুরাও মূলতঃ বড়মুড়া ও রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-এর উপরেই নির্ভরশীল।

Admitted starred question No, 221

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

২) এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে কত বছর সময় লাগিবে ?

৩) এর ফলে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে ?

উত্তর

১) রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার নিম্নরূপ কাজ নিয়েছে :—

ক) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ পরিষদের আর্থিক সাহায্যে রুখিয়াতে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দুইটি আট মেগাওয়াট (২×৮=১৬) ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ জেনারেটার স্থাপনের কাজ ১৯৯৪-৯৫ সালের ডিসেম্বরে হাতে নেওয়া হয়েছে।

খ) রাজ্য পরিকল্পনা খাতে রুখিয়াতে তৃতীয় পর্য্যায়ে ২×৮=১৬ মেগাওয়াট জেনারেটার স্থাপন করছে।

গ) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৩৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ পূর্নোদ্দমে চলছে।

ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা 'নেপকো' আঞ্চলিক বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্যে রামচন্দ্রনগরের ৪×২১ =৮৪ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক জেনারেটার স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে।

২) পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে কত সময় লাগবে নিম্নরূপ :—

ক) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ ১৯৯৪-৯৫ ইং মার্চ মাসে শেষ করা হবে।

খ) রুখিয়ার তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ১৯৯৫ ইং জুন মাসে শেষ হবে।

গ) রুখিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ১৯৯৬ ইং-এর সেপ্টেম্বরে শেষ করবার লক্ষমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

ঘ) কেন্দ্রীয় সংস্থা 'নেপকো' সূত্রে যতদূর জানা গিয়েছে রামচন্দ্রনগরে তাপবিদ্যুৎ জেনারেটার স্থাপনের কাজ ১৯৯৬-৯৭-এর অর্থবছরে শেষ হতে পারে।

৩) উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার বিভিন্ন নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (installed capacity) ক্ষমতা হবে :—

ক) রুখিয়ার তিনটি পর্যায়ে—৬×৮=৪৮ মেগাওয়াট =৪৮

খ) বড়মুড়া ২টি পর্যায়ে—২ × ৫ × ১ + ৬.৫ = ১৬.৫ = ১৬.৫
গ) গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পে—৮.৫ + ৩.৫ = ১২.০০ = ১২.০০
ঘ) আগরতলা ডিজেল উৎপাদন বিদ্যুৎ ১.৫ = ১.৫

মোট — ৭৮.০০ মেঃ ওয়াট

Admitted starred question No. 245

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের যোগানে ঘাটতি কত মেগাওয়াট ?

উত্তর

১) রাজ্যে নিজস্ব উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৩৩'৫০ মেগাওয়াট ও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে আমদানীকৃত ১০'০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগান নিয়ে দৈনিক সর্বোচ্চ চাহিদায় ঘাটতি ৩৪'৫০ মেগাওয়াট। (দৈনিক সর্বোচ্চ ৭৮ মেঃ ওঃ)।

Admitted starred question No. 224

Name of the Member :— Sri Ashok Deb Barma,

প্রশ্ন

১) পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের পার্শ্ববর্তী জনবসতি গ্রামগুলিতে পানীয় জলের পাইপ লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) যদি থাকে তবে কি কারণে এতদিন পাইপ লাইন সম্প্রসারণের কাজ হয় নাই, কোন কোন গ্রামগুলিতে এই সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ছিল ?

৩) ইহা কি সত্য দক্ষিণ চড়িলামের পানীয় জলের সরবরাহ পাইপগুলি প্রয়োজনীয় সারাইয়ের অভাবে অনেক স্থানে জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বা বাধ্য হইয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

৪) যদি সত্য হয় তবে ইতিমধ্যে ইহার সারাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১) বর্তমানে নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩) জল সরবরাহ বন্ধ হয় নাই। মাঝে মাঝে পাইপ লাইন ফুটো করে কিছু জমিতে জল নেওয়ার দরুন সময় সময় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। ঘটনা দপ্তরের গোচরে আনিলে সঙ্গে সঙ্গে সারাইয়ের কাজ করা হয়।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—246

Name of M, L, A, :— Sri Sudhir Ch, Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P,W,D, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আমবাসা মরাছড়া পূর্ত দপ্তরের রাস্তায় ধলাই নদীর উপর পাকা ব্রীজ করে বাস চলাচলের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? যদি থাকে তবে তার অগ্রগতি কতটুকু?

উত্তর

১) আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted starred Question No : - 264,

Name of M L A, :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১) সরকারী কর্মচারীদের জন্য পুনরায় এল, টি, সি, প্রথা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ চালু হবে?

ANSWER

১) হ্যাঁ, আছে।

২) ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ ইং হইতে সর্বভারতীয় এল, টি, সি, চালু করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যেসব কর্মচারী চাকুরীকালে একবারও এল, টি, সি. ভোগ করেন নাই এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে অবসর গ্রহন করবেন তারাই এই সুবিধা পাইবেন।

Admitted starred Question No. 303

Name of M. L. A. :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য টি, আর, টি, সি, শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া জীবন বীমার টাকা (এল, আই, সি,) জীবনবীমা দপ্তরে জমা পড়ছে না ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ ধরনের শ্রমিক কর্মচারীদের সংখ্যা কত ? এবং

৩) কোন মাস পর্য্যন্ত বকেয়া আছে এবং বকেয়া টাকার পরিমান কত ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) ইহা আংশিকভাবে সত্য।

২) ৬৮৫ জন।

৩) ডিসেম্বর, ৯৪ইং এবং জানুয়ারী, ৯৫ইং মাসের কিস্তি বাকী আছে, মোট বকেয়ার পরিমান ৩,৬৬,০০৬.৯০ টাকা।

Admitted starred Question No. 308

Name of M, L, A :—Sri Sunil Kr Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge to the P. W. D. be pleased to state : -

প্রশ্ন

১) সাব্রুম ইউ, এস, রোড-এ মনুনদীর উপর পাকা ব্রীজটির কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

২) বর্ত্তমানে ঐ ব্রীজটি কি অবস্থায় আছে ?

৩) অচল অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য সরকার কি কি উদ্দেশ্য গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১) ব্রীজটির কিছু কাজ শেস হয়েছে। বাকী অংশের কাজের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। দরপত্রের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পরে সব কিছু ঠিকভাবে চললে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ব্রীজটির কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২) ব্রীজটির পাকা পিলারের কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে।

৩) অচল অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য পুরানো ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তিপত্র বাতিল করে অবশিষ্ট কাজের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 325

Name of the Member :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা কতগুলি গ্রামে এখনও বিদ্যুতায়ন হয়নি ? এবং

২) কবে নাগাদ সবগুলি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৯৭১ ইং সনের সেন্সাস অনুসারে জানুয়ারী, ৯৫ইং পর্য্যন্ত ২১.৯ শতাংশ গ্রামে এখনও বিদ্যুতায়ন করা হয় নি।

২) আগামী ২০০০ ইং সাল নাগাদ বাকি সব গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted starred Question No. 329
Name of Member :—Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিগত দুই বৎসরে রাজ্যে কত কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে ?

২) ঐ সময় কতগুলি নূতন সার্ভিস কানেকসন দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বিগত দুই বৎসরে রাজ্যে মোট ৫৮২'৮৭ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। (১৯৯৫ ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত)।

২) ঐ সময়ে রাজ্যে মোট ১৩৩১৪টি নতুন সার্ভিস কানেকসন দেওয়া হয়েছে। (১৯৯৫ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত)।

Admitted starred Question No. 332
Name of Member :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কবে নাগাদ স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

২) এবং এ ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিজস্ব উৎপাদন এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমান ও নির্মীয়মান কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উৎপাদন শুরুর ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা এবং ত্রিপুরার আনুপাতিক প্রাপ্ত বরাদ্দ ও একই সঙ্গে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমোন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ত্রিপুরা বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

২) এই ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা সমূহ নিম্নরূপ :—

ক) রাজ্য পরিকল্পনাখাতে গৃহীত রুখিয়া ফেজ থ্রী প্রকল্পের অধীনে ২১মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোজন। এই প্রকল্পের ২টি ইউনিট ৯৫-৯৬ অর্থবছরে চালু করার পরিকল্পনা আছে।

খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিসদের অর্থানুকুল্যে রুখিয়ায় ফেজ ট প্রকল্পের অধীনে ২৮ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্থাপন এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। একটি ইউনিট জুন ৯৬ ও অপরটি সেপ্টেম্বর ৯৬-এ চালু করবার পরিকল্পনা আছে।

গ) রাজ্য পরিকল্পনাখাতে "গোমতী অপেরেটিং স্কীমের" আওতায় বর্তমান সর্বোচ্চ ৮'৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ১২'৫ মেগাওয়াট ক্ষমতায় পরিবর্ধন ও উৎপাদন। এই কাজ ৯৪-৯৫-এর মার্চ মাসেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 368.

Name of M. L. A. : – Sri Madhab Chandra Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কয়টি বিভাগে সুনির্দ্দিষ্ট মোটরষ্ট্যাণ্ড রয়েছে।

২) উদয়পুরে বর্তমান মোটরষ্ট্যাণ্ডটি উদয়পুর রাজারবাগে সরকারী উদ্যোগে তৈরী মোটর ষ্ট্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

৩) উদ্যোগ নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ তা স্থানান্তরিত করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) রাজ্যের দশটি বিভাগে সুনির্দ্দিষ্ট মোটরষ্ট্যাণ্ড আছে।

২) উদয়পুরে বর্তমান মোটরষ্ট্যাণ্ডটিকে রাজারবাগে স্থানান্তরিত করার জন্য মোটর শ্রমিক ও মোটর মালিকদের সাথে কথাবার্তা চলিতেছে।

৩) উভয় পক্ষের আলোচনা অনুসারে বর্তমান মোটরষ্টাণ্ডটিকে রাজারবাগে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 371

Name of the Member :— Sri Madhab Chandra Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. (PHE and WR) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কয়টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প আছে ?

২। তারমধ্যে চালু কয়টি, অকেজো কয়টি ?

৩। অকেজো প্রকল্পগুলি চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে, ?

৪। উদয়পুরের নয়াবাড়ী, জৈবংবাড়ী, দেওয়ানবাড়ী, আঠারভোলা, বগারবাসা প্রকল্পগুলি কবে চালু করা হবে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ৬৩৭টি ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প আছে।

২। ৬৩৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর ৯৪ ইং পর্যন্ত ৫২৩টি প্রকল্প চালু এবং ১১৪টি প্রকল্প অচল অবস্থায় ছিল।

৩। মোট ১১৪টি অচল প্রকল্পের মধ্যে ৩১টি সাময়িক অচল প্রকল্প সত্বর চালু করার জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাকী ৮৩টি অচল প্রকল্প চালু করতে যথেষ্ট পরিমান আর্থিক সংস্থান ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই কারিগরী পরীক্ষা নিরীক্ষাও দরকার যা সময় সাপেক্ষ।

৪। প্রকল্প ভিত্তিক অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল—

ক) নয়াবাড়ী এল, আই, প্রকল্প খ) জৈনবাড়ী " গ) দেওয়ানবাড়ী "	এই তিনটি প্রকল্পে মোটর ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি হয়ে যায়। এসব কারণে এবং আর্থিক অপ্রতুলতা হেতু, দুর্গম অঞ্চলের এই প্রকল্পগুলি সহসা চালু করা সম্ভবপর নয়।

ঘ) আঠারভোলা—

১। ডি, টি, ডব্লিউ বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

২। এল, আই, প্রকল্প—প্রকল্পের অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণ (জালেমাছড়া) হয়েছে, শুধু বিদ্যুত সংযোগের অপেক্ষায় আছে। আশা করা যায় শীঘ্রই চালু করা যাবে।

৬) বগারবাসা—

১। ডাইভারসন—বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

২। কড়ইমুড়া—১ ডি টি ডব্লিউ | প্রকল্পদ্বয় বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

৩। কড়ইমুড়া -১ ডি টি ডব্লিউ |

Admitted Starred Question No. 373

Name of M. L. A. :— Shri Madhab Chandra Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উদয়পুর বিলোনীয়া রাস্তা থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা দাতারাম বাজার হয়ে মায়াপুরী গেছে তা সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ তাহার কাজ আরম্ভ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। মেরামতির কাজ চলছে।

Admitted starred question No 379

Name of the Member :— Sri Sunil Kr. Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. (PHE and WR) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুমের অকেজো লিফট্ ইরিগেশন ডিপ টিউবওয়েল মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২। এই প্রকল্পগুলি দ্বারা রবিফসল করার জন্য এ বৎসর কতটুকু জমিতে জলসেচ করা

সম্ভব হবে ?

৩। সমস্ত স্কীমগুলির দ্বারা কত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার টারগেট ছিল ?

উত্তর

১। সাব্রুম মহকুমায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪টি এল, আই, এবং ৩ (তিনটি) ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প অচল অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন অচল প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে দপ্তর কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদি নিচে উল্লেখ করা হইল।

ক) লিফট ইরিগেশন :—

১) দীনাচেপা : — এই প্রকল্পের তিনটি অচল পাম্প সেটই অত্যাধিক পুরানো হওয়ায় আর মেরামত যোগ্য নয়। প্রকল্পের কিছুটা স্ট্রাকচারও ভেঙ্গে পড়েছে।

অন্ততঃ ১ (একটি) নতুন পাম্প সেট বসিয়ে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এপ্রিল ৯৫-এ প্রকল্পটি চালু করা যাবে।

২) সিন্ধুক পাথর :— নদীর গতিপথ অত্যাধিক পরিবর্তিত হওয়ায় প্রকল্পটি বন্ধ রাখতে হয়েছে। নতুন স্থানে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

৩) শিলাছড়ি :— মোটর এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ চুরি যাওয়ায় প্রকল্পটি বন্ধ আছে। প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৪) বৈষ্ণবপুর (অস্থায়ী) :— বহু পুরানো এই অস্থায়ী প্রকল্পে ডিজেলচালিত পাম্প সেটটি মেরামত অযোগ্য হওয়ায় প্রকল্পটি বন্ধ আছে।

খ) ডিপ টিউবওয়েল :—

১) শ্রীনগর (মেবুছড়া)	ভূগর্ভস্থ জলের যোগান অত্যাধিক
২) সাতচাঁদ	কমে যাওয়ায় এই স্কীমগুলি অকেজো
৩) নর্থবুড়াতলী	হয়ে পড়েছে এবং মেরামতযোগ্য নয়।

২) দীনাচেপা এল, আই, প্রকল্প থেকে আগামী এপ্রিল থেকে আংশিকভাবে জলসেচ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) সাব্রুম মহকুমায় সর্বমোট সচল ২০টি প্রকল্পের ইরিগেশন ক্ষমতা ৯৮৭ হেক্টর। সচল প্রকল্প সমূহ হইতে জলসেচের টার্গেট ৭১৬ হেক্টর রাখা হয়েছিল।

উপরোক্ত ৭টি অচল প্রকল্পের জলসেচ ক্ষমতা ২২২ হেক্টর। স্কীমগুলি অচল থাকায় ১৯৯৪-৯৫ সালে জলসেচের কোন টার্গেট ছিল না।

Admitted Starred Question :— 406

Name of M. L. A. :— Sri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P, W, D, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি ৪৪ নং জাতীয় সড়কের সীমানা নির্দ্ধারন করা হয়েছে কি ?
২) যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে তাহা প্রস্থে কত মিটার ?
৩) ইহা কি সত্য যে উক্ত জাতীয় সড়কটি কিছু লোক বে-আইনীভাবে দখল করে আছে ?
৪) যদি সত্য হয় তবে তাহা উদ্ধার করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছেন ? (কোন কোন এলাকা বে-আইনীভাবে দখলকৃত আছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) না।
২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
৩) ৪৪ নং জাতীয় সড়কটি বর্ডার রোড টাস্ক ফোর্সের অধীন। বর্ডার রোডের তথ্য অনুযায়ী রাস্তার কিছু অংশ বে-আইনী দখলে আছে।
৪) বিষয়টি নিয়ে বর্ডার রোডের টাস্ক ফোর্স কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের গোচরে এনেছেন যাতে সীমানা নির্দ্ধারন করে বেদখলকৃত জায়গাগুলি পুনরুদ্ধার করা যায়। বেদখলকৃত জায়গার তালিকা আপাততঃ বর্ডার রোড কর্তৃপক্ষের নিকট নেই

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 414

Name of M. L. A. :— Shri Barjendra Mog Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি-তে লাভ বা লোকশানের পরিমান কত ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ— পরিবহনমন্ত্রী

১) বর্তমান অর্থ বৎসরের (১৯৯৪-৯৫) এপ্রিল ১৯৯৪ ইং হইতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, র লোকশানের পরিমান ৩·২৪কোটি টাকা (estimated).

Admitted starred Question No. 423

Name of Member :— Sri Dilip Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক বে-সরকারী গাড়ী ভাড়া নেওয়ার ব্যপারে Memo. No. EE/E-I/94-95/01/ date 5-4-94-এর আদেশ মূলে টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল।

২। ইহা কি সত্য যে, উক্ত টেণ্ডারগুলি পরীক্ষা করার পর সর্ব্বনিম্ন দরদাতার নিকট থেকে গাড়ী ভাড়া না নিয়ে উক্ত দপ্তরের কতিপয় অফিসারের যোগ সাজসে, অধিক দরদাতার নিকট থেকে গাড়ী ভাড়া নিয়ে সরকারের অর্থ অপচয় করা হচ্ছে ?

৩। যদি সত্য হয়, তাহলে তদন্তক্রমে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। উপরোক্ত ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted starred Question No. 429

Name of the M. L. A :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হইতে ভায়া জলেবাসা হয়ে জম্পুই হিলের কম্পুই পর্যান্ত টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না? এবং

২। জম্পুই হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী : পরিবহনমন্ত্রী

১। না বর্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। বর্ত্তমানে নাই।

Admitted starred Question No 431

Name of the Member :— Shri Dilip Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W, D, (PHE & WR) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গৌড়াছড়া ক্যানেলের মাধ্যমে ধানী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা দুই বৎসর যাবত সংস্কারের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে, যারফলে ২০০ কৃষক পরিবার জমিতে ধান চাষ করতে পারে নাই?

২। উক্ত ক্যানেলের মেরামতি করে অত্র এলাকার কৃষকদের চাষ করার সুযোগ দেওয়া হবে কি না? অথবা কৃষকদের স্বার্থে বিকল্প জলসেচের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

উত্তর

১। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ১৯৯৩ সালের বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্পটি হইতে জলসেচ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকার পর পুনরায় আংশিক চালু করা হয়েছে।

২। সীমিত আর্থিক সংস্থান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ক্যানেলের যথাসম্ভব মেরামতি করে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই বিকল্প ব্যবস্থা করার প্রশ্ন বর্তমানে উঠে না।

Admitted Starred Question No. 432

Name of the Member :— Shri Dilip Kumar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. (PHE & WR) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা শহর সংলগ্ন বুদ্ধমন্দির এবং সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের আয়রণ সংযুক্ত?

২। উল্লিখিত এলাকায় পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ইহা আংশিক সত্য।

২। হ্যাঁ, পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা আছে।

৩। কলেজটিলাস্থিত প্রতিদিন ১৫ লক্ষ গ্যালন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রতিদিন ৩০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন করার কাজ চলছে। পাইপ লাইন সংস্কার এবং রবীন্দ্রকানন রিজার্ভার পর্য্যন্ত পাইপ লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব আছে। উপরোক্ত কাজগুলি শেষ হলে উক্ত এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল ১৯৯৬-৯৭ সাল নাগাদ দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 435

Name of M. L. A. :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জোট সরকারের শাসনকালে রুখিয়াতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সেকেণ্ড ফেইজ-এর ৩ এবং ৪ ইউনিট (প্রতি ইউনিট আট মেগাওয়াট করে) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও বর্ত্তমানে এই কাজ বন্ধ আছে? এবং

২) যদি সত্যি হইয়া থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

ANNEXURE—"C"

Admitted Un-starred Question No. 39

Name of the Member:— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিভিন্নভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ মাশুলের হার বিভিন্ন ধরনের করা হয়েছে?

২) সত্য হয়ে থাকলে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ মাশুল-এর হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে কত ছিল ?

৩) এবং ১৯৯৫ সালের জানুয়ারীতে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ মশুল-এর হার ও আলাদা আলাদা তালিকা সহ বিস্তৃত বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। ১৯৯৩ইং সনের জানুয়ারী মাসে বিদ্যুৎ মাশুলের হার নিম্নরূপঃ—

ক) ডমেষ্টিক কানেকশান ক্যাটাগরী :—

	মাথাপিছু ইউনিটের পরিমান	ইউনিট প্রতি মাশুলের হার টাঃ পঃ	ইউনিট প্রতি ছাড় টাঃ পঃ
১। সিঙ্গল ফেজ সরবরাহ	৩০ পর্য্যন্ত	০০'৭৫	০০'১০
	৩০ ইউনিট অতিক্রম করিলে	১'১০	০০'১০
	ন্যূনতম মাসিক মাশুল ২০ টাকা		
২। থ্রী ফেজ সরবরাহ		১'২০	০০'১০
	ন্যূনতম মাসিক মাশুল ১০০ টাকা		

খ) কমার্শিয়াল ক্যাটাগরী :-

১। সিঙ্গল ফেজ সরবরাহ	৩০ পর্য্যন্ত	১'১০	০০'১০
	৩০ হইতে ৬০ পর্যন্ত	১'৩০	০০'১০
	৬০ ইউঃ অতিক্রম করিলে	১'৫০	০০'১০
২। থ্রী ফেজ সরবরাহ		ঐ	ঐ

ন্যূনতম মাসিক মাশুল
সিঙ্গল ফেজ ২৮'০০
থ্রী ফেজ ১০০ ০০

গ) সেচ ও অন্যান্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা :—

১) ৫ অশ্বশক্তি পর্য্যন্ত	০০—৬০	০০—১০
২) ঐ উর্দ্ধে	০০—৭০	০০—১০
৩) নুন্যতম মাসিক শুল্ক	কিলোওয়াট প্রতি ২০ টাকা।	

ঘ) শিল্প সংক্রান্ত ক্যাটাগরী

১) ২৫০ পর্য্যন্ত	০০'৭০	০০'১০
২) ৫০০ ,,	০০ ৮০	০ '১০

৩) ২০০০ ,, ১.১০ ০০.১০

৪) ২০০০ অতিক্রম ১.৫০ ০০.১০

৫) ন্যূনতম মাসিক শুল্ক কিলোওয়াট প্রতি ৪০ টাকা এবং ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার-এর বেলায় এই হার প্রতি কেঃ ভিঃ এঃ বাবদ ৫০ টাকা।

৬) চা বাগান শিল্প ক্যাটাগরী

১) ৫০০০ পর্যন্ত ১.৩০ ০০.১০

২) ঐ ঊর্দ্ধে ,, ১.৫০ ০০.১০

৩) ন্যূনতম মাসিক শুল্ক চা শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে ২৫০০ ইউনিটের জন্য কিংবা তার ভগ্নাংশের জন্য ৩০০০ টাকা।

উপরোক্ত মাশুল অবশ্য চা বাগানের লাইট এবং ফ্যান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির বেলায় প্রযোজ্য নহে। চা বাগানের লাইট এবং ফ্যানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তি কমার্শিয়াল ক্যাটাগরীর আওতাভুক্ত মাশুলের হারে করা হয়ে থাকে।

চ) পাব্লিক লাইটিং ক্যাটাগরী

এই ক্যাটাগোরীতে রাস্তার আলো, পার্ক-এ ব্যবহৃত আলো ইত্যাদি বিবেচিত হয়।

১) ৫০০০ পর্যন্ত ১.৩০ ০০.১০

২) ঐ ঊর্দ্ধে ,, ১.৫০ ০০.১০

৩) ন্যূনতম মাসিক শুল্ক :- প্রতি লাইট পয়েন্ট পিছু ১৮ টাকা।

ছ) বাল্ক সাপ্লাই ক্যাটাগরী :—

এই ক্যাটাগোরীতে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দূরদর্শন-এর ন্যায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা নিজস্ব এল, টি, সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করেন এবং বাল্ক ক্যাটাগরীর আওতাভুক্ত হতে আগ্রহী হন তাদের মাশুলের হার বিস্তারিত নিম্নরূপ—

১) ৪০০ ভোল্ট সরবরাহ ব্যবস্থায় চাহিদা যখন ৬৩ কেঃ ভিঃ -এর বেশী নয়। ১.৩০ ৪০০.১০

২) ঐ ন্যূনতম মাসিক মাশুল ৩০০০ টাকা।

৩) ১১ কেঃ ভিঃ সরবরাহ ব্যবস্থায় চাহিদা যখন ৬৩ কেঃ ভিঃ-এ অথবা ৬৩ কেঃ ভিঃ-এর বেশী কিন্তু ৬৩০ কেঃভিঃ-এর কম ১.১০ ০০.১০

৪) ঐ ন্যূনতম মাসিক মাশুল ১৮০০০ টাকা।

৫) ৩৩ কেঃ ভিঃ সরবরাহ ব্যবস্থায় চাহিদা যখন ৬৩০ কেঃ ভিঃ-এ অথবা বেশী কিন্তু ৪০০০ কেঃ ভিঃ-এর কম— ১.১০ ০০.১০

৬) ঐ ন্যূনতম মাসিক মাশুল ১০০০০ টাকা।

৭) অতিরিক্ত উচ্চ-চাপে সরবরাহকৃত ব্যবস্থায় যথা ৬৬ কেঃ ভিঃ কিংবা ১৩২ কেঃ ভিঃ এবং চাহিদা যখন ৪০০০ কেভি-এ অথবা তার বেশী — ১০০ — ০০১০

জ) আন্তরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্যাটাগরী :—
এই ক্যাটাগরীর আওতাভুক্ত শক্তির মাশুল ইউনিফর্ম পুলড্ ট্রান্সমিশন ট্যারিফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পুলের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির ঐক্যমতের উপর। তাছাড়াও উপরোক্ত ইউনিফর্ম পুলড ট্যারিফের আরোপন সাপেক্ষে— প্রতি ইউনিট মাশুল — ১.১০ + ১২.৭ পয়সা

ঝ) বিবিধ মাশুল :— (টেম্পোরারী কানেকশন সংক্রান্ত)
এই ক্যাটাগোরীর আওতায় উৎসব অনুষ্ঠান ও জন-সমাবেশে লাইট ও ফ্যানের জন্য অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিবেচিত হয়ে থাকে।

১) মাশুলের হার ইউনিট প্রতি— — ১.১০ — ০০.১০

২) ঐ ন্যূনতম মাশুল—কিলোওয়াট প্রতি কিংবা তার ভগ্নাংশের জন্য প্রতিদিনে ১০ টাকা এবং অগ্রিম প্রদেয়।

৩) ব্যবসায়িক উদ্যোগে লাইট ও ফ্যানের জন্য অনিয়মিত সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাগান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তির মাশুলের হার ইউনিট প্রতি — — ১৫০ — ০০.১০

৪) ঐ ন্যূনতম মাশুল— কিলোওয়াট প্রতি কিংবা তা ভগ্নাংশের জন্য প্রতিদিন ১৮ টাকা এবং অগ্রিম প্রদেয়।

ঞ) অন্যান্য মাশুল :— মাসিক মিটার ভাড়া

১) সিঙ্গেল ফেজ মিটার ১০ এম্পিয়ার ক্ষমতা পর্য্যন্ত — ৪ টাকা।

২) থ্রী ফেজ মিটার — ১০ "

৩) ঐ সঙ্গে কারেন্ট ট্যান্সফর্মার — ২০ "

৪) উচ্চচাপ মিটারিং-এর ব্যবস্থাপনা — ১৬০ "

৫) ট্রাই ভেক্টর মিটার — ৩৫০ "

ঙ) ১৯৯৩ এর জানুয়ারীতে প্রচলিত বিদ্যুৎ মাশুলের হারই এখনও বহাল আছে।

Admitted Un-starred question No. 40

Name of M L A :— Sri Ratimohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Departmant P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৩১-১-৯৫ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতগুলি সেতু নির্মান ও সারাই এবং কত কিমিঃ গাড়ী চলাচল যোগ্য রাস্তা মেরামত করা হয়েছে ?

উত্তর

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৩১-১-৯৫ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ৮০ টি ব্রীজ নির্মান, ৮৫১ টি ব্রীজ সারাই ও পুনঃনির্মান এবং ২১৫০·৩৯০ কিমিঃ রাস্তা সারাই করে গাড়ী চলাচল করার উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 84,

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবৎসরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গাড়ী, স্কুটার, সাইকেল ক্রয় করার জন্য ঋন বাবদ কত টাকা বরাদ্দ ছিল ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

২) বরাদ্দকৃত টাকা কিভাবে কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে ? এবং ঋন দেওয়ার জন্য সরকারের কোন নীতি নির্দ্দেশিকা আছে কিনা ?

উত্তর

১) ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ সমস্ত দপ্তরের জন্য একসঙ্গে অর্থদপ্তরের ৪৩ নং ডিমাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত আছে। কর্মচারীদের সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থদপ্তর হইতে বিভিন্ন বিভাগে এই টাকা বিলি করা হইয়াছে। টাকার ৩১ শতাংশ উপজাতীদের জন্য এবং ১৬ শতাংশ তফসীলিভূক্ত জাতির আবেদনকারীদের জন্য সংরক্ষিত।

২) বিভাগগুলি দরখাস্তের ভিত্তিতে কর্মচারীদের মধ্যে দরখাস্তের সিনিয়রিটি অনুযায়ী (1st came 1st Served Basis-এ) এবং ST/SC র জন্য নির্দ্দিষ্ট সংরক্ষন মেনে ঋন মঞ্জুর করে। ঋন দেওয়ার জন্য সরকারের নীতি নির্দ্দেশিকা আছে। অর্থদপ্তরের ৭-৭-৯৪ ইং তারিখের No. F.10 (39)-FIN(B)/74 সেহা ও প্রযোজ্য। মোটর সাইকেল, স্কুটার-এর জন্য ১৩ হাজার টাকা এবং সাইকেলের জন্য ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋন মঞ্জুর করা হয়।

Admitted Unstarred Question No. 90

Name of M, L, A :—Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state : -

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে রাজ্যে কয়টি পাকা রাস্তা ও কয়টি পাকা ব্রীজ নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের ছিল ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) ১৯৯৫-৯৬ ইং অর্থ বছরে আরও নূতন পাকা রাস্তা ও ব্রীজ তৈয়ারী করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

৩) যদি থাকে তবে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) উক্ত সময়ে ১৪০টি পাকা রাস্তা ও ২৮টি পাকা ব্রীজ নির্মান করার পরিকল্পনা ছিল। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য।

২) হ্যাঁ। তবে বিগত ১৯৯৩ সনে পর পর তিন তিনটি বন্যায় অনেক রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঐগুলি মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই অর্থের সংকুলান হলে উপরোক্ত নূতন রাস্তা ও সেতু নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে।

৩) উক্ত সময়ে প্রস্তাবিত নূতন পাকা রাস্তার সংখ্যা ১০১ টি এবং নূতন পাকা ব্রীজের সংখ্যা ৬৫ টি।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী "ক"

ক্রমিক নং	ডিভিশনের নাম	১নং প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৪-৯৫ প্রস্তাবিত পাকা রাস্তার সংখ্যা	১নং প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৪-৯৫ প্রস্তাবিত পাকা ব্রীজের সংখ্যা	৩নং প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৫-৯৬ প্রস্তাবিত নূতন পাকা রাস্তার সংখ্যা	৩নং প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৫-৯৬ প্রস্তাবিত নূতন ব্রীজের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	নির্বাহী বাস্তুকার কুমারঘাট ডিভিশন	৫টি	—	১০টি	—
২)	" " কাঞ্চনপুর ডিভিশন	৬ ,,	—	৭ ,,	—
৩)	" " কৈলাশহর ডিভিশন	৯ ,,	—	১১ ,,	—
৪)	" " আমবাসা ডিভিশন	৫ ,,	—	১০ ,,	১টি
৫)	" " নন্দান ডিভিশন	৭ ,,		১৪ ,,	১ ,,
৬)	" " সাউর্দান নং ১	১৬ ,,	—	১৩ ,,	৩ ,,
৭)	" " সাউর্দান নং ২	২০ ,,	—	১৮ ,,	১০ ,,
৮)	" " সাউর্দান নং ৩	৭ ,,	২টি	৫ ,,	৫ ,,
৯)	,, ,, অমরপুর ডিভিশন	৩ ,,	—	৩ ,,	৫ ,,
১০)	,, ,, আগরতলা নং ২	১৭ ,,	—	—	—
১১)	,, ,, আগরতলা নং ৪	২৯ ,,	১টি	—	—
১২)	,, ,, আগরতলা নং ১	১ ,,	১ ,,	—	—
১৩)	,, ,, তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	১৫ ,,	২৪ ,,	১০টি	৪০টি
মোট—		১৪০টি	২৮টি	১০১টি	৬৫টি

Admitted Unstarred question No. 92

Name of the Member :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কত টাকা ধরা ছিল? তার আলাদা আলাদা হিসাব?

২) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বিভিন্ন দপ্তরে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার বিভিন্ন দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব?

উত্তর

১) ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষের বাজেটের বরাদ্দ :— (Rupees in Crores)

	Budget Estimate	Revised Estimate
State Plan —	290 00	250 30
C S S/H.E C /etc—	152·89	124·28
Non-Plan — (including appropriation to Contingency Fund)	520 52	525 31
TOTAL :—	963·41	899 89

২) ২০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোন দপ্তরে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব করা খুবই দুঃসাধ্য। হিসাব করা হয় মাস ভিত্তিক। ফেব্রুয়ারী ২৮ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। তথ্য সংগ্রাহাধীন।

ANNEXURE—"D"

Admitted Postponed Starred Question No.—9

Name of M, L, A, :— Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য প্রতি বৎসর অনেক ফসলের জমি বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে,

ফলে ফসলের জমি কমে যাচ্ছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহলে সরকার এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ?

উত্তর

১) শহর ও বাজারের সন্নিকটে কিছু জায়গায় কৃষি জমি ঘর বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা সত্য।

২) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ইং-এর ২০ ধারায় বলা আছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে ফসলের জমি বাড়ী তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা যায়। উপরিউক্ত আইন যাতে ঠিক ঠিক মত প্রয়োগ করা হয় এরজন্য সকলকে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

Admitted postponed starred question No 31

Name of the M. L. A. :— Sri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

1. Name of the Junior/Primary schools that remain closed due to activities of the armed extermists in these areas.

2, Number of students and teacher involved in each of those schools.

3. Steps proposed to be taken to open those Pry /Jr. schools

Answer

1. 44 (forty four) schools under the administrative central of Autonomous District Council.

5. 51 (fifty-one) Nos teachers and 836 (eight hundred thirty six) Nos of students.

3, According to Autonomous District Council, the schools may be re-opened when normal situation congenial to the functioning of the schools is restored,

Admitted Postponed question No. 120

Name of Member :— Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the social welfare & social education Department be Pleased to state :—

QUESTION

১) রাজ্যে কয়টি এস. ই, সেণ্টার এবং আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) সেণ্টারের প্রয়োজনীয় স্থান নেই ?

ANSWER

১) রাজ্যে মোট ১২২৪ টি এস. ই, সেণ্টারের মধ্যে ৪২৫টি এস, ই, সেণ্টারের প্রয়োজনীয় স্থান নেই এবং মোট ২০৫৫টি আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) সেণ্টারের মধ্যে ৪৯৬টি আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) সেণ্টারের প্রয়োজনীয় স্থান নেই।

Admitted Postponed Starred Question No. 208

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত ১২ বছর ধরে সিধাই থানাধীন পশ্চিম তারানগর মৌজায় তুলাবাগান চৌমুহনীর ১০০০ (এক হাজার) ভূমিহীন পরিবার "Peerless Tea Estate"-এর জায়গায় অতি কষ্টে বসবাস করিতেছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এদের ঐ জায়গাতেই পুর্ণবাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Answer

১) তদন্তক্রমে দেখা যায় যে, বিগত ১৯৯১ ইং সন থেকে সিধাই থানাধীন তারানগর মৌজায় পূর্বতন "Peerless Tea Estate"-এর ৫০.১৮ একর ভূমিতে মোট ১০৮টি পরিবার দখল করে আছে। যাহা বর্তমান জরীপের ৩৭১৬, ৩৭৪১, ৩৭৪২

এবং ৩৭৪৩ দাগের জরিপী ভূমি। উক্ত ভূমি খাজনার দায়ে ২৬/৮৬ নম্বর সংশিত মামলা মূলে সরকারের খাস দখলে আসে। পূর্বতন চা বাগান কর্তৃপক্ষ উক্ত সংশিত মামলার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেছেন এবং মামলাটি বিচারাধীন আছে। মামলাটি নিষ্পত্তি সাপেক্ষে আইনতঃ জমিটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

২) মামলা নিষ্পত্তির পর আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এলটমেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বন্দোবস্তের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

Admitted Postponed Unstarred Question No. 272.

Name of M. L A. :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সদরের দারোগামূড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের Noon-Section-এ একমাত্র একজন শিক্ষক এবং একজন Class-IV Employee গত পাঁচ মাস যাবৎ স্কুল চালাচ্ছে ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারন কি? এবং

৩) এর প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) দুস্কৃতিকারী কর্তৃক দারোগামূড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপহরনের ঘটনায় উক্ত স্কুলের শিক্ষক মহলে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মীরা বিদ্যালয়ে যেতে সাহস করেননি। তারপর উক্ত অচলাবস্থা নিরসন কল্পে সদর এস, ডি, ও, এবং উপ-শিক্ষা অধিকর্তার নেতৃত্বে শিক্ষকবৃন্দ ও এলাকাবাসীদের মধ্যে আলোচনার পর কিছুদিন বিদ্যালয়ের কাজ চলতে থাকে কিন্তু হঠাৎ একদিন দুস্কৃতিকারীদের বিদ্যালয়ে পুনরায় আগমন এবং সদর এস, ডি, ও, উপশিক্ষা অধিকর্তা ও এলাকাবাসীগন কতৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দুস্কৃতিকারীরা নাকচ করে দেওয়ার পর থেকে শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারীগন বিদ্যালয়ে আর যাচ্ছেন না।

৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী এবং এলাকাবাসীদের মধ্যে আলোচনা ক্রমে যাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয় তার চেষ্টা চলছে।

(Question & Answers)

Admitted Postponed Question No 45

Name of the Member :— Shri Pabitra kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be please to state. :—

QUESTION

১। গত ৫ বছরে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে বিকলাঙ্গদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল কি না ?

২। হয়ে থাকলে কোন দপ্তরে কত ? (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৩। বর্তমানে কোন দপ্তরে কয়টি পদ বিকলাঙ্গদের জন্য খালি আছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নেদেওয়া গেল।

দপ্তরের নাম :	চাকুরীতে নিয়োগ :
১। অধিকর্তা বিচার বিভাগ, পশ্চিম ত্রিপুরা। :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
২। জেলা শাসক অফিস, পশ্চিম ত্রিপুরা। :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
৩। স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা। :—	গ্রুপ সি = ১ জন।
	গ্রুপ ডি = ৭ জন।

৪।	খাদ্য ও পরিবহন দপ্তর। :-	গ্রুপ সি = ১জন। গ্রুপ ডি ১ জন।
৫।	জেলা শাসক, দক্ষিন ত্রিপুরা। :—	গ্রুপ সি = ৪ জন।
৬।	অধিকর্তা, পশুপালন দপ্তর। :—	গ্রুপ সি = ২ জন। গ্রুপ ডি = ১ জন।
৭।	ওজন ও পরিমাপ দপ্তর :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
৮।	মুখ্য অধিকর্তা, বনবিভাগ :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
৯।	Director General of Police, :—	গ্রুপ সি = ১ জন।
১০।	Dist. Rural Development Agency, (6) Tripura, Udaipur ;—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
১১।	অধিকর্তা, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর :—	গ্রুপ সি = ২ জন। গ্রুপ ডি = ৩ জন।
১২।	Tribal Rehabilitation in plantation and P.G.P :—	গ্রুপ সি = ১ জন।
১৩।	Tripura Public service Commission :-	গ্রুপ সি = ১ জন।
১৪।	অধিকর্তা, কৃষি বিভাগ :—	গ্রুপ সি = ২ জন।
১৫।	অধিকর্তা, সিভিল ডিফেন্স :—	গ্রুপ সি = ১ জন। গ্রুপ ডি = ১ জন।
১৬।	অধিকর্তা, জরীপ বিভাগ :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
১৭।	Collector of Exscise (South) :—	গ্রুপ সি = ১ জন।
১৮।	সড়ক পরিবহন নিগম, ত্রিপুরা :—	গ্রুপ ডি = ১ জন।
১৯।	মুখ্য বাস্তুকার (ইলেকট্রিক) ;—	গ্রুপ সি = ৬ জন। গ্রুপ ডি = ৩ জন।
২০।	অধিকর্তা, বিদ্যালয় শিক্ষা, ত্রিপুরা :—	গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ৫০ জন।

২১। Director Sports & youth Programme :— গ্রুপ সি = ১ জন।
২২। Employment Services Manpower Planning :— গ্রুপ সি = ১ জন।
২৩। Tripura Khadi and Village Industries Board :— গ্রুপ সি = ৩ জন।
২৪। অধিকর্তা সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর :— গ্রুপ সি = ৪ জন।
২৫। Tripura Handloom Handicrafts
Development Corporatioin Ltd :— গ্রুপ সি = ৩ জন।

৩। হ্যাঁ খালি আছে।

দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

দপ্তরের নাম	কত পদ খালি আছে।
১। পূর্তদপ্তর প: ত্রিপুরা :—	৬টি পদ খালি আছে।
২। Director, I. C. A. T. :—	২টি পদ খালি আছে।
৩। Small Savings Group Insurance :—	১টি পদ খালি আছে।
৪। Tribal Rehabilitation in Plantation & P. G.P. :—	১টি পদ খালি আছে।
৫। অধিকর্তা উচ্চ শিক্ষা :—	৫টি পদ খালি আছে।
৬। মুখ্যবাস্তুকার (ইলেক) :—	১৬টি পদ খালি আছে।
৭। Directer School Education Tripura :—	২৮টি পদ খালি আছে।
৮। Dist. Register Kailashahar :—	১টি পদ খালি আছে।
৯। Director Sports & youth Programme :—	৭টি পদ খালি আছে।
১০। Dircetor of Industries :—	৩টি পদ খালি আছে।
১১। D. M. (N) Kailashahar :—	৪টি পদ খালি আছে।
১২। Service and appointment Deptt. Agt. :—	১টি পদ খালি আছে।

পরিপূরক তথ্য

মোট ৭১টি দপ্তর হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। তৎমধ্যে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিম্নলিখিত দপ্তরগুলিতে বিকলাঙ্গদের কোন পদেই চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় নাই।

১। পূর্তদপ্তর পশ্চিম ত্রিপুরা ।
২। Small Seving. Group Insurance.
৩। Director, Higher Education
৪। অধিকর্তা, শ্রম বিভাগ।
৫। Dist. Session Judge. Kailashahar.
৬। Project Director, D.R.D.A. Agartala,
৭। আইন বিভাগ ।
৮। Dist. Register, Udaipur ,
৯। Dist. Session Judge, Udaipur.
১০। Dist, Sub-Register, Agartala,
১১। Chief Minister Secretariat.
১২। Tripura State Tribal Cultural Research Institute & Museum,
১৩। সচিব, আয়কর বিভাগ।
১৪। অধিকর্তা, উপজাতি কল্যান বিভাগ।
১৫। State Social Welfare Advisory Board.
১৬। Vigilance Organisation.
১৭। Relief Rehabilitation Deptt.
১৮। Director, Fire Service.
১৯। Prison Directorate.
২০। Director, Printing & Stationery,
২১। Directorate of Planning.
২২। Municipality, Agartala,
২৩। I.R.D.P. Cell.

২৪। Tripura Sch. Caste Co-operative Development corporation Ltd, Agartala,

২৫। Transport Deptt.

২৬। Tripura Jutemills,

২৭। Deptt, of science, Technology & Environment, Agartala,

২৮। Election Deptt,

২৯। Rajya Sainik Board, Tripura, Agt.

৩০। Project Director, DRDA (N) kailashahar.

৩১। Evaluation Organisation.

৩২। Department of Inquiries, Agartala.

৩৩। Dist. Register, Kailashahar.

৩৪। Register, co-operative Societies.

৩৫। Directorate of panchayet.

৩৬। Tripura Industrial Dev. corporation Limited.

৩৭। Director of Welfare of Sc. & OBC.

৩৮। Collector of Excise, (West)

৩৯। Director of Fisheries,

৪০। Directorate of Industries.

৪১। Collector of Excise (N) Kailashahar,

৪২। D.M & Collector, (N), Kailashahar,

৪৩। Service and Appointment Department.

এবং যে সমস্ত দপ্তরে বিকলাঙ্গদের জন্য কোন পদ বর্তমানে খালি নাই তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল।

১। অধিকর্তা, বিচার বিভাগ, পঃ ত্রিপুরা।

২। জেলা শাসক, পঃ ত্রিপুরা।

৩। খাদ্য ও পরিবহন দপ্তর।

৪। স্বাস্থ্য অধিকর্তা, ত্রিপুরা।

৫। জেলা শাসক দঃ ত্রিপুরা।

৬। অধিকর্তা, পশুপালন দপ্তর।

৭। ওজন ও পরিমাপ দপ্তর।

৮। মূখ্য অধিকর্তা, বনবিভাগ।

৯। Director General of police.

১০। Dist, Rural Development Agency, Udaipur.

১১। Tripura public Service Commission.

১২। অধিকর্তা, কৃষি বিভাগ।

১৩। অধিকর্তা, শ্রম বিভাগ।

১৪। Dist, Session Judge, Kailashahar.

১৫। Project Director. DRDA, Agartala,

১৭। আইন বিভাগ।

১৬। জেলা রেজিষ্টার, উদয়পুর।

১৮। Dist. Session Judge, Udaipur.

১৯। Dist. Sub-Register, Agartala.

২০। মূখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়।

২১। Tripura State Tribal Cultural Research Institute & Museum.

২২। অধিকর্তা, জরীপ বিভাগ।

২৩। সচিব, আয়কর বিভাগ।

২৪। অধিকর্তা, উপজাতি কল্যান বিভাগ।

২৫। State Social Welfare Advisory Board.

২৬। Collector of Excise (South)

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২৭। Vigilance Organisation.

২৮। Relief Rehabilitarion.

২৯। সড়ক পরিবহন নিগম; ত্রিপুরা।

৩০। Director Fire Service.

৩১। Prison Directorate.

৩২। Director Printing & Stationery.

৩৩। Directorate of Planning.

৩৪ Municipality Agartala.

৩৫ I. R. D. P. Cell.

৩৬। Tripura Schedule Caste Co-operative Dev. Corporation L d. Agarta'a.

৩৭ Transport Department.

৩৮। Tripura Jutemills.

৩৯। Department of Science, Technology & Environment.

৪০। Election Department.

৪১। Rajya Sainik Board, Tripura, Agt.

৪২। Project Director, DRDA, (N).

৪৩। Evaluation Organisation.

৪৪। Department of Inquiries, Agt.

৪৫। Register Co-operative Societies.

৪৬ Directorate of Panchayet.

৪৭। Employment Services Manpower Planning.

৪৮। Tripura Khadi & Village Industries.

৪৯। Tripura Industrial Dev, Corporation Limited.

৫০। Director of Welfare of S. C. & OBC.

৫১। Collector of Excise, (West).

৫২। Director of Social Welfare & Social Edn.

৫৩। Director of Fisheries.

৫৪। Tripura Handloom Handicraft Dev. Corporation Limited.

৫৫। Collector of Excise (North).

৫৬। Service and Appointment Department.

Postponed Un-starred Question No. 71

Name of the Member :— Sri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। রাজ্যে কতগুলি খাস জলাশয় আংশিক বা পূর্ণ বেদখল অবস্থায় আছে? (জলাশয়ের নাম সহ)।

এবং

২। উক্ত জলাশয়গুলি বেদখল মুক্ত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department ;— Revenue Minister. (Shri Samar Choudhury).

১। রাজ্যে মোট ১২টি খাস জলাশয় আংশিক এবং ৩৫৪টি খাস জলাশয় পূর্ণ বেদখল অবস্থায় আছে। (অধিকাংশ জলাশয়েরই কোন নাম নাই)।

এবং

২। উক্ত জলাশয়গুলি বেদখল মুক্ত করার জন্য আইনানুগ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হইতেছে।

—0—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met at 11-00 A. M. in the Assembly House, Agartala on Tuesday, 21st March, 1995,

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Thriteen Ministers and Fourty Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্য সুচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩। রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশচন নং ৩।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ১৯৯৩—৯৬ ইং বর্ষে জে০ আর. ওয়াই ও আর. এম. এন. পি প্রকল্পে রাজ্যে কত টাকা অব্যয়িত রয়ে গিয়েছিল, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) জে আর ওয়াই এ ১৯৯৩-৯৪ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ৩০৯.২৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী আসায় এবং পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুর ব্লক অগ্নি-বিধ্বস্ত হওয়ায় জে. আর ওয়াই এর ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা অব্যতি থেকে যায়। আর এম এন ই তে অব্যয়িত অর্থ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই জে. আর. ওয়াই প্রকল্পে সেখানে কি করে এত টাকা অব্যয়িত রয়ে গেল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, জে. আর. ওয়াই প্রকল্পে যে ইনস্টলমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসে লাস্ট ইনস্টলমেন্ট মার্চ মাসের শেষ দিকে আসে এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে মোহনপুরের ব্লক আফিসটি তখন দুষ্কৃতকারীরা পুড়িয়ে দেয় যার ফলে সামান্য টাকা আমরা খরচ করতে পারি নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুদন দাস।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ২০। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২০।

—ঃ প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য জোট সরকারের আমলে বহু ল্যাণ্ড এলটমেন্ট বাতিল করা হয়েছিল ?

২) যদি সত্য হয় মোট কতজনের ল্যাণ্ড এলটমেন্ট বাতিল করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩) বর্তমান সরকার ল্যাণ্ড এলটমেন্ট দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

—: উত্তর :—

১) হ্যাঁ।

২) পশ্চিম ত্রিপুরা	— সদর	২৮৫	টি
	সোনামুড়া	— ৮২	টি
	খোয়াই	৪৮	টি।
দক্ষিন ত্রিপুরা	— অমরপুর	-- ৯৫৮	টি
	বিলোনীয়া	— ১৫৭	টি।
মোট		১৫৩০	টি।

৩) রাজ্যের আর. এফ বহির্ভূত সকল জমি এলটমেন্ট দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করে প্রতি তহশীলে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য মহকুমা এবং জিলা স্তরের অফিসারগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। বনে আবৃত জমি পি. এফ এর আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে এলটমেন্ট দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পূর্বে কেবল মাত্র মহকুমা ভিত্তিতে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট কমিটির সাহায্য নিয়ে মহকুমা শাসক ল্যাণ্ড এলটমেন্ট দিতেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ব্লকস্তরে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের অন্তভুক্ত করে এলটমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্ব স্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার এলটমেন্ট প্রস্তাবগুলি এই সকল কমিটির সুপারিশ মতে মহকুমা শাসক এলটমেন্ট প্রদান করিবেন। পুনঃ জরীপের কাজে সেটেলমেন্ট হল্কা ক্যাম্পের কর্মসূচীতে অন্তভুক্ত এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত-এর প্রস্তাব নিয়ে ব্লক স্তরের এলটমেন্ট কমিটিতে প্রেরিত হবে। সাব ডিভিশন্যাল অফিসার কিংবা সেটলমেন্ট অফিসার এ কমিটিতে সুপারিশ মতে এলটমেন্ট প্রদান করবেন।

এ. ডি. সি. এলাকায় ব্লক স্তরে বি. এ. সি. সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে এলটমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সকল এলটমেন্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ. ডি. সি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এস. ডি. ও., এস. ও বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করবেন।

শ্রীসুদন দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে বাম ফ্রন্টের দেওয়া এলটমেন্ট অনেক বাতিল করা হয়েছে যারা বামপন্থী হিসাবে পরিচিত এটা ঠিক কিনা যাদের এলটমেন্ট রাজনৈতিক কারণে বাতিল করা হয়েছে সরকার তাদের এ্যালটমেন্ট দেবার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবেন কিনা ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এই পর্যন্ত কোন এলট-মেন্ট হয়েছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, রাজনৈতিক কারণে বাতিল করা হয়েছে তা ঠিক নাও হতে পারে। তবে যদি রাজনৈতিক কারণে বাতিল হয়, তাহলে নতুন করে এলটমেন্ট দেবার সময় তা দেখা হবে। এলটমেন্ট নিশ্চয়ই হচ্ছে। স্যার, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। জোট সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, সমগ্র নতুন এলটমেন্ট প্রাপ্ত ভূমিহীন জুমিয়াদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া। আই. এফ. এর বাইরে খাস জমি অঘোষিত পি. এফ. জারী করে রেখেছেন! এটা কোন কেবিনেটের সিদ্ধান্ত নয়, সরকারী সিদ্ধান্ত নয়। ফরেষ্টের নোটিফিকেশন দিয়ে জমি আটকে রেখেছেন। বামফ্রন্ট যাদের এলটমেন্ট দিয়েছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছিল তা খারিজ হয়ে যাবে। এলটমেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না কিংবা সত্ব বা অধিকার পাবেন না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এলটমেন্ট দিতে গিয়ে বার বার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জোট আমলে সরকারী রেভিনিউ অফিসারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অঘোষিত পি. এফ. জমিতে এলটমেন্ট দিলে অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে; এমন কি, ১৫ দিনের জেল পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এই সব কারণে অফিসাররা ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। এই সব কারণে কিছুটা দেরী হয়েছে। আর দেরী হয়েছে পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচন এবং নির্ব্বাচনের পর ব্লক লেভেলে যে সব এলটমেন্ট কমিটি নির্বাচন হয়েছে তার জন্য উদ্যোগ নিতে দেরী হয়েছে।

শ্রী সুধন দাস :— স্যার, রাজ্যের জমির একটি ভাল অংশ পি. এফ. ঘোষণা করে রাখায় এলটমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের ভূমিহীন জুমিয়াদের কথা বিবেচনা না করে ঐ পি. এফ. ল্যাণ্ডকে খাস ঘোষণা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এই একই সমস্যা সম্পর্কে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত বিস্তৃত বলব। সরকারের সবটা বিবেচনায় আছে।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলোটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে সেই প্রশ্নের সঙ্গে এতখানি তথ্য সংগ্রহ করে আনা হয় নি তাই ঠিক এই মুহুর্ত্তে সেই ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর এই তথ্য জানা আছে কিনা যে ১৯৯২ সনে ১,৫০০ একর জমি রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল সেগুলি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলি আর. এফ. থেকে পুনর্ব্বাসনের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে এই তথ্য আছে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, না, এই তথ্য নেই বরং আর. এফের মধ্যে যারা ই. জি. পি স্কীমে ছিল তাদের জোট সরকার উচ্ছেদ করে দিয়েছেন। সমস্ত বন যে গাছগুলি তারা লাগিয়েছিল সেখান থেকেও তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। স্যার, তদন্ত করে দেখব।

শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজনকে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য নেই। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে এলটমেন্ট কমিটি বানিয়েছেন যেখানে ভূমি এলটমেন্টের জন্য প্রেয়ার করা হয়, ল্যাণ্ডের জন্য প্রেয়ার করা হয় এই রকম কত দরখাস্ত এলটমেন্ট ল্যাণ্ডের জন্য জমা পড়েছে অদ্যাবধি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে। কারন বিভিন্ন জায়গায় জমি বন্দোবস্ত চলছে সেখানে কিছু দরখাস্ত পড়েছে আর এদিকে এস. ডি. ও-র কাছেও কিছু দরখাস্ত পড়েছে। সমগ্র এ. ডি. সি এলাকার মধ্যে এসডিও-র

কাছে দরখাস্ত করার পর কয়েক হাজার দরখাস্ত এ• ডি• সির অনুমোদনের জন্য পড়ে আছে এখন পর্য্যন্ত অনুমোদন পায় নি। কাজেই এইগুলির সমস্ত তথ্য এক জায়গায় সংগ্রহ করে আনতে সময় লাগবে। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিট্টেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

—: প্রশ্ন :—

১) বর্ত্তমান বৎসরে সারা রাজ্যে কি পরিমান আই, আর• ডি• পি ঋণ দেওয়া হবে এবং
২) কোন কোন ব্যাংক এই ঋণ দিতে উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

—: উত্তর ঃ—

১) বর্ত্তমান বৎসরে ২০,০০০ পরিবারকে আই• আর• ডি• পিতে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে।
২) ইউ. বি. আই, এস. বি. আই. টি• এস• সি• বি, টি• জি• বি, ইউই কো ব্যাংক এবং সেন্ট্রাল ব্যাংক অব, ইণ্ডিয়া এই ঋন দিতে উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ব্যাংকগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি যারা বেনিফিসিয়ারি তাদের এককালীন টাকা দেয় না, একটা কিস্তি দিয়েই তিন, চার মাস পরে আবার কিস্তি দেয়। এবার তারা এককালীন টাকা পাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ফেব্রুয়ারী ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে ১০,৯৬৮ জন বেনিফিসিয়ারী ব্যাংক থেকে টাকা পেয়েছেন এবং

বাকীগুলি প্রসেসে আছে সে ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক এককালীন টাকা দিচ্ছেন না বা কিস্তি করে দিচ্ছেন সে ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা (মাণ্ডার বাড়ী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন এই বছর ২০ হাজার পরিবারকে আই, আর, ডি, পির আওতায় আনা হবে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে যে এই রাজ্যের পারসেন্ট এরিয়া ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংকের আওতাধীন। এখানে এই ২০ হাজারের মধ্যে গ্রামীন ব্যাংকের অপারেশন এলাকার মধ্যে কত ঋণ দেওয়া হবে।

এখন আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যেমন ধরুন ইউ, বি, আই এর আণ্ডারে একটা গ্রাম বা ২ টা ৩ টা গ্রামের মধ্যে ৫০ টা ৬০ টা আই, আর, ডি, পি লোন দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামীন ব্যাংকের এরিয়া অফ অপারেশন এর মধ্যে তারা ব্যাংকগুলি বলে আমরা ৪ টার বেশী দিতে পারব না। যারফলে গ্রামে যারা দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। এটা যদি পরিস্কার করে বলেন গ্রামীন ব্যাংকের আওতায় কত আই, আর, ডি, পি দেওয়া হবে এবং গ্রামীন ব্যাংকগুলির আওতায় যে ব্যাংকগুলি আছে তারা যাতে দায়িত্ব নিয়ে এই আই, আর, ডি, পি দেয় তার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, গ্রামীন ব্যাংক কয়টা কেইস দেখে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এইটুকু মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলতে পারি গ্রামীন ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ থাকায় স্টেট লেবেল কো-অর্ডিনেশান কমিটির মিটিং-এ আই আর, ডি, পির সমস্ত কেইজগুলি ভাগ করা হয়। সেই জায়গাতে গ্রামীন ব্যাংকের উপর অল্প দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যতদিন পর্য্যন্ত তাদের ফিনান্‌শিয়েল পজিশান ভাল হয়। সেইক্ষেত্রে তারা যদি ফেইল করেন এস, এল, সি, সির মিটি-এ বসে সেটাকে রিভিউ করে তার অপারেশন এরিয়ার মধ্যে অন্যান্য ব্যাংককেও সেই দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রী আনন্দ মোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি যে অন্য সাব ডিভিশানে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমার জানা

নেই তবে গণ্ডাছড়াতে টি, জি, বি ৪ টা ব্যাংক আছে। সেই রইস্যাবাড়ী ৮০ টা কেইস আছে শুধু আই, আর, ডি, পির ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে জনগণকে হয়রানি করা হচ্ছে। শুধু হয়রানি নয় গত ১৯.২.৯৫ ইং তারিখে রইস্যাবাড়ী আমি গিয়ে সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সেখানে বি, ডি ওর রেকমেণ্ড ছাড়া, জনপ্রতিনিধির রিকমেণ্ড এ হবে না এইভাবে নানা অজুহাত দেখিয়েছেন। পুনর্বাসনের জন্য ৫০ টা পরিবার বোয়ালখালিতে নানা অজুহাত দেখিয়ে জনগণকে হয়রানি করা হচ্ছে। জনগণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন এইভাবে যে জনগণকে হয়রানি করা হচ্ছে তার যেন একটা সুরাহা করেন।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, যে ১০ হাজার ৯৬৮ টি পরিবারকে ইতিমধ্যেই ঋন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ২ হাজার ৪৬২ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৪ হাজার ৪২৩ টা এবং দক্ষিন ত্রিপুরায় ৪ হাজার ৮৩ টা কেইস দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য গণ্ডছড়া মহকুমা সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছেন এটার ব্যাপারে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। কারন গণ্ডাছরা একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল। গ্রামীন ব্যাংকের সেখানে ৪ টি শাখা হয়েছে। তাদের পারফরমেন্স সম্পর্কেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সেখানকার মানুষকে যে হয়রানি করা হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেব।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজেও গণ্ডাছড়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এখানে গ্রামীন ব্যাংকের যে শাখাগুলি ছিল, সেটা ছাড়া স্টেট ব্যাংক, ইউ, বি, আই ব্যাংকগুলি ছিল উনারাও উতনদের শাখা সেখান থেকে গুটিয়ে আমবাসাতে এসেছে। গ্রামীন ব্যাংকও ঋণ দিচ্ছে না. সেই সংঙ্গে অন্যান্য জাতীয় ব্যাংকগুলিও সেখানে নেই। এই অবস্থায় সেই এলাকার কথা চিন্তা করে মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন জাতীয় ব্যাংকগুলিও যে গুটিয়ে নিয়ে এসেছ সেই ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন কি।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে, হয়রানী তাদের ভোগ

করতে হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দশ হাজার সামথিং ইতিমধ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, বাকীগুলি না দেওয়ার পেছনে কি কারণ আছে সেটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করলেও এক কথায় বলা যায় যে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে বি পি এল যে সার্ভে হয়েছে দরিদ্র সীমার নীচে যারা বাস করছে তাদেরকে আই, আর, ডি, পি ঋন দেওয়া হবে। ব্যাংক যখন কেস ক্রেডিট ক্যাম্প করছে সেখানে বেনিফিসারীদের ঘরে যাচ্ছে, পঞ্চায়েত থেকে সিলেকশান করে দেওয়া যায়! তাদের ঘরে যদি একটা ষ্টিলের একটা চেয়ারও থাকে, বিয়েতে পাওয়া একটা টি ভিও থাকে তাহলে তাকে দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন না বলে তাদের সমস্ত কেইস বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে এবং এইভাবে করে ফিফটি পারসেণ্ট কেইসকে বাতিল করে দিচ্ছে ব্যাংক। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং জানলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঠিক এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি বলেছি ১৭ ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ২০ হাজার টারগেট আমাদের এ বছরের জন্য ছিল। তারমধ্যে ১৭ ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের ১৯ হাজার ৭১৬ টি কেইস বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে পাঠানো হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই, যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই ব্লকের এস বি আই প্রথম যখন টারগেট নেয় তখন তাদের টারগেট ছিল ৭০ এবং তার জয়েন্ট সার্ভে হয়েছে। পঞ্চায়েত গুলির কাছে রিকমেনডেশান গেছে, পঞ্চায়েত প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, পরবর্তী সময়ে তারা এসে বলেছে যে না ২৮ জনের বেশী দেওয়া যাবে না। স্যার, টারগেট ঠিক করা হল, টারগেট গেলে ব্লকে সেখান থেকে ঠিক করে দেওয়া হল, ব্যাংক সহ সার্ভে করা হল, পঞ্চায়েতগুলি বেনিফিসারীর লিষ্টের ফাইন্যাল করেছেন। আর এখন বলছেন যে ২৮ জনের টা করতে হবে বাকী গুলি করা হবে না, এটা করাতে স্যার, পঞ্চায়েতগুলি এখন মস্ত বড় একটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য সংগ্রহ করে

দেখবেন কিনা যে, ব্যাংক পূর্ণ টারগেট থেকে সরে এসেছেন কিনা এবং সরে যদি এসে থাকেন তাহলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মন্ত্রী :— স্যার; আমরা খোঁজ নেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য।

শ্রীভুদেব ভট্টাচার্য্য (ফটিকরায়) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০১ .

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১০১ .

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) গত এপ্রিল ১৯৯৩ ইং হইতে ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং পর্য্যন্ত মোট কতটি মার্কটু টিউব ওয়েল সারা রাজ্যে বসানো হয়েছে তন্মধ্যে কতটি বর্তমানে চালু আছে এবং মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২) ইহা কি সত্য যে মার্কটু কলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাইপ, ওয়াসার, বাকেট, হেণ্ডেল অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল।

৩) সত্য হইলে উন্নত মানের এসব জিনিষ পত্র ক্রয় করার কোন উদ্যোগ দপ্তর নিয়েছেন কিনা।

—ঃ উত্তর ঃ—

১) এপ্রিল ৯৩ ইং থেকে ডিসেম্বর ৯৪ ইং পর্য্যন্ত ৯০০ টি মার্কটু বসানো হয়েছে। বর্তমানে চালু মার্কটু টিউব ওয়েলের মধ্যে কোন গুলি ঐ সময়ে করা টিউব ওয়েল তার হিসাব আলাদাভাবে রাখা হয়না। মোট ৭,০০১ টি মার্কটু টিউব ওয়েলের মধ্যে ৬,৩৮১টি চালু রয়েছে।

মার্কটু টীউব ওয়েল বসানোর জন্য যে খরচ হয়েছে তার পৃথক তথ্য রাখা হয়না।

ঐ সময়ে আর ডব্লিও এস স্কীমে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে মোট খরচ হয়েছে ৯১৭.২৪৮ লক্ষ্য টাকা। (২) এই ধরনের তথ্য দপ্তরে নেই। (৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যেসব বাকেট ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ-এর সব তথ্য এখানে নেই। স্যার, কুমারঘাট আর ডি ডিভিশনে প্রচুর পাইপ ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এখনও পরে আছে, যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং কুমারঘাট ব্লক এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় যে সব পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিও ফেটে গিয়েছে এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঠিক এই ধরনের সঠিক তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে এই ব্যাপারে সমগ্র ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এগ্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার আর, ডি, ডিভিসন, ওয়েস্ট ত্রিপুরা, সংগ্রহ করে থাকেন। সেখানে ডি, জি, এস, এন, ডি, কমিটির অনুমোদিত দরে উৎপাদকদের নিকট থেকে সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। এবং এই ধরনের সামগ্রী ক্ষেত্রে সামগ্রীর গুণগত মান ডি, জি, এস, এন ডির তত্ত্বাবধানেই পরীক্ষা করানো হয়। এছাড়া দরপত্রের মাধ্যমে পারচেজ, কমিটির অনুমোদনক্রমেও এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যাপারে পাবলিক হেল্‌থ এঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পারেচেজ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমস্ত সামগ্রীগুলি তারাই যাচাই করে থাকেন। আর এই সময়ের মধ্যে অনুন্নত মানের সামগ্রী সংগ্রহের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী ভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যেগুলি বন্ধ রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে কুমারঘাট ব্লকে ১৫ থেকে ২০ টি মর্ক টিউবওয়েল আয়রণের জন্য বন্ধ হয়ে আছে—এইগুলি পুনরায় যা'তে ব্যবহার করা যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সমস্ত বি, ডি, ও, দের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছি যে, আর, ডি, বিভাগের যে সকল মার্ক-২ টিউবওয়েল আছে

সেগুলির সাভিসিভিলিটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। শুধু টিউবওয়েল বসালেই হয় না. সেটা যেন পানীয় জল সরবরাহ করতে সক্ষম হয় সেটা দেখতে হবে এবং সেটা দেখে নিয়েই আমরা এটি চালু হয়েছে বলে ধরে নিই। কাজেই সেই দিক থেকে এখানে যে কিছু কিছু টিউবওয়েল অচল আছে বা লাল জল বের হয় - আয়রণমিশ্রিত জল বের হয়—সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় সদস্য কিছু বললে আমরা সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব -

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে ১৯৯৪-৯৫ ইং সার্বিক যে টার্গেট ছিল মার্ক-২ টিউবওয়েল বসানোর জন্য তারমধ্যে কতটি বসানো হয়েছে আর কতটি বাকি রয়েছে?

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—এই মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর জন্য যারা কাজ করেন আর. ই. ডি—আমি দক্ষিণ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে সেখানে একজন এগজিকিটিভ এঞ্জিনিয়ার আছেন তিনি ডুয়েল চার্জএ আছেন—এবং তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা দরকার তা নেই। এটাকে অবিলম্বে শক্তিশালী করা হবে কি না?

শ্রীতপন চক্রবর্তী মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মুল প্রশ্ন ছিল ১৯৯৩—৯৪ সালের। কাজেই মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া যাবে।
তবে একটা কথা বলছি যে—এঞ্জিনিয়ারিং যে ডিভিসন রয়েছে আমাদের আর. ডি. এর সেটা অত্যন্ত দুর্বল। সেটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর ১৯৯৩—৯৪ ইং সনে কত টার্গেট ছিল এবং রাজনগর ও বগাফা ব্লকে কতটি মার্কটু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটার তো এইভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তো বলেছিলেন যে ৯২০টি

করার জন্য ধরা হয়েছে ১৯৯৩—৯৪ সালে। তাহলে কতটা টার্গেট ছিল এটা কি বলা উনার পক্ষে সম্ভব হয়নি স্যার ? আমি এটা ব্লকওয়াইজ চাইছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চানের মধ্যে যদি আমি প্রতিটি ব্লকওয়াইজ হিসেব দিতে যাই তাহলে সেটা আনূনেসারলি বড় হয়ে যায়। কাজেই সেটা আনস্টার্ড হতে পারে।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি না যে এইখান থেকে মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর জন্য ডিষ্ট্রিকট ওয়াইজ টেণ্ডার কল করা হয়। যারফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা মফস্বলে পঞ্চায়েত থেকে যে সব জায়গায় মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর জন্য এলাকা চিহ্নিত করে দেওয়া হয় সে সব এলাকায় গিয়ে এরা কাজ করে না আদৌ। তাদের সুবিধামত জায়গায় টাউনের কাছাকাছি যেসব মফস্বল সেখানে গিয়ে তারা কাজ করে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিরাট অংশে এখনো মার্ক-২ টিউবওয়েল বসানো (সিংকিং) করা সম্ভব হয়নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না এবং থাকলে ব্লকস্তরে এই মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর জন্য যারা প্রকৃত স্থানীয় মিস্ত্রি, তাদেরকে এই কাজ দেওয়ার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আমাদের এই এঞ্জিনিয়ারিং ডিভিসনটি অত্যন্ত দুর্ব্বল। এটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন। এবং একটা প্রস্তাব ও বিবেচনাধীন রয়েছে যে প্রতিটি ব্লক এলাকায় এই কাজগুলি ত্বরান্বিত যাতে করা যায় টেণ্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ব্লক এলাকায় যারা স্থানীয় প্রকৃত মেকানিকস্ তারা যা' তে কাজ পায় এবং কাজটি যাতে সহজেই ঠে আসে সেজন্য আমরা এই প্রস্তাব বিবেচনা করছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মার্ক-টুর জল সম্পর্কে নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং আমরা মিলে পশ্চিম জেলায় একটি মিটিং আলোচনা করেছি। সেখানে সবাই একই মতই পোষন করেন যে মার্কটুর জল ঠিকভাবে না পাওয়ার

ফলে সেখানে মার্কটু কোন কাজেই আসছে না। একটা মার্কটু করতে যে পরিমান টাকা লাগে সেটা দিয়ে দুইটি সেনিটরী ওয়েল এবং চারটি রিং ওয়েল করা যায়। কাজেই এই স্কীমটাকে সরকার নতুন করে কোন চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের এর কথা অনুসারে বুঝতে পারলাম যে নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকাতে মার্কটুর পরিবর্তে সেনিটরী ওয়েলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং এটা সারা রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা নয়। স্কীম যেটা আছে সেটাই চালু থাকবে। এখন পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ নতুনভাবে দায়িত্ব নিয়েছে। স্কীম সিলেকশন তারাই করবেন। রাজ্য সরকার শুধুমাত্র কোটার টার্গেট ঠিক করে দেবে। যেখানে যেটা সম্ভব সেখানে সেটাই করতে হবে মানুষকে জল দেওয়ার জন্য।

শ্রীঅ.মল মোহন রোয়াজা :— আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মার্কটুর কাজ করছেন পার্টিকুলার দুই থেকে তিন জন কনট্রাক্টর; শুধুমাত্র এই দুই তিন জন ব্যক্তি ঐ কাজগুলিতে বরাত পাওয়াতে কাজগুলি সময়মত হচ্ছে না—ফলে ভীষন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের। গ্রামে গঞ্জে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বর্তমান সরকার যেখানে সক্রিয় তখন কাজের ধীরগতির ফলে এলাকার মানুষজন পানীয় জল থেকে বঞ্চিতই রয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কাজগুলির অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন সেই কাজগুলি টেণ্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদারদের দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে আমাদের কিছু করার থাকে না কারন তারা টেণ্ডারে অংশগ্রহন করেই কাজ পেয়েছেন। কাজেই এখানে এক বা দুইজন ব্যক্তি ব্লকের সমস্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার কাজগুলি পেয়েছেন এবং এতে অসুবিধা কিছুটা হচ্ছেই।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে বর্তমান আর্থিক বছরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২৮৬টি মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর টার্গেট ছিল এবং এই ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ছিল ২৬,০০০,০০ টাকা করে মোট ৭,৪৩,০৬,০০০০০ টাকা। টেণ্ডারের নাম করে কতিপয় ব্যক্তি এই কাজগুলি

পাচ্ছেন। তারা কিছু মালপত্র ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে কিছু এখনও নেয় নাই। ফলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাকি সাংঘাতিক একটা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। ১০ শতাংশ কাজও এখনও হয় নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। টার্গেট অনুসারে কাজ হয় নি মাননীয় সদস্যের এই অভিযোগও ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রী প্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মার্ক-টু টিউবওয়েল সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এটা যেহেতু টেকনিক্যাল কাজকর্মের বিষয়, বিশেষ করে উপজাতি এলাকার মধ্যে যারা টেকনিক্যাল পার্সন আছে উনারা রীতিমত সেখানে যান না। কাজেই সেই সমস্ত উপজাতি দুর্গম এলাকায় যেসমস্ত মার্ক-টু টিউবওয়েল আছে সেগুলি সারাই করার জন্য বা নতুন বসানোর জন্য ব্লকের মাধ্যমে যারা বেকার আছেন সেখানে তাদেরকে ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কাজ করার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। স্থানীয় বেকারদের শিক্ষিত করে যাতে এই কাজের মধ্যে যুক্ত করা যায়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বলেছেন এই মার্কটু টিউবওয়েল ব্যয় বহুল কিনা ? এর উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের কাছে যেহেতু ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং উনারা যে কোটা পাচ্ছেন, সে কোটা থেকে কোথায় কোথায় হবে এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই ক্ষমতা দেওয়ার পর পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এই ব্যাপারে কয়টা মার্কটু টিউবওয়েল ডিস্ট্রিবিউটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- স্যার, এটা রিলিভেন্ট না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন সরকার।

শ্রীজীতেন সরকার (কেন্দ্রিয়ামুড়া) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা খুব সমস্যা, যেভাবে মার্কটু টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে, আমার মনে হয় এটা ইঞ্জিনীয়াররা করছেন। আমার মনে হয় এখানে কোথায়ও একটা ডিফেক্ট আছে। সেটা হচ্ছে মার্কটু টিউবওয়েল ইনস্টলেশন করার পরে টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট অকেজো হয়ে যায় এবং কয়েকদিন পরে এটা দেখা যায় ডিস-অর্ডার। আমি মনে করি এটা বসানোর জন্য সারা রাজ্যে একটা ওয়াটার সার্ভে হওয়া উচিৎ। এটা হচ্ছে যেখানে ইনস্টলেশনটা হয় এটা অনেক সময় বর্ষার সময় জলের লেবেলটা একটু উপরে থাকে। তারপরে যখন ড্রট আসে তখন সেটা নিচে নেমে যায়। প্রায় সময় দেখা যায় এই কারণগুলিতে অন্যান্য মেকানিক্যাল ডিফেক্টতো আছেই কিন্তু ওয়াটার নিচে পরে যায় এবং মার্কটু টিউবওয়েলে জল পাওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সাপ্লিমেন্টারী কি ?

শ্রীজীতেন সরকার :— আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, এই মার্ক টু টিউবওয়েলগুলি বসানোর আগে অন্তত পক্ষে একটা সার্ভে করে যেখানে যেখানে জল পাওয়া যায় এবং তার লিমিট কতটুকু নিচে গেলে, জলটা পাওয়া যাবে নিশ্চিত হবে। কাজেই এইভাবে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো উচিৎ বলে আমি মনে করি, এই ধরনের উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— সোজা কথা আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার লেবেলটা মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর আগে মাপা হবে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর সময় এটা নিশ্চয় মাপা হয় তা নাহলে জল উঠতই না। এবং মাননীয় সদস্য যে গুরুত্বপুর্ণ পরামর্শ দিয়েছে আমাদের কাজ করার সময় আমরা সেটা বিবেচনা করব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার,—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবু কি বলবেন ? মার্ক টু টিউবওয়েল সম্পর্কে অনেক হয়েছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যেখানে মার্ক–টু টিউবওয়েল বসানো যায়, জলের সুবিধা আছে, আর যেখানে নিচে পাথর আছে সেখানে মার্ক–টুর পরিবর্তে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি মূল প্রশ্নের জবাবে বলেছি পানীয় জলের জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্বচ্ছ। আমাদের ঘোষনা রয়েছে যে, আমরা মানুষকে পরিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে যেখানে পাইপ ওয়াটার দেওয়া সম্ভব সেখানে পাইপ ওয়াটার দেব যেখানে মার্ক-টু হবে সেখানে মার্ক-টু দেব আর যেখানে সেনেটারী ওয়েল হবে সেখানে সেখানে সেনেটারী ওয়েল দেওয়া হবে। আর যেখানে কিছুই হবে না সেখানে কাঁচা কূয়া যদি হয় মেকসিমাম নাম্বার কাঁচা কূয়া প্রতিটি গাঁও সভার মধ্যে করা হবে। এই ধরনের নির্দেশ আমাদের রয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। কাজেই দেখতে হবে যেখানে জলের রিসোর্স যা আছে সেটা আমরা সদ্ ব্যবহার করছি কি না, সেই দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বআরোপ দপ্তর থেকে দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই।
মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৪১।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৪১।

প্রশ্ন নং ১:— রাজ্যের খাদ্যের ঘাটতি পূরন করার লক্ষে আবাস জমির সুরক্ষার সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর :— ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ভূমি সংস্কার আইনের ২০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যে উদ্দেশ্য ভূমি ব্যবহার করা হয় তা হইতে কৃষি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কেউ ঐ ভূমি বা তহার অংশ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হলে তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এর নিকট অনুমতির প্রার্থনা করতে হইবে। কর্তৃপক্ষে আইন অনুযায়ী উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য বা অনুমোদ

করতে পারবেন। বিনা অনুমতিতে কেউ হীন উদ্দেশ্যে — এ ভূমির ব্যবহার করলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দায়ী ব্যক্তিকে এ ভুমিমূল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য নোটিশ দিতে পারবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে নির্মান কার্য, অপসারন, খনন বাড়তি কিংবা ঐ ভুমি মূল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন। আদেশ পালন না করিলে অনধিক ১০০ টাকা অর্থ দণ্ড করতে পারবেন। এবং এই অপরাধ ক্রমাগত চলতে থাকলে অপরাধীকে দৈনিক ৪(চার) টাকা পর্যান্ত অর্থ দণ্ড করতে পারবেন। তাহাছাড়াও নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নোটিশের মেয়াদের মধ্যে আদেশ মত কার্য্য না করলে কর্তৃপক্ষ নিজেই তদ্রূপ ব্যবস্থা করতে বা করাতে পারবেন। রাজ্যসরকার উপরিউক্ত আইনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন নং ২ :— ইহা কি সত্য যে প্রতি বৎসর বেআইনীভাবে রাজ্যের ফসলযোগ্য জমিতে বাড়ীঘর দালান বাগান ইত্যাদি করার ফলে উৎপাদনের পরিমান কমে গেছে ?

উত্তর :— এমন কোন তথ্য নেই।

প্রশ্ন নং ৩ :— সত্য হইলে এই বে-আইনি কাজের জন্য কত জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছি ?

উত্তর :— দক্ষিন জেলায় ১৩ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপরোক্ত আইন লঙ্ঘনের দায়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আইন লঙ্ঘনের কোন তথ্য নেই। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় উক্ত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন দক্ষিন ত্রিপুরায় ১৩ জন উত্তর বা পশ্চিম ত্রিপুরায় নেই। কাজেই তথ্যটা বর্তমান ও বাস্তবের সঙ্গে গড়মিল আছে বলে আমি মনে করি। কারন এটা খুবই সমস্যা, এখন যদি যায় রাস্তা দিয়ে, আগরতলা থেকে গাড়ী ছাড়লে তার দুদিকে দেখতে পাওয়া যায় দালানবাড়ী, বাড়ীঘর। এটা আগরতলা থেকে পূর্বদিকে যান আর পশ্চিমদিকে যান, যেই দিকেই যান তা দেখতে পাবেন। এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। কাজেই একদিকে ফসলের জমি আমরা দেখি কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেখছি যে এমনিতেই উৎপাদন করে এর মধ্যে ফসলের জমি এই সমস্ত কাজের জন্য কমে গেছে। সেই সমস্ত কিছুকে কন্টোল করার জন্য আরও কিছু ক্ষতিয়ে দেখে মাননীয় মন্ত্রী যে আইনের কথা এখানে বলেছেন সেটিকে আরও বলবত করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী)ঃ— স্যার, আমি বলেছি পশ্চিম ত্রিপুরার তথা সংগ্রাধীন

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৭০।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৭০ ।

—: প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা শহর এবং শহরতলীর কিছু এলাকাটিকে বস্তি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে ?

—: উত্তর :—

হ্যাঁ ইহা সত্য।

প্রশ্ন নং ২ :— যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন কোন এলাকা ?

উত্তর :— শিবনগর, দক্ষিন ধলেশ্বর, বিবেকনগর, সূর্য্য কলোনি, ধলেশ্বর, টাউন প্রতাপগড়, জগহরিমুড়া, উত্তর বনমালিপুর, সুকান্ত কলনি, বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগাড়-এর পার্শ্ববর্তী, নুতন যুবসংঘ স্কুলের বিপরীত এলাকা, বটতলা এবং শ্মশানঘাটের মধ্যবর্ত্তী এলাকা, পশ্চিম জয়নগর, ঋষি পল্লী এবং উত্তর অভয়নগর এবং ভাটি অভয়নগর-এর রায়পুর কালিকাপুর এবং রঞ্জিত নগর, মৌলাপাড়া, রিচার্ড বন, অভয়নগর দাস কলোনী জ্যোতির্ময় কলোনী, লেনিন কলোনী, ভট্টপুকুর, পশ্চিম প্রতাপগড়।

প্রশ্ন নং ৩ :— ঐ এলাকাগুলি উন্নতির জন্য কি কি উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর :— ঐ এলাকাগুলোর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সাধারনত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহন করা হইয়ে থাকে সময়ে সময়ে পাকা ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মান করা, রাস্তা, বিদ্যুৎকরনের কাজ করা, প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, বাড়ীর পারিপার্শিক জায়গার উন্নয়ন, পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সৌচাগার বা স্নানাগার এই ধরনের নির্মান হয়ে থাকে ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপপ্লিমেন্টারী স্যার, নগর উন্নয়ন প্রকল্পে মোট পয়সা খেলেম শেষ

দিকে বিশ্বব্যাংক থেকে ১০ কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ১০ কোটি টাকার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। জলের জন্য ৪ কোটি টাকা, রাস্তার জন্য ৪ কোটি টাকা. ড্রেইনের জন্য ২ কোটি টাকা; এই অর্থ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে কোন কোন অর্থের সংস্থান ঐ বস্তি বাসীদের উন্নয়নের জন্য পৃথক করে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ঐ ১০ কোটি টাকা আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য স্পেশাল গ্রাউণ্ডে পাওয়া গেছে। সেটাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, রাস্তা তৈরীর জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রয়প্রনালীর জন্য বা ড্রেইন পরিস্কার করার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ ছিল তাতে যে যে খাতে টাকা ধরা আছে সেই সমস্ত খাতেই টাকা ব্যয় করতে হবে। অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। নিদ্দিষ্ট তিনটি প্রকল্পের বাইরে খরচ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে প্ল্যান গ্রহন করা হয়েছে তুইটি ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান সেটি ঐ টাকা দিয়ে তো হবে না, আরো বেশী টাকা লাগবে। তা দিয়ে যদি কমপ্লিট হয় তা হলে বস্তি এলাকাতেও সরবরাহ করতে পারব। রাস্তাঘাট যেগুলি করা হয়েছে তাতে সব সংকুলান হয়নি আমাদের, সেগুলি হলে সেখানে আমরা বস্তি উন্নয়ন করতে পারব। আলাদা হিসাব নয়। রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে এই হিসাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল স্যার; এই গ্রামগুলি আমি যেখানে আইডিন্টিফাই করেছি. যারা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়. যারা বঞ্চিত মানুষ বস্তিতে বসবাস করে তাদের উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকা থেকে আলাদা ভাবে রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, ১০ কোটি টাকার মধ্যে তো আলাদা করে রাখার কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে মিউনিসিপালিটি যে বাজেট প্রভিশান আছে তার মধ্যে বস্তি উন্নয়নের টাকা আলাদাভাবে ধরা আছে। এবং সেই পরিমাম এবার যে আর্থিক বছর চলছে ৯৪—৯৫ তার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধকৃত আছে। রাস্তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা। বাড়ীর আশপাশে ড্রেইন ইত্যাদি করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য আছে। সেগুলি করা হচ্ছে। টিউবওয়েল এবং জলের টেপের জন্য ৫০

হাজার টাকা ধার্য্য ছিল। কমু্যনিটি লেট্রেইন এবং অন্যান্য খাতে ১৬ লক্ষ টাকা ধার্য্য ছিল।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বস্তিগুলিতে প্রায় ৫ হাজার লোক বাস করে। এদেরকে শিক্ষিত করে তুলার জন্য নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনি যা শিখেছেন ভুল শিখেছেন। ৫ হাজার নয়, বসতিবাসীর সংখ্যা ২৫ হাজার এবং তাদের উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলি আছে সেগুলি করা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অসত্য টেপ বাজিয়ে যাচ্ছেন। বি. কে. শর্মা, লেবার ডিরেকটার যিনি তিনি যে ১৯৯০ সালে স্ট্যাটিসটিক দিয়েছেন এটা বিশ্বাস করব না উনার কথা বিশ্বাস করব ? এই যে শ্লোগান আছে মোরা লিখব, মোরা শিখব, এই প্রকল্পে নিরক্ষর যারা আছে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলতে চাইছেন সেটা কি বলতে চাইছেন ? নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে ড্রাইভ নেওয়া হচ্ছে সেটা মিউনিসিপ্যালিটিতে আছে, স্টেট গভার্ণমেন্টেরও আছে সেগুলির কোনটা বলছে চাইছেন ? লিটারেসি ড্রাইভ এর স্কীম আছে এবং সেই স্কীম শহরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির আছে। দশজন করে বালান্টিয়ার সেই কাজ এলাকা ভাগ করে করছে। এই সব কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩৩০ আরবান ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান) ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩০।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী)ঃ— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩০।

—: প্রশ্ন :—

(১) আগরতলা পৌরসভা নির্ব্বাচনে বিলম্ব হওয়ার কারন কি এবং

(২) কবে নাগাদ নির্ব্বাচন হবে বলে আশা করা যায় ?

—: উত্তর :—

(১) কোন বিলম্ব হচ্ছে না। ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ও আনুসঙ্গিক নির্ব্বাচনী আইন প্রনয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহন করতে যেটুকু সময় অপরিহার্য্য তাই নেওয়া হচ্ছে।

(২) নির্ব্বাচনী আইন প্রণয়নের পর ও তৎসক্রান্ত অন্যান্য আইনে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহনের পরই আগরতলা পৌরসভার নির্ব্বাচন করা হবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, বিলম্ব হচ্ছে না। এটা সরকারী মতামত। আমরা এখানে দেখেছি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের বিরাট কর্মকাণ্ড হয়ে গেল। সরকার ক্ষমতায় এসছেন, ২ বছর হয়ে গেছে। এরমধ্যে পৌরসভা নির্ব্বাচনী আইন করা গেল না ? পঞ্চায়েত আইন করা সম্ভব হল ! আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এটা দপ্তরের গাফিলতির কারণে হয়েছে কিনা না অন্য কারণ আছে ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এখানে পৌরবাসীকে আশ্বাস দিতে পারবেন, কবে নাগাদ পৌর নির্ব্বাচন করা সম্ভবপর হবে ? আমরা জানি, এই সরকারের সদিচ্ছা আছে, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলছি, এই পৌরসভার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ২৬.১১.৯৪ ইং তারিখে। ২৬.১১.৯৪ থেকে এখন পর্য্যন্ত আর কতটুকু সময় অতিক্রম হয়েছে। মাননীয় সদস্য নিজেও আইনজীবি। নিশ্চয়ই তিনি জানেন, প্রতিটি নোটিফিকেশানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিতে হবে। পৌর এলাকায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ১) নির্ব্বাচনী আইন প্রণয়ন। ২) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ওয়ার্ড ভাগ ও ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন, ৩) তফসিলী জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। এই সব কাজের জন্য যতটুকু সময় দরকার সে সময়টুকু আমরা চাই আইনগত বিষয়ে। কারণ, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা

রাজ্যের গণতন্ত্রের গ্যারান্টি। আমরা দেখেছি এখানে আজকে যারা বিরোধী আসনে আছেন তাঁরা বিগতদিনে নির্বাচিত যারা পৌর প্রতিনিধি ছিলেন, তাদের ভেঙ্গে দিয়ে আর নির্বাচন করেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে এই পৌর নির্বাচনের জন্য আইন প্রনয়ন করছেন। যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচন ক'রে দেওয়া হবে। আমরা তখনই বলেছি পৌরসভার আইন গৃহীত হলে এটা করা হবে। গণতন্ত্র প্রসার করার লক্ষ্য আমাদের রয়েছে। তাই আমরা কাজ করে যাব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, বাজেট অধিবেশন চলছে, গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন এই অধিবেশনে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে হাউসের মধ্যে পাচ্ছি না এবং সরকারের কোন বক্তব্যও নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভার মধ্যে অবস্থান করছেন কিন্তু সেই জায়গায় হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা পাচ্ছি না। মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার উপস্থিত আছেন উনি আমাদের আশ্বস্ত করতে পারেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন উনি সেখানে অংশ গ্রহন করতে পারবেন না, ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না এবং এত সিড়ি বেয়ে উঠানামা করতে পারবেন না।

মিঃ চেয়ারম্যান :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন-গুলোর লিখিত উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ চেয়ারম্যান :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী মহোদয় একটি রেফারেন্সের নোটিশ এনেছেন সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নলিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২০শে মার্চ্চ, ১৯৯৫ইং আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত" বাঁচার অধিকার নেই ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে" আমি তো শহরের

উপজাতিদের বলি, অন্য বাড়ী—টারি দেখা আছে তো ? যে কোন সময় ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে কিন্তু" এ সংবাদ সম্পর্কে" ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৪ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৪ তারিখে বিবৃতি দেবেন। আজকের কার্যাসূচীতে ১ (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স পিরিয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ২০.৩.৯৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক দেববর্মা মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়-বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ১৪.৩.৯৫ইং তারিখে বাঞ্ছাপুর থানাধীন মিত্রজয় পাড়ায় টি, এস, আর, বাহিনী কর্তৃক ৩ (তিন) জন উপজাতি মহিলা ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— গত ১৫/৩/৯৫ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৫ ঘটিকায় পেচারথল থানা হইতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৯/৯৫নং মধীভুক্ত মোকদ্দমায় জড়িত দুষ্কৃতকারী খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের জন্য মিত্রজয় পাড়ায় তল্লাসীতে যায়। পেচারথল থানার পুলিশ অফিসার এস, আই শ্রী এস, এস দাস, ত্র, এস, আই শ্রীসুনীল দেব এবং এ এস, আই শ্রীঅজিত বণিক তাদের নেতৃত্বে ১৫ জন টি আর, পি, এফ জওয়ান মিত্রজয় পাড়ায় যায়। পুলিশ পৌঁছানোর পরই কিছু সংখ্যক নারী পুরুষ চিৎকার করে পালাতে থাকে। পুলিশও তাদের পেছনে ধাওয়া করে। দৌড়াবার সময় কয়েকজন বিভিন্ন ভাবে আহত হয়েছেন নারী এবং পুরুষ উভয়েই। পুলিশ ৭ জনকে গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে সকাল ৭ ঘটিকায় পেচারথল থানায় নিয়ে আসে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হল : (১) বিশ্বজিৎ বড়ুয়া (২) রমেশচন্দ্র চাকমা (৩) ধনরঞ্জন চাকমা (৪) গোবিন্দ রিয়াং (৫) মিত্রজয় রিয়াং (৬) কালারায় রিয়াং (৭) বেলুরায় রিয়াং। ঐদিনই সকাল ৮—৩০ মিঃ নাগাদ মিত্রজয় পাড়ার (১) শ্রীমতি লতিরুং রিয়াং স্বামী তীর্থরায় রিয়াং (২) শ্রীমতি প্রমিলা রিয়াং স্বামী ফণীন্দ্র রিয়াং এবং (৩) নিজারুং রিয়াং স্বামী কালীকুমার

রিয়াং মিত্রজয় পাড়া থেকে কাঞ্চনপুর থানায় এসে অভিযোগ জানায় যে পেচারথল থানার পুলিশের হাতে তারা নিগৃহীত হয়েছে। কাঞ্চনপুরের এস. ডি. পিও প্রথমেই তাদের কাঞ্চনপুর হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। (৩) (তিন) জন মহিলাকেই লাঠির দ্বারা আঘাত করা হয়েছে এবং তার ফলে মাটিতে পড়ে যায়। এইসমস্ত বর্ণনা তারা দিয়েছেন। তাদের অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৭ ধারায় কাঞ্চনপুর থানার ২৬২ নং দৈনিকিতে লিপিবদ্ধ করেও পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেছে। আগরতলা থেকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এই সম্পর্কিত ধর্ষনের সংবাদ উঠার সাথে সাথে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডি, এম, এস, পি, এবং এস ডি, ওর কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে চান এবং সেই মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে এস ডি, এম কাঞ্চনপুর, আগরতলা থেকে এই মেসেজ পেয়ে তিনি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালে গিয়ে তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করেন। ৩ জন মহিলার বিবৃতি নেন তারা বলেছেন তাদের কোন ধর্ষন করা হয়নি, পেছনে ধাওয়া করে যে আক্রমন করা হয়েছে তাতে লাঠির বারী পরেছে তাতে তারা আহত হয়েছেন। দুই-জন মহিলাকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর একজন মহিলাকে আরও কয়েকদিন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকতে হয়েছে, কারণ তিনি দুই মাসের গর্ভবতী ছিলেন ডাঃ বলেছেন। স্যার, এস, ডি, পি, ও. এই কেইসকে প্রশাসনের শৃংখলা হিসাবে পুলিশ অফিসার যারা গিয়েছিলেন তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে তাও তদন্ত করার জন্য তাদের যে অভিযোগ সেই অভিযোগ মূলে তদন্ত কার্য্য শুরু করেছেন ডি. এম, এবং এস, পি; ওরা এই সম্পর্কে এস পি গিয়েছিলেন এবং অবিলম্বে এই তদন্তকার্য্য এস ডি পি ওকে চালু করার নিদেশ দিয়েছেন। এস. ডি. পি; ও সেই দিনই ১৫ তারিখই কাঞ্চনপুর থেকে পেচারথল এসে বিকালে যে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের সমস্ত কাগজ পত্র দেখে পুলিশের এই গ্রেপ্তার সম্পর্কিত সমস্ত বিস্তৃত বিষয়গুলিকে জানার পর ক্লিয়ারবণ্ডে তাদেরকে সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের সকলের বিরুদ্ধে সুনিদ্দিষ্ট এই রকম কোন অভি-যোগ ছিল না। ডি এম এবং এস পিকে এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে। এস পি পুলিশের যে সমস্ত অফিসার এবং কর্মচারীরা এটার সঙ্গে যুক্ত এবং তার মধ্যে কোথায় কোথায় পুলিশের কি ভূমিকা তাতে তাদের সঠিকভাবে হয়েছিল কিনা বা ... ন্যায়ভাবে হয়েছে সমস্ত তদন্ত করে এই সম্পর্কে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে বলেছেন ১৫৭ ধারার কথা, এই ধারাটা কি, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু বুঝিয়ে দেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এস ডি পি ও যে ধারায় থানায় তাদের অভিযোগটাকে লিপিবদ্ধ করেছেন সেই ধারাটার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । এস পি যে নির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক দপ্তরের নিয়ম মতে যেভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন সেটা আলাদা

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— পয়েন্ট অফ, ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৫৭ ধারাটা যে এইটা কোন ধারা, কোন বইয়ের কোন আইনের এটা জানতে চাইছি ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ভারতীয় দণ্ডবিধির ।

শ্রীসমীর বর্মন :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সি, আর, পি, সির কোন ধারায় এস, ডি পি, ওকে তদন্ত করতে বলা হল । এস, ডি, পি, ওর তদন্ত করার কোন ক্ষমতা নেই । ইনভেসটিগেশান এস ডি পি ও যে করতে পারেন না এটা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন কি ? মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এস, ডি, পি, ওকে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : । স্যার, এস পিকে তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । স্যার, এস, ডি, পি ও হচ্ছেন সুপারভাইজিং অফিসার, তার নীচের আই ও এবং অন্যান্য অফিসাররা কিভাবে কাজ করছেন সেগুলি সম্পর্কে এস, ডি, পি, ওর পূর্ণ অধিকার আছে দপ্তরের কাজ কর্ম সমস্ত দেখার ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন এটা নয় । তিনি এখানে বলেছেন যে এস পিকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এস পিরও তদন্ত করার কোন অধিকার নেই । এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৫৭ ধারায় যে কোন পুলিশ অফিসার তদন্ত করার দায়িত্ব নিতে পারেন । তার নিজের রেংক অনুযায়ী তার নিজের ক্ষমতার মুলে ''

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিরোধী নেতা) :— পয়ট অব, ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ১৫৭ ধারাটা কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় বিরোধীদল নেতা, এইটা ইরেলিভেন্ট। উনি এড্‌ভোকেট নন্ যে উনি আইনটি জানবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— এইটা কারেক্ট স্যার, উনি আইন নাও জানতে পারেন। এইটা ঠিক। কিন্তু সাহায্য করা হবে প্রয়োজনীয় মেটেরিয়েলস্ দিয়ে। ১৫৭ ধারায় যখন ছেড়ে দেওয়া হলো আসামীকে তখন সেখানে আমি জামিন—টামিনের প্রশ্নে যাচ্ছিনা তারপর তদন্তের আর কি বাকি রইলো ? ইট ইজ প্রিভেন্‌টিভ সেকসন ১৫৭ ধারা।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধারা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার. আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে জিগেস্ করতে চাই যে যেখানে রাজ্যের লিডিং পত্রিকায় ট্রাইবেল মেয়েদের ধর্ষনের কথা উঠেছে তখন এই প্রশাসন কি এটা মনে করেন নি যে তাদের মেডিকাল টেস্ট করানো প্রয়োজন এবং তাদের ওসিফিকেসন টেস্ট করা হোক। তাদের স্টেটমেন্টের উপর ভরসা না করে, কারন তারা সহজ সরল ট্রাইবেল মেয়েরা কাজেই তাদের স্টেটমেন্টের উপর ভরসা না করে তাদের ওসিফিকেসান টেস্ট করা হোক্ ? তারপর স্যার, মাননীয় মন্ত্রী স্টেটমেন্টের দুই নং পৃষ্ঠায় পাঁচ ছয়টি লাইন বাদ দিয়ে পড়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারীভাবে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সমস্ত রকম টেস্ট করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ডি, এম, এর রেডিওগ্রাম ম্যাসেজ, এস, পি, র রেডিওগ্রাম ম্যাসেজ, এস, ডি, পি, ও, এর রেডিওগ্রাম ম্যাসেজ এইগুলিতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের মেডিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে। তারপর মেয়েরাও অস্বীকার করেছে যে তাদের ধর্ষন করা হয়নি. এবং সমস্ত রকম সুনির্দ্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই আমি এই রিপোর্ট উপস্থিত করেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই মেডিকাল রিপোর্ট কি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রনিধানের জন্য সভার মধ্যে পেশ করতে পারেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত কাগজপত্রগুলি প্রয়োজনীয় জায়গায় আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে রমেশ চাকমা এবং বিশ্বজিৎ চাকমা, এরা কি সি, পি, আই (এম,) দলের সদস্য এবং সমর্থক ? আমার কাছে ইনফরমেশন আছে যে এরা স্থানীয় সি, পি, আই, (এম,) দলের সদস্য ও সমর্থক।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি কি বলতে চান ? বুঝতে পারছিনা। উনার পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেসানটা কি ? একটু আগে তো উনি ওসিফিকেসনের কথা বললেন। কিন্তু ওসিফিকেসন তো বয়সের জন্য হয়, ধর্ষনের জন্য হয় না।
যাইহোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিক্যাল রিপোর্ট, মেয়েদের স্টেটমেন্ট, গ্রামবাসীদের স্টেটমেন্ট, গ্রামপ্রধান যিনি সবচাইতে বয়স্ক সেই শ্রীমিত্রজয় রিয়াং উনার বক্তব্য সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করেই এখানে ডি, এম, এর রিপোর্ট, এস, ডি, এম, ও এর রিপোর্ট, এস, পি, র রেডিওগ্রাম ম্যাসেজ এই সমস্ত রিপোর্টকে ভিত্তি করেই এটা বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে শাসক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ডি, এম, এবং ডি এস, পি সরাসরি মেয়েদের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন। তদন্তকার্যে যে দারগাবাবু নিয়োজিত আছেন-উনার তদন্তকার্যকে প্রভাবিত করা হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : - স্যার বিষয়টি নিয়ে এস, পি নিজে তদন্তকার্য হাতে নিয়েছেন। কাজেই আর কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, সাতজন হল সি, পি, এম দলের সমর্থক এবং ওরা স্থানীয় সি, পি, এম দলের সদস্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অস্বীকার করবেন কিনা যে যাদের বিরোদ্ধে ধর্ষন এবং অপহরনের অভিযোগ আছে তারা প্রত্যেকে স্থানীয় সি, এম দলের সদস্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অভিযোগ যারা অত্যাচারিত হয় তারা করেন;

তিনি যে কোন রাজনৈতিক দলেরই হয়ে থাকতে পারেন। আর পুলিশ যদি দায়িত্ব পালন না করে এবং যে দায়িত্ব পালন করবে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেসান স্যার,।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই আগে উঠেছিলেন।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই (কাঞ্চনপুর – পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৪ তারিখ রাত্রে মিত্রজয় পাড়াতে যে ঘটনা ঘটেছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি — যে গরু চুরির ব্যাপারে পুলিশ সেখানে গিয়েছিল রাত্রে? তখন সেই জায়গাতে গিয়ে ঐ মহিলাদের দেখে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ডাকে। মহিলাদের ডাকার উদ্দেশ্য খারাপ দেখে মহিলারা তখন পালাতে শুরু করে। বাজারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তখন মহিলাদের দৌড়ে ধরার চেষ্টাও করেছিল। কয়েকজন পুরুষকে তখন বলেছিল ঐ মহিলাদের ধরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারাও অস্বীকার করে। যার ফলে তারা দৌড় দিয়ে গিয়ে মহিলা-দের ধরে। ধরতে গিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হয়েছে। সেখানে ঐ মহিলাদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হয়েছে এই সমস্ত খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? দ্বিতীয়ত হচ্ছে, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বা জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মন্ত্রী বা এম, এল, এ, যাই হোক্ ঘটনার সঠিক বিবরণ জানার জন্য কোন টিম পাঠানো হয়েছিল কিনা?

আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পুলিশ রিপোর্টের কথা বলেছেন এস, পি, ডি, এস, পির রিপোর্টের কথা। আমি জানতে চাই গত ১৬ তারিখে উঠেছে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায়, যে তিনজন মহিলাকে ধর্ষন করা হয়েছে। এবং ডেলী দেশের কথাতে গতকাল দেখেছি কিছুই নেই। কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা এই দুটো পত্রিকার মধ্যে? সেটা যাচাই করার জন্য সেখানে কোন টিম পাঠিয়েছেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমার একটা অনুরোধ এখানে দরবারের জন্য দরবার না। আসল ব্যাপারটা যদি জানার জন্য ইচ্ছা হয় তাহলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে তথ্যগুলি এখন পর্যন্ত রিপোর্টে এসেছে, শ্রী দয়াময় দাস ও শ্রী বসন্ত দাস, কৃষ্ণটিলা, সাং কৃষ্ণটীলা ৫টি গরু চুরি হয়ে যায়। সেই অভিযোগ ভিত্তি করে ৯৯৫ নং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৯৫ নাম্বারের বিভিন্ন সেক্‌শনে মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয় পেচারথল থানায়। এবং এটাকে তদন্ত করার জন্য এই মিত্রজয় পাড়ায় পুলিশ যায়। যেভাবে রিপোর্ট পাওয়া গেছে। যখন মিত্রজয়পাড়ায় যায় সেখানে আমাদের ত্রিপুরার যারা নাকি আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই আত্মসমর্পনকারী কয়েকটি পরিবার ঐ গ্রামে বাস করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ, টি, টি, এফ, আত্মসমর্পনকারী আছে। ইতিমধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১১ জন এই রকম আত্মসমর্পনকারীকে খুন করা হয়েছে, যারা নাকি আত্মসমর্পন করেছেন। যারা খুন করেছেন তারা আত্মসমর্পনকে সমর্থন করেন না। এবং এসমস্ত আত্মসমর্পন সমর্থন না করার লোকগুলি যারা নাকি আক্রমন করে সেই আক্রমণকারীরা সেই গ্রামে গিয়ে হামলা করছে। এই সন্দেহে মানুষ সেখান থেকে দৌড়াতে আরম্ভ করে আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে। এই যে দৌড়ায়, যারা পুলিশ গিয়েছিল সেই পুলিশের মধ্যে তাদের পেছনে দৌড়ে, সেটাও একাংশ, সব পুলিশ তাদের পেছনে যায়নি। একাংশ পুলিশ যারা নাকি মিত্রজয় পাড়ায় গিয়েছিল তারা তাদের পেছনে দৌড়ঝাপ করে, এইসমস্ত আক্রমন মারধোর এইগুলি কিছু করে। তারই পরিণতিতে এই ঘটনাটা ডেভোলাপ করেছে।

স্যার, ওখানে ধর্ষনের যে প্রশ্ন যেটা "দৈনিক সংবাদে" একটু আগে তোলা হয়েছে, "দৈনিক সংবাদে" যে সংবাদ উঠেছে সংগৃহীত তথ্য এবং যা কিছু তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে ধর্ষনের ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যমুলকভাবে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। সেটাকেই বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

"দৈনিক সংবাদের" সংবাদ দাতা আমাকে জিজ্ঞাস করেছিল যা প্রকৃত তথ্য সেটা তাকে বলা হয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে। বিভিন্ন এলাকার লোক এই গ্রামের শুধু নয়, মিত্রজয় পাড়া শুধু নয়, এছাড়াও কাঞ্চনপুর মহকুমার যে শহর, সেখানকার যে মার্কেট সেখানকার লোকজনও এই সম্পর্কে প্রথমে তাদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল, উদ্বেগ ছিল যে এরকম মারধোর করা হলো মেয়েদের উপর তার কি ব্যবস্থা। এস, ডি, পি, ও এবং ওখানকার যে পুলিশ অফিসাররা, আমি বলব পুলিশের শৃংখলা পুলিশ যেভাবে কাজ করা উচিৎ সেভাবে সঠিক তথ্য সেখানে বলেছে এবং তারা শান্ত হয়েছেন এবং প্রকৃত ঘটনা কি জানতে পেরেছেন। জানার ফলেই সমগ্র এলাকায় একটা শান্তিপুর্ণ পরিস্থিতি ফিরে এসেছে। মিত্রজয় পাড়ায় যে ঘটনা ঘটল যখন নাকি জনসাধারণ জানতে পেরেছেন যে

পুলিশ অফিসার অথবা পুলিশ কনস্টেবল যারা নাকি এই সমস্ত অতিরিক্ত বাড়তি কিছু করে যদি থাকেন তদন্তে যে ধরা পরবে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে জানতে পারায় সকলেই শান্ত হয়েছেন, খুশী হয়েছেন। এবং এই কথাই বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তার কর্মচারী পুলিশ তারা যেখানে ভুমিকা নেয় সেই ভূমিকাকে সঠিক নীতির মধ্যে ভুমিকা গ্রহণ করলে তাকে প্রশংসা করে যেন সাহায্য করে। আর যারা নাকি করে না শৃংখলা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :— পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সেখানে যে ঘটনা, সেখানে যে ধর্ষন হয়েছে এই ধরনের কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই এবং আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় মারপিট হয়েছে এই রকম খবর পেয়েছি।
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যেহেতু এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তদন্ত চলবে তদন্ত চলছে। আপনি সুনির্দিষ্ট তারিখ সহ এটা জনপ্রতিনিধি কিংবা মন্ত্রীদের মাধ্যমে সেখানে একটা টীম গঠন করে সরজমিনে তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ দেবেন কিনা ? দুই নম্বর হচ্ছে স্যার যারা মেয়েলোকদেরকে ধরে মারধর করেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরজমিনে তদন্ত করে যদি সত্যি প্রমানিত হয়ে থাকে সত্যি তারা মেয়েদেরকে মারধর করেছে তা হলে কতদিনের মধ্যে আপনারা তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন ? তার নির্দিষ্ট তারিখটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে এই অনুরোধ জানাব স্যার, আপনার মাধ্যমে উনি নিজেই এলাকাতে যান, উনি সমস্ত ঘটনা ভাল করে জেনে যে সমস্ত তথ্য দেবেন সেই তথ্য তদন্তের মধ্যে অন্তরভুক্ত হবে, এবং সেই তদন্তকে ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় সরকার তাই নেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমার একটা ক্লারিফিকেশান স্যার.

মিঃ স্পীকার :— না না আর হবেনা, অনেক হয়েছে। সবাই বলতে চাইলে কি করে হবে? কেটাগরিকেলি আপনারা সবাই বলেছেন। আর বলার কি আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমার একটা প্রশ্ন স্যার, কোন কেসই নেই স্যার,

তদন্ত হবে কিসের? প্যানাল সেকশান্ ১৫৭ সি. আর. পি. সি. বলছে কোন কগ্নিজেবল অফেন্সের এই যে মেয়েদের মেরেছে এটাও যদি ধরেনেই স্যার, ইট ইজ এ কগ্নিজেবল অফেন্স। ৩৫৪ এ কেস্ হবে স্যার, সেই কেস্ এ নেই স্যার, দেয়ার ইজ নো স্পেসিক কেস্ ইন দিজ এ্যাডমিনিস্ট্রেশ্যান স্যার। তিনটা চারটা মেয়েকে যদি মেরেও থাকে স্যার, বলেছেন যে ফেলে দিয়েছে, হাতে ব্যাথা পেয়েছে, সেখানে কোন স্পেসিক কেস্ নেওয়া হয়নি স্যার, কগ্নিজেবল অফেন্স। সেখানে ১৫৭ সি. আর. পি. সি. র বিধান অনুযায়ী একটা প্রিভেন্টিভ জি, ডি, এন্টি করে রেখেছে। হোয়াট ডাজ ইট মিনস্ স্যার। কিসের তদন্ত হবে স্যার.। কেস্ কোথায়? এফ. আই, আর, কোথায়? কোথায় এফ, আই, স্যার, ? কোন এফ, আই, আর, ই হয়নি স্যার। স্যার, ট্রাইবেলদেরকে ৮ জন ৯ জনকে গুলি দিয়ে মারা হচ্ছে, মেয়েদেরকেও এই সরকার মারধর করা শুরু করে দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য বসুন। আর নয়। অনেক হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— সমস্ত ট্রাইবেলরা আপনারা নৃপেন বাবুর কাছে যান। নৃপেন বাবুকে গিয়ে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনারা সবাইগিয়ে নৃপেন বাবুকে বলুন, কি হচ্ছে এই রাজ্যে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, এটাই স্বাভাবিক কোন তদন্ত শুরু হওয়ার পর প্রয়োজন মত কোনখানে কি কোন সেক্শান, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই হয়ে থাকে। কাজেই একটা কোন সমস্যা নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, লেনপ্রসাদ মলসই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব করেছেন, উনি শাসক দলেরই একজন বিধায়ক, তিনি পুলিশের তদন্তে

সেটিজ,ফাইড নন্। যার জন্য উনি বলেছেন যে সর্ব্ব দলীয় একটা তদন্ত কমিটি করা হউক। আমরা চাই আপনার মাধ্যমে এই ঘটনার সত্য উৎঘাটনের জন্য লেনপ্রসাদ মলসই মাননীয় সদস্যের এর প্রস্তাব অনুযায়ী একজনকে চেয়ারম্যান করে একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি করা হউক যাতে তার সত্যতা যাচাই করা যায়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) স্যার তদন্ত তো পুলিশকে করতে হবে, মাননীয় সদস্য আমি তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, ঐ এলাকায় গিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, নুতন কি আরো সঠিক তথ্য আছে তা সঠিক দিন। কেস্ তদন্তের মধ্যে যেহেতু এসেছে এবং যেহেতু আমি নির্দেশ দিয়েছি এস, পি, কে তদন্ত শুরু করার জন্য কাজেই সমস্ত কাজের মধ্যে উনার তথ্য সাহায্য করবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— মি: স্পীকার স্যার, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জরিত সেই পুলিশ অফিসারকে শাস্তি বা সাস্পেণ্ড করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : - যারা অপরাধী সাবস্ত হবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক : - তদন্ত সাপেক্ষ যারা এই ঘটনার সঙ্গে জরিত. তদন্তের উপকারার্থে, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে যারা এই ঘটনার সঙ্গে জরিত তাদেরকে সাস্পেণ্ড করা হয় কিনা ?

মি: স্পীকার :— এটার তো প্রশ্নই উঠেনা, এটা স্বাভাবিক ভাবেই আসে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উনার বিবৃতিতে বলেছেন তীর্থময় রিয়াং-এর স্ত্রী থাপরং রিয়াং, সৌমেন্দ্র রিয়াং-এর স্ত্রী প্রমীলা রিয়াং কালীকুমার রিয়াং-এর স্ত্রী রাজীরুং রিয়াং ঐ তিন জন কাঞ্চনপুর থানাতে গিয়ে অভিযোগ করেছেন, যে তারা নিগৃহীত হয়েছেন। উনার বিবৃতিতে সেটা উল্লেখ রয়েছে। এবং পুলিশ কর্মীরা তাদের উপর অত্যাচার করেছে একথাও উল্লেখ করা আছে। তাহলে নিগৃহীতাদের অভিযোগমূলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হলো না কেন?

এবং তাদেরকে এক্ষুনি গ্রেফতার করা হবে কিনা ? উনি স্বীকার করেছেন। অথচ গ্রেফ- তারের কোন খবর নেই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে এবার উত্তরটা শুনুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সমস্ত কেস্ নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। এস, পি, নিজে এই তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আইনবিদ্।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, আমাকে বলতে দিন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে, এটা খুব সেনসেটিভ ইস্যু। এখানে "দৈনিক সংবাদে" কি লিখল না লিখল এটা ব্যাপার না। কিন্তু সবচেয়ে, যেখানে ট্রাইবেল উইমেন, যারা থানায় গিয়ে এফ, আই, আর, বা ডাক্তারের কাছে যাওয়াতো দূরের কথা কিছুই করতে পারবে না। এবং তাদের চেইস্‌টিটিস্—এর স্বার্থে তারা রেপড হলেও রেপড হয়েছে বলবে না। সেই অবস্থার মধ্যে কৃষ্ণটীলায় গরু চুরি হয়েছে। কৃষ্ণটীলায় গরু চুরি হয়েছে কতটুকু অডাসিটি হলে ট্রাইবেল মেয়েদের গিয়ে অত্যাচার করতে পারে। রেপ হউক্ মারপিট হউক্ যাই হউক না কেন সেখানেতো আরোও লোক ছিল। মেয়েরাতো সেখানে গিয়ে চুরি করতে যায়নি। এই অবস্থার মধ্যে ক্রেডিবিলিটি আনার জন্য অন্ততঃ আমার মনে হয় ইমিডিয়েড এই দোষী পুলিশদের প্রাইমাফেসি অনুযায়ী স্টেটমেণ্টে যেহেতু বলা হয়েছে যে প্রাইমাফেসি এস্টা- ব্লিস। এই প্রাইমাফেসি কেইসে যতটুকু এস্টাব্লিস হয়েছে তার উপর ইমিডিয়েট একশ্যান নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি দেখব এটা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আর একটু স্যার,...

মিঃ স্পীকার :— না, প্লীজ আর উঠে না।

CALLING ATTENTION

মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয় একটি নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ১২ ই মার্চ ১৯৯৫ইং শান্তিরবাজার থানাধীন বীরচন্দ্র মনু থেকে পিস্তল সহ গয়াচরন শীল নামক এক যুবক গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে''।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যদি এক্ষুনি এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে পারেন তাহলে যেন দেন না হলে সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী(মন্ত্রী) :- স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৪ শে মার্চ ১৯৯৫ইং এই সভায় বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ২৪ শে মার্চ ১৯৯৫ইং উনার বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছিলেন। বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'গত ১৭ই মার্চ, ১৯৯৫ইং বেলা অনুমান ১১ ঘটিকায় দুই জেল কর্মচারীর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও এক জনের গুরুতরভাবে আহত হওয়া সম্পর্কে''

এই সম্পর্কে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি না পারেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ইং আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সম্পর্কে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ইং এই হাউসে ওনার বিবৃতি দেবেন।

অন্য আর একটি দৃস্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো —"উদয়পুর মহকুমার সুগসাগর সহ আশে পাশের অঞ্চলে জমিতে সেচের অভাবে শত শত কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং গত পোষের ফসল মার খাওয়া ও বোড়ু ফসল জলের অভাবে নষ্ট হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় জল, সেচ ও বর্ণ্যা নিয়ন্ত্রন দফতর মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্ক একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ইং এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ইং এই সম্পর্কে উনার বিবৃতি দেবেন।

অন্য একটি দৃস্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় সভায় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার কতৃক আনীত নোটিশের বিষয়বস্তু টি হলো "গত ৬.১.১৯৯৫ইং তারিখে মধ্যরাত্রে আনুমানিক ১২ ঘটিকায় সিধাই থানার ও. সির নেতৃত্বে প্রাক্তন বিধায়ক রাধারমন দেবনাথকে তাঁর নিজের বাড়িতে প্রচণ্ডভাবে মার - ধোর করে গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) —: সিধাই থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় এবং বোমা বিস্ফোরন আইনের ৩ ধারায় ১৬০/৯৪ নং মোকর্দ্দমার তদন্ত চলা অবস্থায় মোকর্দ্দমার আই, ও তারানগর নিবাসী শ্রীরাধারমন দেবনাথের পুত্র পরিমল দেবনাথকে কয়েকজন অভিযুক্ত সন্দেহের একজন বলিয়া বিবেচনা করে এবং শ্রীপরিমল দেবনাথকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। গত ৬/ ১/ ৯৫ ইং, রাত্রি প্রায় ১২—৩০ মিনিটে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীরতন দেব ও এস. আই শ্রীবিজয় কুমার, ঘোষ কিছু প্যারা মিলিটারী সহ শ্রীরাধারমন দেবনাথের বাড়ীতে যায় ও গৃহ তল্লাসী করে। শ্রীপরিমল দেবনাথকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে ৭/১/৯৫ ইং তারিখে আগরতলায় মাননীয় সি. জি. এম কোর্টে প্রেরন করা হয়। শ্রীপরিমল দেবনাথ মাননীয় সি জি এম কোর্টের আদেশে উপযুক্ত জামিনে মুক্তি পেয়েছে। গ্রেপ্তার করার সময় শ্রীদেবনাথ মহাশয়ের বাড়িতে পুলিশের একাংশ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করছে এবং শ্রীদেবনাথ দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। শ্রীদেবনাথকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অধিক র শৃঙ্খলা এবং আইন প্রয়োগে অধিকতর সংযম প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিচরন সরকার (বামুটিয়া) :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. মাননীয় মন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন যে রাধারমন দেবনাথ এখন চিকিৎসাধীন আছেন। উনার উপরে ও সির নেতৃত্বে মারধোর করা হয়েছে। রাধারমন দেবনাথ একজন সম্মানিত ব্যক্তি উনি মোহনপুর ৫ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। এমন ব্যক্তির উপর ও সির নেতৃত্বে যে ঘটনা ঘটেছে সেই জন্য ও. সিকে কোন শাস্তি বা সাসপেণ্ড করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষে আলোচনা হয়। আমরা রাজ্য সরকার থেকে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি আর সংযম হওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিৎ। সুনির্দিষ্টভাবে কি ঘটনা ঘটেছে সেই ব্যাপারে শ্রী দেবনাথ আমাদের কাছে বলেন নি। তদন্ত ক্রমে যেটা প্রকাশ পেয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশকে সতর্ক হওয়ার জন্য বলা হয়েছে ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রাক্তন সদস্য রাধা রমন বাবু এলাকার মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, সি. পি. আই এমের লোকেল কমিটির সদস্য। এই ঘটনার ব্যাপারে সিধাই থানায় ১২০/৯৩ ইং মোকদ্দমা দাঁড় করা হয়েছে বলে যে রাবার বোর্ডের অনেকগুলি কেস উনার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। থানার ও. সি প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। না স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং পাওয়ার দপ্তরের কর্মী, শাসক দলের একটি সংস্থা, রাধারমন দেবনাথের বাড়ীর কাছে পরিমল দেবনাথের অত্যাচারে অতিষ্ট সেখানকার লোকাল কমিটির সেক্রেটারী ফণীভূষণ দেবকে প্রকাশ্য ব্লকের সামনে নিগৃহীত করেছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি রিলিভেট প্রশ্ন করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার রিলেভেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ও. সি. এর একটিভিটিস-এর কারণে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় সদস্য হরিচরণ বাবু জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, অণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কি এই পুলিশকে বদলী করা হয়েছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশকে আরো সংযমী এবং শৃঙ্খলাপরায়ন হতে বলা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ – সেই ও. সি. এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই বদলী করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হ্যাঁ, বা না বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, সংযমী হওয়ার জন্য। একজন অফিসারের কাছে এটাই শাস্তি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীরতনলাল নাথ : -- মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্য বলেছেন, শাসক দলের চাপে পড়েই ট্যান্সফার করা হয়েছে! কাজে কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এতে যেসব কেসের তদন্ত চলছে সেগুলি ব্যাহত হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ– স্যার, সর্ব্বত্রই বিভিন্ন জায়গায় দপ্তরের কর্মচারীদের, পুলিশ অফিসারকে বদলী করা হয়। এটা নিয়মমাফিকই করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দুটি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"১লা মার্চ, ১৯৯৫ ইং তারিখে কংগ্রেস-ই কতৃক কিল্লা রাস্তা অবরোধ করা সম্পর্কে'।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২.৩.৯৫ ইং দুপুর আনুমানিক ২–৩০ মিনিটের সময় আর, কে, পুর থানাধীন ছমবনের শ্রী মনীন্দ্র দাসের স্ত্রী শ্রীমতী আরতী দাস কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট এক অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ২১.১ ৯৫ ইং সকাল অনুমান ৭টার সময় কিল্লা থানাধীন মৈথলুং অঞ্চলে শ্রীমতী দাসের স্বামী শ্রী মনীন্দ্র দাস কাঠের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তারা দুই বন্ধু (১) শ্রীসাধন দেব এবং (২) শ্রীমানিক সাহা যান। সেই দিনই সেখানে একটি দুষ্কৃতকারীদল তাহার স্বামীকে বলপূর্বক কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। অভিযোগকারিনী শ্রী সাধন দেব ও শ্রী মানিক সাহাকে তাদের যার যার বাড়ীতে ফিরে আসার পর তার স্বামী মনীন্দ্র দাস ফিরে না আসায় সন্দেহ হয় এবং তা প্রকাশ করেন। যদিও ঘটনাটি ২১,২,৯৫ ইং তারিখের

ঘটনা। পুলিশকে এই ব্যাপারে ১,৩,৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত কেহই জানায় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— যদিও এই ঘটনাটি ২১.২,৯৫ ইং তারিখের ঘটনা। পুলিশকে এই ব্যাপারে ১,৩,৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত কেহই জানায় নাই।

উপরোক্ত ঘটনাটি কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪—এ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭(১) (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ২/৯৫ নং নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

পুলিশের নিকট উক্ত অভিযোগটি দায়ের করার পুর্বে গত ১,৩,৯৫ ইং সকাল ৮ ঘটিকায় উদয়পুর কিল্লা রাস্তায় ট্রাই জংসনে এগ্রিকালচার অফিসের সামনে শ্রীমতী আরতী দাস তাহার ২০।২৫ জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় জড়ো হয়ে উচ্চস্বরে তার স্বামীর মুক্তির দাবী জানাতে থাকে। রাস্তা অবরোধ পরিষ্কার করার জন্য ঘটনাস্থলে আসে এবং পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক্রমে শ্রীমতী আরতী দাস সহ রাস্তা অবরোধকারী ব্যক্তিগন রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। তারা ৩০ কিলোমিটার রাস্তা অবরোধ করেছিল এবং উক্ত সময়ের মধ্যে গাড়ী চলাচলের তেমন কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি।

উপরোক্ত শ্রীমতি দাসের সঙ্গি ব্যক্তিগণ পুনরায় গত ৪,৩,৯৫ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় ঐ একই স্থানে জমায়েত হয়ে শ্রীমনীন্দ্র দাসের অপহরনের ব্যাপারে শ্লোগান দিতে থাকে। উদয়পুর মহকুমা পুলিশ পুনরায় রাস্তা মুক্ত করতে আসে এবং শ্রীমতি দাস ও তার লোকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে রাজী করান। পুলিশ শ্রীমনীন্দ্র দাসকে খুজে বের করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদেরও জানানো হয়। শ্রীমতি দাস ও তার লোকজন মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যেই স্থান ত্যাগ করেন [illegible]। ৪ এবং ৫ই মার্চ কিল্লার বাজারে এমন কোন [illegible] ঘাট নাই যার জন্য গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তথাপি উদয়পুর কিল্লা রাস্তায় কোন গাড়ী চালায় নি। পুলিশ এস্কর্টের সাহায্য নিয়েও গাড়ীর মালিকগণ এই রাস্তায় গাড়ী চালাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। গত ৬ই মার্চ ১৯৯৫ইং থেকে এই রাস্তায় নিয়মিত গাড়ী চলাচল করছে।

বিগত ২,৩,৯৫ ইং তারিখ শ্রীমতি দাসের অভিযোগ মুলে পুলিশ তদন্তকালে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় কিল্লা থানাধীন সাইমারোয়া অঞ্চল থেকে অপহৃত শ্রীমনীন্দ্র দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করেন এবং আইনী ব্যবস্থা ও পোষ্টমর্টেম ইত্যাদির পর মৃতদেহটি তার স্ত্রী শ্রীমতি আরতী দাসের নিকট বুঝাইয়া দেন।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন মনীন্দ্র দাস নামে একজন কাঠ ব্যবসায়ী সাইমারোয়া থেকে একটা ব্লকের গাছ কিনেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গাছ আত্মসাৎ করার জন্য ঐ ছনবন এলাকার দিবাকর দেব কংগ্রেস কর্মী তাকে কিল্লায় নিয়ে যায় এবং ১১ তারিখ থেকে মনীন্দ্র দাসকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সংবাদ জানার পরও ঐ কনট্রাকটার থানায় জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেন নি দ্বিতীয়তঃ তাঁর গাছগুলি আত্মসাৎ করার জনাই দিবাকর দেব ক্ষান্ত থাকেন নি। উদয়পুরের বিচিত্র জমাতিয়া এবং হরি দেববর্মা নবুকপুর পঁঃ সভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান (কংগ্রেসের) ২৭/২'৯৫ এবং ২৮/২/৯১ তারিখ গার্লস বোর্ডিং হাউসে (উদয়পুর) এবং রমেশ বোর্ডিং হাউসের যে সমস্ত ছাত্র- ছাত্রীরা আছে তাদের প্রেট করে। যে আগামী ২-১ দিনের মধ্যে দাঙ্গা হবে, "তোমরা বোর্ডিং ছেড়ে চলে যাও" এবং তারা যথারীতি বোর্ডিং ছেড়ে চলে যায়। ১ তারিখে এই দাঙ্গা বাধানোর পরিকল্পনা এবং এই গাছগুলিকে আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা এই দুটোকে একত্রিত করে, তাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা বাধানোর এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা রাস্তা অবরোধ করে। সেখানে আরতী দাস, মনীন্দ্র দাসের স্ত্রী সেই আরতী দাসকে জোর করে নিয়ে যায় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানতে চাই ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) —: নাস্যার, এইসব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে যেসব তথ্য মাননীয় সদস্য তুলেছেন তদন্তকার্য্যে এইসমস্ত তথ্য গ্রহন করার জন্য পুলিশকে বলব। মাননীয় সদস্য এইসমস্ত তথ্যগুলি পুলিশের কাছে পৌঁছে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি রিসেসের পর দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারী সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদপত্রে কর্ম্মরত সাংবাদিক ও শ্রমিকেরা বেতনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে না পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ,,

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P. M.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার কলিং এটেনশানটির উপর বিবৃতি রাখার জন্য।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি এনেছেন সেটা হলো, "রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারী সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক ও শ্রমিকরা বেতন সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে না পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তার উত্তরে বলছি যে, বাচোয়াত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক এবং অন্যান্য কর্মীদের বেতনভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি বলবৎ করিবার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ হইতে মালিক এবং শ্রমিকদের সহিত আলোচনাক্রমে কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্ধারন করিবার চেষ্টা করা হয়। মালিক পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। অবশেষে সরকার মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই উদ্দেশ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি। আমরা চেষ্টা করছি সেই কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে পাওয়ার জন্য।
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী কোন সংবাদ পত্র কর্মী মালিকের কাছে বেতন ভাতা বা অন্যান্য সুবিধা কম পাওয়ার সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ করিলে অথবা এরকম অভিযোগে অন্যভাবে সরকারের গোচরে আসিলে সরকার অভিযোগ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে ঐ টাকা এরিয়ার অফ ল্যাণ্ড রেভেনিউ হিসাবে সার্টিফিকেট ইস্যু করিয়া জেলা সমাহর্ত্তা মারফত আদায় করিতে পারেন। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই ত্রিপুরার যে সমস্ত সাংবাদিক আছেন এবং তাদের উচিৎ বেতন ভাতা যাতে পেতে পারেন তার জন্য আমরা আমাদের শ্রমমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি হয়েছিল সেই কমিটিকে বসার জন্য বলব যাতে সেই কমিটির সুপারিশ অতিসত্বর ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রেরন করেন শ্রম দপ্তরের কাছে। আমরা সেই দিকটা খুব দ্রুত কার্য্যকরী করার জন্য অনুরোধ করব। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শ্রমিক স্বার্থে মালিক শ্রেনীর যেভাবে এগিয়ে আসা দরকার, ওনারা সেইভাবে এগিয়ে আসেন নি। ওনারা শ্রমিকদের উচিৎ মূল্য পাওয়ার জন্য সাহায্য করছেন না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলব যাঁরা মালিকপক্ষ আছেন অবিলম্বে আপনারা শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে শ্রমিকদের ডাকে সারা দিয়ে অন্তত যারা সাংবাদিক

আছেন তাদের বেতন ভাতা আজকের দুর মূল্যের বাজারে যাতে উচিৎ মূল্য পেতে পারেন তার জন্য সাহায্য করবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য জানতে চাইছি যে, যে কমিটির কথা উনি বলেছেন, সরকার কমিটি করিয়াছেন, এখন এই কমিটি যাতে তাড়াতাড়ি বসা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। এখানে সাংবাদিকরা যে তাদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি ঠিক মত পাচ্ছেন না তার জন্য দিলীপ ঘোষ, প্রবীর চক্রবর্তী, হরিহর দেবনাথ, হরিহর ভৌমিক তারা দরখাস্ত দিয়েছেন ন্যার্য্য বিচারের জন্য। আর একজন আছেন সাম সরকার উনিও ওনার প্রাপ্যের জন্য অনেক ঘুর গিয়েছেন এবং ওনার প্রাপ্যও ঠিকমত মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী তিনি নিজেই এই কমিটির চেয়ারম্যান কাজেই সেই কমিটিকে অতিসত্বর নিয়ে যে সমস্ত দরখাস্ত দিয়েছেন যারা তাদের এটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী)ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে হরিহর দেবনাথ ৬ই এপ্রিল ১৯৯২ ইংতে "গনদূত" পত্রিকার যে সাংবাদিক, তিনি একটা এপ্লিকেশান করেছিলেন পরবর্ত্তী সময়ে তিনি তার এপ্লিকেশান তুলে নিয়ে যান। উনি ১৫/২/৯২ ইংর আগে আমাদের প্রাক্তন সাংবাদিক জীতেন পালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শ্রীসুশীল চৌধুরীর অফিসে বলে মিলিত হয়ে এক মাসে ওনার বকেয়া টাকা সুবল দের মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এইটার মিমাংসা হয়েছে। সুতরাং এইটা উঠে না। এখানে আর একটা কমপ্লেইন আছে দিলীপ ঘোষ, এই বিষয়টা শ্রম দপ্তরের অধীনে আছে এবং এই দিলীপ ঘোষের বকেয়া টাকা যাতে পেতে পাবে তার জন্য শ্রমদপ্তর সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে—এই ব্যাপারে যে ত্রি—পাক্ষিক কমিটি গঠিত হয়েছিল—সেই কমিটির মিটিং বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বারের মত ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হয়েছে কি না ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই ত্রিপাক্ষিক কমিটির মিটিং করতে পারেনি। যাইহোক আমরা অবিলম্বে মিটিং এ বসব এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (সুরমা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সাংবাদিকদের বেতন ভাতা দেওয়ার নীতি পদ্ধতিটি কি ? এবং জোট সরকারের আমলে এই রাজ্যের সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রে কর্মরত শ্রমিকেদের বেতনভাতা দেওয়ার যে নিয়মবিধি রয়েছে সেগুলি মানা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ওয়ার্কিং জারনালিস্ট অ্যাণ্ড নিউজপেপারস্ এমপ্লয়ারস্ কণ্ডিশন অ্যাণ্ড সার্ভিস মিসোলিনিয়াস প্রভিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৫ এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী কোন সংবাদপত্রে কর্মরত কর্মী মালিকদের বিরোদ্ধে তাদের বেতনভাতা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ সুনির্দ্দিষ্টভাবে করলে বা অন্যভাবে সে অভিযোগ সরকারের গোচরে এলে শ্রমদপ্তর সেটা তদন্ত করে দেখেন এবং তদন্তে সেটা প্রমানিত হয় তাহলে সেটা আদায় করে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন। এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। জোট সরকারের আমলে এই ধরনের দুইটি এপ্লিকেশন পড়েছিল —তারমধ্যে একটি আপস হয়ে গেছে বলে সেটি উইদড্র করে নিয়েছে। আরেকটির আপস হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ব্যাপারে একটি ত্রি-পাক্ষিক কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যারা সংবাদপত্রে কর্মরত শ্রমিক রয়েছেন তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে কি না ? আর ইন্ দ্যা মীন টাইম এই কমিটি গঠিত হবার আগে এই ধারনের নিয়োগপত্র দেওয়া হলে কোন্ ওয়েজ, বোর্ডের নিয়ম অনুসারে এই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন প্রভিশন আছে কি না সেটা আমি পাইনি। তবে এটা দেখব পরবর্ত্তী সময়ে এই ব্যাপারে কি করা যায়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই খবর আছে কিনা যে সাংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন পত্রিকা অফিসগুলিতে কর্মরত শ্রমিক-দের কোন নিয়ম নীতি না থাকার ফলে তাদেরকে উয়িদাউট নোটিশ ছাটাই করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল অ্যাক্ট অনুসারে তাদের তিন মাসের নোটিশ দিয়ে ছাটাই করতে হয় অথবা তাদের তিন মাসের বেতন দিয়ে ছাটাই করতে হয়। এই ব্যাপারে কি

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা ? এবং যদি থেকে থাকে তাহলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন তা জানাবেন কি না ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এই জন্য ছাঁটাই-এর একটি কেস্ আমার হাতে এসেছিল— সেটা হচ্ছে শ্রী হরিহর দেবনাথ। কিন্তু উনি সেটা আপস্ করে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে, এটা একটি মানবিক প্রশ্ন। কারন যে সাংবাদপত্র মারফত বিভিন্ন অমানবিক ঘটনা সমূহ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় লেখা হচ্ছে এবং সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে অথচ তাদেরই সংবাদপত্রে কর্মরত শ্রমিকরা ছাঁটাই হচ্ছেন- সে জন্য তাদের মানবিকতা থাকবে না কেন ? ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যে কর্মরত সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রে কর্মরত শ্রমিকরা যাতে আর ছাঁটাই হতে না পারেন সেজন্য তাদের থেকে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ পেলে সে ছাঁটাইয়ের বিরোদ্ধে শ্রমদপ্তর যথাযত ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীদীপক নাগ : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বাচায়ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই রাজ্যে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। ১৯৯১—৯২ ইং সালে লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রক বাচায়ত কমিটির সুপারিশ কোন্ কোন রাজ্যে কার্য্যকরী হয়েছে তার যে লিস্ট দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের নাম নেই। বাচায়ত কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে মালিক পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য এবং মালিক পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে থেকে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহন করে সাংবাদিকদের দাবী-দাওয়া পুরনের ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, আমি এই অধিবেশনের পরই মিটিং ডাকব এবং সাংবাদিকরা যাতে তাদের উচিৎ বেতন-ভাতাদি পেতে পারেন সেটা আমি দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার ধারনা —এটা নিয়ে একটা অপচেষ্টা চলছে, যাতে করে বাচায়ত কমিটির সুপারিশ ত্রিপুরা রাজ্যে কার্যকর না হতে পারে। কারন বিগত দিনের মাননীয় মন্ত্রীর এই ব্যাপারে যে বক্তব্য ছিল এখনকার বক্তব্যের সঙ্গে সেটার ফারাক থেকে যাচ্ছে। হয়ত উনাকে ঠিকভাবে গাইড করা হয় নি। সেই জন্য একটা ষড়যন্ত্র

আছে বলে মনে করি এবং এই জন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে বার বার ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা উপলব্দি করতে পারছেন কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেনতো- এই বিধানসভা অধিবেশনের পরই বৈঠক ডাকা হবে।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, উনি কবে বৈঠক ডাকবেন সে সম্পর্কে কোন টাইম বা ডেট জানান নি।

মিঃ স্পীকার :— বলেছেন আপনি হয়ত লক্ষ্য করেন নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মিলন দেবসরকার নামে একজনেরও প্রাপ্য ছিল।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, বিষয়টা আমি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— কেউ কিন্তু আপনারা পত্রিকার নাম বললেননা। মালিকদের নাম বললেন না কারন। এতে যদি পত্রিকার মালিকরা চটে যায়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মিলন দেবসরকার আগে ছিল "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় এখন আছে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শুধু একটা বললেন, বাকীগুলিতো বললেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, দপ্তর থেকে মিসগাইড করা হচ্ছে বলেই বলছি আমরা।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, আপনারা আগে সাংবাদিকরা বঞ্চিত— সেটা বললেন। কিন্তু মালিকদের নামতো বললেন না!

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যান্দন, গণদূত, জাগরন ইত্যাদি-পত্রিকা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :- আজ মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক কতৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মৎস দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে —"সম্প্রতি রাজ্য সরকার দক্ষিন ত্রিপুরার

উদয়পুর মহকুমাধীন মহারাণীর বদলে সদর মহকুমার লেম্বুছড়ায় ফিসারী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে,, ।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় একটি ফিসারী কলেজ স্থাপনের (মিনিস্টার) সিদ্ধান্তের কথা কেন্দ্রীয় সরকার গত ৪/১০/৮৮ ইং তারিখে ত্রিপুরা সরকারকে জানান। সম্ভাব্য স্থান আইডেনটিফাই করার জন্য বলেন। স্থানটি রাজ্য সরকারকে বিনামূল্যে দিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত সাইট সিলেকশান কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে। আই. সি, এ, আর গত ৫/৬.৮৯ ইং তারিখে জানান যে কলেজটি আই. সি. এ. আরের অধীনস্থ সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারেল ইউনির্ভাসিটির অধীনে স্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত কলেজের জায়গাও আইডেনটিফাই করার জন্য উনারা বলেন। তদনুযায়ী মৎস দপ্তর লেম্বুছড়া, সেকেরকোট এবং উদয়পুরের মহারাণীতেও জায়গা দেখেন। এবং জায়গাগুলির নকশাও তৈরী করে রাখেন। ১৯৯০ইং সালের ১৩ ও ১৪ ইং জুলাই আই, সি, এ, আরের মনোনিত প্রতিনিধি ডঃ এস. ডি ত্রিপাঠির নেতৃত্বে একটি টিম ত্রিপুরায় ফিসারী কলেজ স্থাপনের জন্য এবং একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য সফর করেন। টিম সহ তিনি লেম্বুছড়া, সেকেরকোট ও মহারাণীর জায়গা পরিদর্শন করেন পরিদর্শনের পর লেম্বু ছড়াতে কলেজ স্থাপনের জন্য প্রাথমিক মতামত দেন এবং জানান যে. চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাইট সিলেকসান কমিটি গ্রহণ করবে। এডভান্স অ্যাকশন হিসাবে ডাঃ ত্রিপাঠী ত্রিপুরা সফরের আগে উদয়পুরের মহারাণীতে ক্যানেল ডিভিশন-এর পি, ডাব্লিউ, ডির খালি হওয়া জায়গাটি মৎস্য দপ্তর বিনামূল্যে নিয়ে নেয়! যাতে সাইড সিলেকশন কমিটি যদি উক্ত জায়গাটি পছন্দ করেন এবং যাতে জায়গার জন্য কলেজ স্থাপন করতে দেরী না হয়। ৩০.১২ ৯৩ ইং তারিখে দপ্তর টেলেক্সের উত্তরে আই, সি, এ, আর, রাজ্য সরকার জানান যে লোকসভায় সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটি বিল অনুমোদন হলে পরে কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু হবে। গত ২৬.১,৯৩ ইং তারিখে এক্ট পাশ হয়। উপরোক্ত বিল পাশ হওয়ার পরে ডাঃ ও. পি, ভাটনগরের নের্তৃত্বে একটি সাইড সিলেকশন টিম ৫ ও ৬ ই মে ১৯৯৩ ইং ত্রিপুরা সফরে আসেন এবং মহারানী ও সেকেরকোর্ট লেম্বুছড়া সফর করেন। এবং সবদিক বিচার বিবেচনার পর লেম্বুছড়াতে ফিসারী কলেজ স্থাপনের সর্বোত্তম জায়গা হিসাবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। মহারাণী ও সেকেরকোর্টে প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায় লেম্বুছড়ায় কলেজের জায়গা নির্বাচনের জন্য মতামত দেন। লেম্বুছড়া স্থান নির্বাচন

মুল কারণ হিসাবে প্রাথমিক পঠন পাঠনের জন্য বর্তমান আই, সি. এ আর কমপ্লেকস্ এর গবেষনাগার এবং বিজ্ঞানীদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা, রাজ্যসরকারের অধীন লেম্বুছড়ায় মৎস্য বীজ খামার ব্যবহারের সুযোগ, রাজধানী এয়ারপোর্টের সুবিধা ইত্যাদি কারণে।

গত ৪.৩.৯৫ ইং তারিখে মনিপুর কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ডাঃ এন, পি, সিং আগরতলা সফরকালে ত্রিপুরা সরকারকে লেম্বুছড়ায় প্রস্তাবিত জমি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়কে হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক লেম্বুছড়াতে ফিসারী কলেজ স্থাপনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তরের নোটিফিকেশান হয়ে গেলে ১৯৯৫-৯৬ ইং শিক্ষাবর্ষে ফিসারী কলেজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়। উপরে বর্নিত কার্যক্রমগুলি অনুধাবন করলে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদয়পুরের মহারাণীতে কখনই ফিসারী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। শুধুমাত্র মহারাণীতে জায়গা দেখা হয়েছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত বদলের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার,— ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আর বেশী পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান করবেন না। কারণ বিরাট বিজনেস আছে পরে কিন্তু আপনারা বক্তব্যের সময় পাবেন না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রীর যে বক্তব্য স্যার, এই বক্তব্যের প্রথম অংশ এবং শেষের অংশের মধ্যে অনেকটা অমিল আছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রথমে বলেছেন যে. সাইড সিলেকশান কমিটি মনে করে মহারাণীতে সিলেকশন হবে এই জন্য সেখানে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে উনার বক্তব্যের মধ্যে আছে স্যার, এবং সেখানে জায়গাও দেওয়া হয়েছে এটা বলেছেন আবার পরে বলেছেন যে সেখানে —

মিঃ স্পীকার :— উনি বলেছেন কিন্তু আপনার কি কোন গলদ আছে ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমার বক্তব্য হলো মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, মন্ত্রীর বক্তব্য আমি গুরুত্ব দেব না স্যার ? আমার বক্তব্য হল সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছিল ১৪ কানি জায়গা এবং সেই জায়গা নিতে গিয়ে কিছু ভূমিহীনকেও সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে হয়েছে।

আজকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে এনে, যখন, উনি বলছেন কেন্দ্রীয় টিম সাইড সিলেকশান টিমকে এখানে উদয়পুরের যে পরিকাঠামো যেখানে মৎস্য চাষের পক্ষে উপযোগী সমস্ত পরিকাঠামো সমস্ত কিছু মোটামোটি আছে ! এই রাজ্যের মধ্যে আমরা সবাই জানি উদয়পুরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মৎস্য চাষ এবং মৎস্য ব্যাপার নিয়ে গবেষনার পরিকাঠামো বেশী। সেই জায়গায় ঠিকমত না বুঝিয়ে ঠিকমত রিপ্রেজেন্ট করা হয় নি। যার কারণে এটা লেম্প ছড়ায় নিযে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে উদয়পুরের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই জিনিষটার উপর নজর নেওয়ার চেষ্টা করবেন কিনা।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি কখনো বলিনি আমার রিপোর্টে যে রাজ্য সরকার সাইড সিলেক্শান মহারানীতে করেছিলেন। স্যার আমি এখানে বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার গত ৪,১০,৮৮ ইং তারিখে যে চিঠি দিয়েছেন, এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে সাইড সিলেকশান কমিটির দ্বারা জায়গা অনুমোদিত হবে। আমি এখানে বলেছি যে এডভান্স এাকশান হিসাবে রাজ্যসরকার ডঃ ত্রিপাঠী ত্রিপুরা সফরের আগে মহারানীতে পি, ডাব্লিও, ডি, দপ্তরের ক্যানেল ডিভিশনের খালি জায়গা নিয়েছেন। সুতরাং রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ধরনের কোন কথা আমি কোথাও বলিনি বা আমার রিপোর্টেও তা নেই। আর এখানে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছেন যে সাইড সিলেকশান্ কমিটি কতৃক অনুমোদিত হতে হবে। সুতরাং আর কোন প্রশ্নই উঠেনা। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার তার টাকা বহন করবেন। সুতরাং তাদেরও একটা মতামতের প্রয়োজন আছে। আমরা রাজ্যসরকার এখানে এখনো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। উনারা উনাদের মতামত চুড়ান্ত ভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— আর কি পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান আছে, সব শুনেছেন তো ! আর কি আছে। উদয়পুর হওয়ার হলে তো হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার একটা মাত্র পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার আমাকে বলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এইভাবে তো হলো না। আপনারা বলবেন সাউথ ত্রিপুরায়, আমরা বলব উত্তর ত্রিপুরায় অন্যরা বলবেন পশ্চিম ত্রিপুরায়।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রী এখানে এটা পরিস্কার করবেন কিনা, উনি যা স্টেটমেন্ট দিলেন উটা শুনলাম, কিন্তু জোট সরকারের আমলে আমরা পত্রিকায়, রেডিওতে শুনেছি যে উদয়পুরে মৎস্য কলেজ হচ্ছে। এটা জোট সরকারের আমলে কেবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত ছিল কি? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : - স্যার, আমি এখানে বলেছি যে জোট সরকার, রাজ্যসরকার বা বর্তমান সরকার কেউ এখন পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেনি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখনো সাইড সিলেকশান করেনি, এখন বললেন যে সাইড সিলেকশান কমিটি কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নেবেন কিনা এই উদয়পুরে করার জন্য?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বুঝতে ভুল করেছেন, সাইড সিলেকশান কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। সাইড সিলেকশান কমিটি তাদের মতামত দিয়েছে, এখন আমরা রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত নেব যে তাদের প্রস্তাবিত জায়গায়ই করব কিনা, না অন্যত্র জায়গা দেখাব।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— আমার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশানটা হচ্ছে যে এটা পরিস্কার কিনা, এখনো রাজ্যসরকারের হাতে ক্ষমতা স্যার। সেই জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী তা মহারানীতে করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, অনেক হয়েছে।

GOVERNMENT BILLS—Intruducted

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল The Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 3 of 1995).

এখন মাননীয় রেভেনিউ মিনিস্টার কে অনুরোধ করছি The Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 3 of 1995)

উৎথাপন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোভ করতে।

Shri Samar Chowdhori (Minister) : – Mr. Speaker Sir, I beg to move to intruduce, The Tripura purches Tax Amendmend Bill 1995, (Tripura Bill No. 4 of 1995.

Mr. Speaker :— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি, মোশানটি হলো :--The Tripura purchae Tax (Amendmend Bill 1995, Tripura Bill No.4 of 1995). এর সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক। যারা এই মোশানের পক্ষে আছে তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন।

(হ্যাঁ' বলার কিছুক্ষন পরে)

যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছে তাঁরা "না" বলবেন।

(না' বলার কেউ নেই)

না' বলার কেউ নেই, সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি উৎথাপিত হল।

Sales sixth

Next. The Tripura sell Tax 6th amendmend bill 1995, Tripura bill No, 3 of 1995.

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিলটি হাউসে উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chowdhari (Minister) :— Mr, Speaker Sir, I beg to move to intrudnce 'The Tripura Sell Tax 6th amendmend bill, 1995, Tripura bill No. 3 of 1995.

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি. মোশানটি হল ঃ—

যারা এই মোশানটি পক্ষে আছে তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।

(হ্যাঁ' বলার পর)

যারা এই মোশানটি বিপক্ষে আছে তারা 'না' বলবেন।

না' বলার কেউ নেই, সুতরাং মোশানটি সর্ব সম্মতিক্রমে হাউস কর্তৃক গৃহীত হল।

মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি হাউসে পেশ করা বিলের অনুলিপি আপনারা অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিবেন।

মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা ৮ জন এবং তিন জন মোট ১১ জন আছেন। কিন্তু সময় খুব কম সেট আমি হিসাব করে বলছি এবং কোন অবস্থাতেই সময় নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনারাই সময় কম পাবেন। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী, সময় ১০ মিঃ।

BUDGET ESTIMATES FOR 1995-96
General Discussion

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় যেহেতু কম যেহেতু পয়েন্ট ওয়াইজ ডিসকাশন করতে চেষ্টা করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব ১৯৯৫-৯৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন ত্রিপুরা বাসীদের জন্য, এটা শুধু আমাদের সদস্যদের নয় রাজ্যবাসীকেই সম্পুর্ণ হতাশ করেছে। এই বাজেটে সামাজিক দর্শনের কোন নিদর্শন নেই। এই বাজেট জনগণের মধ্যে কোন আশা আকাঙ্খা জাগাতে পারে নি, সেই জন্য তাদের মধ্যে কোন আলাপ আলোচনা আমরা লক্ষ্য করছি না। আমি কয়েকটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করছি যে এক নং এই বাজেটে যারা গৃহিনী, মহিলা তাদের কল্যাণের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে এই ইংগিত এখানে নেই। ২ নং বেকারদের চাকুরী কর্মসংস্থানের জন্য তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলার জন্য কোন চিন্তাভাবনা এই বাজেটে নেই। তিন নং যারা শ্রমিক তাদের আয়ের উৎস বাড়ানোর কোন রূপরেখা এই বাজেটে নেই। চার নং সরকারী এবং আধাসরকারী কর্মচারীদের জন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্কারভাবে এই বাজেটে প্রতিফলিত হয় নি। কৃষকদের জন্য তাদের চাষবাসের সুযোগ সুবিধা, পানীয় জল বীজ যন্ত্রপাতি সরবরাহের কোন কথা এই বাজেটে বলা হয় নি। কত জমি চাষের আওতায় আসবে তার তথ্যচিত্র অনুপস্থিত। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে দশরথ বাবু উনার ভাষণের প্রথম দিক এবং শেষ দিকে যা বলেছেন সেটা পরস্পর বিরোধী! প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন প্রথম পৃষ্ঠায় যে ত্রিপুরায় ব্যাপক অর্থনৈতিক আঘাত এনেছেন। শেষের দিকে আশা প্রকাশ করেছেন যে দশম অর্থ কমিশন টাকা বেশী দিলে এই ঘাটতি মেটানো যাবে। এটা এনটিসিপেটেড বাজেট একটা নির্বাচিত সরকার এভাবে এনটিসিপেটেড বাজেট করতে পারে এটা

আশা করা যায় না। ১৮০ কোটি টাকার ঘাটতি পূরন করবে দশম অর্থ কমিশন। ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগেও বাজেট হয়েছিল ১৯৮৮-৮৯এ সেখানে ঘাটতি ছিল ৩,২৪ কোটি টাকা। সেটাও হয়েছিল সরকারী কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য। ১৯৯০—৯১এ রিভাইজড বাজেটে উদ্বৃত্ত ছিল ১,৪ লক্ষ টাকা। ১৯৯১-৯২ এ ২২—৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল। এটা শেষ চিত্র। তারপর এখন যা দেখছি ৫ পৃষ্ঠায় ১৪ পয়েন্টে যা বলা হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটার পর একটা এই দপ্তরে এত টাকা, এই দপ্তরে এত টাকা!

একটার পর একটা দপ্তরের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ ৯৫ সালে এত, আর ১৯৯৫-৯৬ সালে এত হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ অনেক বেড়ে গেছে। এইভাবে ত্রিপুরার মানুষের বিশাল কল্যাণ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। এখানে একটি করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। করুণ বলছি আমি এই কারণে, দশম অর্থ কমিশন থেকে কত পাওয়া যাবে তা না জেনেই এখানে ১৮০ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। যদি দশম অর্থ কমিশনের কাছ থেকে আশানুরূপ টাকা না আসে, তাহলে টোটাল বাজেটের ১৫ শতাংশ কাট ছাট করতে হবে। নর্মালি দেখা গেছে আর্থিক নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য ৫ থেকে ১০ শতাংশ কাট ছাট করতে হয়। তাহলে আমাদের ২৫ শতাংশ কাট ছাট করতে হবে। তাহলে এর হিসাব কি? এই যে বক্তৃতায় বললেন, তপশিলী জাতির জন্য এই করেছি. অনগ্রসর জাতির জন্য এই করেছি, কৃষকের জন্য এই করেছি। এসব বলার কি দরকার ছিল, কারণ. কিছুই করতে পারবেন না। এই বাজেটের কোন মাথা মুণ্ডু নেই। এটা পরিবর্তন বাজেট। এটা পাশ করা যায় না। এই বাজেটকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া!

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনারা প্রত্যেকে ১৫ মিনিট করে সময় পাবেন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :-- আমি শেষ করে ফেলব। আমি আরো একটু সর্ট করছি। শ্রমিকদের সম্পর্কে বলতে চাই। হ্যাণ্ডলুম-হ্যাণ্ডি ক্র্যাফ্টে ১.৫০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার বাজেট। যদি কাট হয়, তাহলে কি করে গতিশীল হবে? স্যার ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এস. সি, এস, টি, দের জন্য রাখা হয়েছে। কারণ এরা ৫৬ শতাংশ মানুষের রিপ্রেজেন্ট করছে। তারপর এই বাজেটের ঠিক ঠিকানা নেই। ও, বি. সি, এস, সি, এস, টি ওরাই সবচেয়ে বেশী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস

করা মানুষ। কাল অমলবাবুর বক্তৃতার পর পবিত্রবাবু কিছু উল্লেখ করেছিলেন। সে সম্পর্কে আমি কিছু না বলে পারছি না। পবিত্রবাবু বলেছেন, "কংগ্রেস রেলওয়ের জন্য কিছু বলছেন না"। স্যার, দশম অর্থ কমিশনের কাছে আমাদের কংগ্রেস পার্টি থেকে কি রিকমেণ্ডেশান ছিল তা একটু না বলে পারছি না। আমরা ১০ম অর্থ কমিশনের কাছে দাবী করেছি, আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করার জন্য। আমরা জানি, আপনাদের পার্টির কিছু অ্যাকসেপ্ট হয় নি। আমরা আমাদের ত্রিপুরার পপুলেশানের কথা বলেছি, বলেছি এ, ডি, সি এর কথা। শিল্পের কথা বলেছি। গ্যাস প্রজেক্ট, মিথানল প্রজেক্ট এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর যে অ্যাসুরেন্স ছিল তিনটি ডিষ্ট্রিকটে তিনটি শিল্প কারখানা গড়ে তুলার কথা তা আমরা বলেছি। স্যার, সময়াভাবে আর বেশী কিছুই বলতে পারছি না। পরে সময় সুযোগ পেলে বলব। পবিত্রবাবু বলেছেন, "আমরা মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করি নি"। এটা বলে আপনি বাস্তবকে অস্বীকার করছেন। আপনি জানেন, সুপ্রীম কোর্টে কেস পেণ্ডিং ছিল। ১৬ই নভেম্বর ১৯৯২ ইং এর আগে শ্যামাচরণ ত্রিপুরার রিপোর্ট পেশ হয়েছিল। আপনারা কি তার থেকে বেশী এগিয়ে গেছেন? আপনারা জানেন, ডিসেম্বর ১৮ তারিখ ইলেকশান নোটিশ জারী হয়েছে। সত্য তথ্য যাতে মানুষের কাছে পৌছয় সেটা দেখতে হবে। একটি সরকার চলে গেলে তার কাজকর্ম অন্য সরকারকে করতে হয় এটাই নিয়ম। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য জনগনের উন্নয়ন করা। আমরা খেলা-ধুলা, স্টেডিয়াম, ট্যুরিজম সবদিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলি আপনারা এসে করেছেন। আপনাদের কাজগুলি আমরা শেষ করেছি। আপনারাও অনেক কাজ করেছেন। সব কাজ কাজই শেষ করে যেতে পারেন নি। সেগুলি আমাদের আমলে হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। চিৎকার করে লাভ নেই। আমরা ধরেছি; কিন্তু শেষ করতে পারি নি। ইনিসিয়েট করেছিলাম সেখান থেকে আপনারা টেনে নিয়ে আসবেন। বাজেট বাস্তব অবস্থাটাকে বিবেচনা করে প্রত্যেককে কথা বলতে হবে। কারণ রাজ্যের অবস্থা খারাপ পি, ডি, এফ সিস্টেম প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, পি, ডি, এফ সিস্টেমের কথা একজন সিনিয়র মোষ্ট মেম্বার তিনি আজকে এই বিধানসভায় অনুপস্থিত নৃপেনবাবু বলেছেন "দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে গ্রামে কাজ নেই, পাহাড়ে কাজ নেই দুর্ভিক্ষের নাভিশ্বাস উঠেছে"। ছোট ছোট কৃষক, ছোট ছোট দোকানদার যারা নিজেদের জীবিকার জন্য বাজারে যেতে পারছে না এমন একটা রাজ্যের পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরনের একটা বাজেট পেশ এমন অবস্থার

মধ্যে মানুষের স্বস্তি বাড়া তো দূরে থাকুক মানুষকে আরও নিস্পৃহ করে তুলেছে। আমরা জানি বিশেষ করে আপনারা উগ্রপন্থীর প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু সময়ের অভাবের জন্য বলতে পারব না। এই উগ্রপন্থীদের কথা আমার মনে আছে দশরথবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দিল্লীতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন ৭৫০ জন উগ্রপন্থী আছে। অবাক হয়েছি ২৪৬৭ জন উগ্রপন্থী নুতন পোষাক পরে সাংঘাতিক সেজে গুজে এরা উপস্থিত হলো। আমরা চাই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হোক কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসই হোক, সি. পি. এমই হোক, ফরওয়ার্ড ব্লকই হোক কোন রাজনৈতিক দল যদি সঠিকভাবে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এই রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে বাবা, এটা বাস্তবে বার বার প্রমানিত হয়েছে। কাজেই আমার অনুরোধ সবার কাছে থাকবে আমরা শুধু এখানে আপনাদের আক্রমন করতে চাই না, আমরা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সেখানে সহনশীল হওয়া দরকার, বাস্তববোধ সম্পুন্ন হওয়া দরকার। আগামীদিনের রাস্তা তৈরী করার জন্য, মানুষকে বাচাবার জন্য যদি সত্যি আমাদের মনে কোনরকম বিন্দুমাত্র কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সমস্ত সমাধানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এটা বার বার প্রমানিত হয়েছে রাজ্যের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে শান্তি শৃংখলার বাতাবরণ অত্যন্ত দরকার তা না হলে কোন অবস্থাতেই প্রগতির কোন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না সেই সংরক্ষন বাড়িয়েই হোক, কমিয়েই হোক, টাকার বেশী বরাদ্দ করেই হোক, আন্দোলন হবে ফ্ল্যাগ ফ্যাষ্টুন নিয়ে রাস্তায় বেড়োনো যাবে কিন্তু সার্বিক জনগণের কল্যাণের জন্য যে জায়গায় পৌছানো দরকার সেই জায়গায় পৌছানো যাবে না। কারণ বহু পরিকল্পনার বহু টাকা এসেছে বহু ভাবে সেটা ব্যয় হয়েছে কিন্তু এই কথা কোন সরকার জোর গলায় বলতে পারবে না যে আমরা সব অর্থ সঠিক ভাবে সঠিক জায়গায় পৌছে দিতে পেরেছি। আসল সমস্যার গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী : স্যার, আর একটু, শেষ করছি। এটা শুধু প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নয় আমরা যারা এখানে আসি তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সে দিকে আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া দরকার এবং সে দিক থেকে আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমরা নুতন যে প্রতিযোগিতামূলক শিল্প, বানিজ্যনীতি ভারত সরকার নিয়েছেন তার সুফল ফলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ক্যাপিটেল

গ্রুপ ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রোথে ২৪ পারসেন্ট জিনিষ বৃদ্ধি হয়েছে। কৃষিতে আমরা স্বনির্ভর হয়েছি কিন্তু আমরা এখানেই দেখি বড়দলাতে এক দরে বিকতে হয়। আর মটচৌমুহনীতে আর এক দরে কত কথা বলব স্যার। লাল ঝাণ্ডা তুলে মাছ বিক্রি করেছিলেন সেই ঝাণ্ডা এখন কোথায়? আখাউড়া পার হয়ে গিয়ে সেই ঝাণ্ডা উড়ছে মাছ বাজারে। এই কথা বলে তো কোন লাভ নেই। গভর্ণমেণ্টে এলে অনেকে অনেক বড় কথা বলেন সেই জলের মাছ কোথায় গেল? এখন সেগুলি তিতাস দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছগুলি খলছে। এই সব বলে তো লাভ নেই তাই আমাদের বাস্তব সম্মত চিন্তা করা দরকার। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেটা নিয়েছেন সোমেনবাবু এখানে এসে কি বলছেন? আমাদের ত্রিপুরার কথা কিছু বলেন নি, সেটা আমার আপনার সবার দুঃখ। বড় ভাই পশ্চিম বাংলার কথা বলে সেখানকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশানের কথা বলেছেন। এখন তপন বাবু একজন তরুন যুবক উনি মন্ত্রী হয়েছেন আপনাদের দল থেকে করা হয়েছে হ্যাঁ, আমরাও এখানে বলেছি ত্রিপুরাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশানের জন্য আমাদের কোথাও ক্রটি থেকে থাকলে সেটা সংশোধনের জন্য যদি কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে সেই উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করব। কারণ আমরা চাই কৃষিতে এবং শিল্পে এই রাজ্য এগিয়ে যাক এটা শুধু ঝাণ্ডা-ধারী আন্দোলনের মাধ্যমে হবে না, বাস্তব সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে এবং দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে যদি আমরা চলি এবং চলতে পারি তাহলেই আমরা অগ্রসর হতে পারব এছাড়া আমাদের অগ্রসর হওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ১৯৯৫-৯৬ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু উপস্থাপনা করেছেন এক অর্থে এটা পরিস্কার বুঝা গেছে যে এটা এমন একটা ভিত্তির উপর তৈরী করে রচনা করেছেন যার কোন বাস্তবতা নেই, যদি না থাকে এই অনিশ্চয়তার ঝামেলা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে পোহাতে হবে। কাজেই বাস্তব সম্মতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পূর্ণাঙ্গ বাজেট এখন পেশ না করে কিছুদিন পরে দশম (১০ ম) অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে তার-পর এই বাজেট এখানে পেশ করা উচিত। তা না হলে প্রত্যেকটি সদস্য ভাল করে বিচার বিবেচনা করেন এই বাজেট পাশ করার মত বিন্দুমাত্র কারন, বিধানসভায় ঘটেনি। কারন এই বাজেটের সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই, এটা একটা হতাশার বাজেট হিসাবে পরিনত হয়েছে। বরঞ্চ এই বাজেটকে উইথড্র করে নিয়ে ভোট অন অ্যাকাউন্টস পাশ করিয়ে আগামী দিনে পূর্ণাঙ্গ বাজেট করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ১০ই মার্চ ১৯৯৫ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেট সম্পর্কে প্রথম কথা হল এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৭ সাল থেকে বিধানসভা চলছে, আমি নিজেও ৪ (চার) বার বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে 'আমাকে প্রতি বৎসর বৎসর বাজেট পেশ হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গেল তারপর জোট সরকারের আমল গেল, তারপর এখন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট। এই বাজেট সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আমি যেভাবে বাজেটকে মুল্যায়ন করেছি সেই মূল্যায়ন হচ্ছে যে এই রাজ্যে এই প্রথম একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, জাতি উপজাতি নিরক্ষর, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ৭৩ শতাংশের এর বেশী তাদের কথা বিবেচনা করেই এই বাজেট হচ্ছে দিক্ দর্শনকারী বাজেট। এই বাজেটটার নাম হচ্ছে দিক্-দর্শন যন্ত্র। এই বাজেট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় সদস্য অমলবাবু। বলেছেন এটা ৩ পাতার বাজেট। এইটা কোন বাজেট হতে পারেনা। আছে আপনাদের ৯ পাতার বাজেট। ৯২ সনে তখন রঘুনাথ রেড্ডী রাজ্যপাল ছিলেন, সুধীর বাবু মুখ্যমন্ত্রী। উনার আমলে ৯ পাতার বাজেট। আর এটা হচ্ছে ৩ পাতার বাজেট। আপনাদের ৯ পাতার বাজেটটা হল চালকুমড়া, আর এই ৩ পাতার বাজেটটা হল টমেটো। কোন্‌টা ভাল ? চালকুমড়া ভাল না টমাটো ভাল ! এই চালকুমড়া স্যার, অনেক পচা থাকে, এটার মধ্যে পচা কথা, আমাদের এই ৩ পাতার বাজেট টমেটোর মত ভাইটামিন। স্যার, এই বাজেট খুবই গুরুত্বপুর্ন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য রতনবাবু বলেছেন এটা লক্ষ্যহীন বাজেট, এটার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। স্যার, একটা গল্প আছে। হবু রাজা গবু মন্ত্রী। একদিন একটা সুন্দর পাখী গাছের ডালে এসে বসেছিল। তখন হবু রাজা মন্ত্রী গবুকে ডেকে বললেন, "হবুরে পাখীটাকে ধরে আন্"। তখন হবু বলে যে "রাজামশাই পাখী যে ধরতে যাব পাখী যদি উড়ে গিয়ে আমাকে মেরে ফেলে"। রাজা বললেন তাহলে পাখীর পায়ের মধ্যে একটা শিকল বেঁধে দিবি, পাখী যখন উড়ে যাবে তখন আমি শিকল ধরে টান দেব ! হবু রাজার নির্দেশে পাখী ধরতে গেল, পাখী যখন উড়ে যেতে আরম্ভ করল তখন হবু চীৎকার মারল, হবুর চীৎকার শুনে গবু মহারাজা মনে করল পাখী চলে যাচ্ছে, তখন শিকলে ধরে মারলেন টান, মাথা আটকে গেল গবুর মুণ্ডু নেই।

যেখানে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে এইবারের বাজেট কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়েছে, আমি তাই বলছি দিকদর্শন যেখানে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে দিশাহারা, এতবড় বিরাট একটা দেশের গনতন্ত্রের কি হবে, সার্বভৌমত্ব কি হবে, তার স্বাধীনতার আজ বিপন্ন, মানুষ কিভাবে বাঁচবে তার কোন রকম ব্যবস্থা নেই। সেই জায়গাতে এই দিকদর্শনের কথা আমি বলেছি, মহাসমুদ্রের মধ্যে যখন মানুষ দিক হারিয়ে ফেলে তখন এই দিকদর্শন কাজ করে। কাজেই আজকে ভারতবর্ষের একদিকে হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা যা, এই অবস্থায় দেশকে আবার বিদেশের হাতে তুলে দিচ্ছে। যেখানে নাকি ভারতবর্ষ আজকে এই অবস্থায় ঘুরছে তার স্বাধীনতা বিপন্ন সারা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ দেশটাকে নষ্ট করছে। গত তিনদিন আগে শুনেছি নরসীমা রাও তিনি মোটামুটি উচ্ছেদ হতে হতে আজকে কোন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন রাজ্য সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমার দেশের গরীব মানুষকে আমি কি দিয়ে ঐক্য করব তারজন্য কি কিছু আছে! এই যে একটা কেন্দ্রীয় বাজেট যেটা দিয়ে মানুষ অনেক কিছু আশা করেছিল, যাই হোক সেটা আর কি হবে। তারপর আমাদের ডাংকলে প্রস্তাব দিয়েতো আমি বিদেশের কাছে থেকে ভাত খেতে পারব। কিন্তু কেন্দ্রের বাজেটে কি তার কোন ইঙ্গিত আছে। সমস্ত ধনীদের জন্য আজকে বাজেট পেশ করেছেন, তিন দিনের মধ্যেই মাসুল, এই হল দিকদর্শন। কাজেই ভারতবর্ষের মানুষ যাবে কোথায়? তিন দিন আগে ইলেকশানে মহারাষ্ট্রের মত রাজ্যও কংগ্রেসের হাত থেকে চলে গেল। আমাদের এবারের বাজেট গত বছরের বাজেটের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, আমরা এবারের বাজেটে গ্রামের গরীব মানুষের প্রতি বেশী করে গুরুত্ব দিয়েছি। গ্রামের মানুষ কি পেয়েছে। গ্রামের মানুষের জন্য কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাস্তাঘাট এগুলি বেশী করে গুরুত্ব পেয়েছে, এটা বাজেটে লেখা আছে পড়ে দেখুন। কালকে আমার সমীরদা কি বললেন, অডিটর জেনারেল রিপোর্টটা কি বেরিয়েছে, এই রিপোর্টে পরিস্কার বলেছে গত পাঁচ বছর অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা কি [পর্য্যন্ত ছিল, ওভার ড্রাফট আপনারা কতগুলি কেটেছিলেন বলুন। অডিটর জেনারেল রিপোর্টে পরিস্কার ভাবে বেরিয়েছে ৬৮৮ কোটি টাকার কথা, এর পরেও আবার এই সব কথা বলেন আপনারা! এই গুলির কোন তাল নেই, এগুলি হলো তাল মাতালের কথা। — — — আমাদের কথা হলো স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ-যে তাদের কথায় কি হবে-আজকে ধরুন 'দিগদর্শন'-আজকে তারা এইখানে লাল ঝাণ্ডার কথা বলেছেন। লালঝাণ্ডা কি? আমার সমীর দা এই বার বাজেট অধিবেশনের প্রথম রাজ্যপালের ভবনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে বিকৃত করতে চেয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন যে দশরথ দেব বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন করেছিলেন। এইটা কি করে যে বললেন আমি এইজন্য অত্যন্ত চিন্তিত। কারন উনিও যেখানকার আমিও সেইখানকার ছেলে

সেই ব্রাহ্মনবাড়িয়ার। আমরা এখানে নূতন এসেছি প্রায় ৫০ কি ৬০ বৎসর হবে, কিন্তু আমরা এখানে এসে ত্রিপুরার ইতিহাস যদি না জানি তাহলে আগামী দিনে সমূহ বিপদ। কিন্তু উনি যেটা বলেছেন এটার কি কোন মিল আছে? আজকে এখানে দিগ্‌দর্শন কেন বলেছি-যা' এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, এই ত্রিপুরাকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত আমরা করব। তারজন্য বিরাট পরিকল্পনা চলছে-কিন্তু কেউ তো বললেন না এই সম্পর্কে একটি কথা? জহরলাল নেহেরু এই নিরক্ষরতা সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলেন যে' যদি স্বাধীনতার যথার্থ স্বাদ পেতে হয় তাহলে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হবে। তা না হলে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যাবে না। এই নিরক্ষরতাই শোষণের ভিত্তিকে দৃঢ় করে। কিন্তু আজকে কোথায় গেলো সেই জহরলাল নেহেরুর কথা আজকে স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও কেন এত লোক নিরক্ষর?

আজকে যদি আমরা এখানে দশরথ দেবকে জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তুলনা করি। আপনারা দশরথ দেবকে বলেছেন যে তিনি বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসটা কি যেটা আমরা দেখেছি-তা' বলছি। এই দশরথ দেব হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে যখন লেখাপড়া করছিলেন তখন আমরা শুনেছি সেই বসন্ত দাস, তারা তখন তাকে নিজের আপনজন বলে মনে করতো এবং দশরথ দেব তাদের বাড়ী এসে পড়াশুনা করতেন। তখন এই বসন্ত দাস এরা তাকে বলেছেন যে "তোমরা নিপীড়িত জাতী, তোমরা এখানে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে তোমাদের দেশে গিয়ে তোমাদের জাতির পাশে গিয়ে দাঁড়াও"। আমরা তোমাদের সাহায্য করব"। এই ছিল ইতিহাস তারপর দশরথ দেব, সুধন্ন দেববর্মা এবং আরো চারপাঁচটি ছেলে যখন সেখান থেকে বি এ, পাশ করে দেশে ফিরে এলো তখন ত্রিপুরার রাজা তাদের ডেকে বললেন যে-তোমরা আমার দেশের ছেলে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে এসেছ-আমি তোমাদের ভোজ দেবার জন্য নিমন্ত্রন করলাম"। তারপর আরো কি হলো এরপর ত্রিপুরার মহারাজা যখন দশরথ দেবকে বললেন যে "তুমি এখন আমার দেশের মন্ত্রী হও" তখন দশরথ দেব মহারাজাকে কি বলেছিলেন (মাননীয় সদস্য রতিবাবু শুনে রাখুন প্রকৃত ইতিহাস) যে আমি এইভাবে মন্ত্রী হতে চাই না আমি দেশের প্রজার ভোটেই মন্ত্রী হতে চাই" এই ছিল ইতিহাস। তারপর শুরু করলেন জনশিক্ষা আন্দোলন। এই জনশিক্ষা আন্দোলন যখন শুরু করলেন তখন বসন্ত দাস, বীরেন দত্ত এরা এসে দশরথদেবকে বললেন যে "দশরথ, তুমি জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু কর। "তখন দশরথ দেব বললেন যে—এই রাজা বড় অত্যাচারী রাজা, সে রতনমনি রিয়াংকে ফাঁসি দিয়েছেন কাজেই সেই রাজা কি এটা মানবে"? তখন তারা বললেন যে—"না, আমরা আছি, আমরা তোমাকে সাহায্য করব'। এরপর তখন থেকেই দশরথ দেব এই জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু করলেন।

তারপর স্যার, এই জহরলাল নেহেরু যিনি বলেছিলেন যে নিরক্ষরমুক্ত না হলে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যাবে না, তিনিই সেই ১৯৪৮-৪৯ সনে এই জনশিক্ষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য মিলিটারী পাঠিয়েছেন।

আজকে আমরা কি দেখলাম—আমাদের রাজ্য স্বাক্ষরতা অভিযানে সফল হয়েছে। কেরেলার পরেই –এমনকি পশ্চিমবঙ্গের আগেই আমাদের স্থান হতে চলেছে। সেটা আমরা করতে পেরেছি এই দশরথ বাবুর নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর সংস্পর্শে এসে। আজকে আমাদের রাজ্যে ৬০ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী—স্যার, এখানে বসে তখন নৃপেনবাবু-দশরথ বাবুদের সমীরবাবুরা বলতেন 'চাংদোলা' করে পাঠিয়ে দেবেন। রাশিয়াতে নাকি এখন আমরা নেই। আজকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কি? কিন্তু এখানে আমরা আমাদের লক্ষ্য অনুসারে আবার ক্ষমতায় এসেছি। সারা ভারতবর্ষেই আমরা এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি। আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্য-সম্প্রীতি রক্ষা করছি। আমি স্যার, আবার বাজেটে চলে আসছি। কৃষিতে গত বছর যেখানে ধরা ছিল ১৮ ১০,০০০'০০ টাকা এবার সেটা ধরা হয়েছে ২৬ কোটির মত। গ্রামোন্নয়ন খাতে গত বছর ধরা হয়েছিল ২৪,৮৫,০০০'০০ টাকা এবার সেটা ধরা হয়েছে ৩৭ কোটি টাকার মত। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, এবার সেটা বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। তাতেই বুঝা যায় যে আমরা উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে কি ধরনের অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বিদ্যুতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, সেটা এবার হয়েছে ১০৩ কোটি টাকার উপর। এইভাবে সমস্ত খাতের টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে। এখানে বেকারদের কথা বলা হচ্ছে। কেন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য বেকার কাজ পাবে – একটি বেকারও কর্মহীন থাকবে না। সব দিক লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, যেটা আমরা এবার করছি তাদের মাধ্যমে সর্বত্র উন্নয়নমূলক কাজ করবে। ও, বি, সি, এস, সি, এস টি সবারই ব্যাপার এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। ৮০ জুনের দাঙ্গার নায়ক ছিল বিজয় রাংখল। তারপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দিল্লীতে বিজয় রাংখলকে রাজা বানিয়ে দিয়েছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : — সেই সমীরদা একেবারে নিজে মহকুমা গিয়ে নেমেছিলেন, থানা পর্যন্ত নেমে গিয়ে দারোগাবাবুকে ধমকাইয়াছেন। আসলে অশ্ব ডিম্ব কিছু পেয়েছেন। ঐ কাজল দাসকে জয় করে গিয়েছেন কিন্তু কাজ হয়নি। কাজেই আমরা যখন এসেছি তখন পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি সামনে এ, ডি, সি, নির্বাচন আমরা চাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হউক। কিন্তু স্যার, ওরা আমাদের নির্বাচন করতে দেবে না এখন নতুন চক্রান্ত শুরু করছে। এখন আবার দাবী করছে স্ব-শাসিত রাজ্য।

মিঃ চেয়ারম্যান : - মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী : — কাজেই সেই সময় যখন আমরা দাবী করেছি যে, ষষ্ঠ তফসীল নির্বাচন আমরা করব এবং নির্বাচনের দিন ঘোষনা করেছিল, সেই দিন কংগ্রেস ছিল না, সেই দিন উপজাতি যুব সমিতি আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে নির্বাচন করার জন্য রাজী হয়েছিল। কিন্তু তারপরে তারা বৈঠক সম্মেলন করে বললেন যে এখন নির্বাচন না, ১৯৪৯ সন থেকে বাঙ্গালী তাড়াও। সেই সম্মেলনে মহারানী বিভু দেবী রতিমোহন জমাতিয়া এবং বিজয় রাংখলসহ সকলে একমত হয়ে বাঙ্গাল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর আমাদের সিদ্ধান্তকে অসম্মাননা করে। আমরা কোন রকম ভাবে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছি। যখন আবার নির্বাচন হবে তখন বলছে যে আমাদের স্ব শাসিত রাজ্য চাই? সর্বনাশ এটা আবার কোন স্লোগান? আমরা সেই দিন দেখেছি কংগ্রেস মঙল কি চিন্তা করে আমরা বলেছি রাজ্যের মধ্যে আবার কি স্ব শাসিত রাজ্য এটা হবে না। এখন যে বিজয় রাংখলকে দিয়ে টিস্যানী দিচ্ছেন কিন্তু আমি জানি না কংগ্রেস কি বলবে। শুনেছি সেইদিন সন্তোষ মোহন দেব বলে গেছেন যে না এটা হবে না। এরজন্য তারা খুব ঘুষ ঘুষি করছে। এখন জানিনা সমীরবাবু তাদেরকে আবার উস্কে দিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয় কিনা? সফল হবেন না। কাজেই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। পৌর নির্বাচনের কথা বলেছেন। পৌর নির্বাচন হবে, এ ডি, সি নির্বাচন হবে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করে সমস্ত

অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এই যে গ্রামের বাজেট আজকে সমস্ত নিপীড়িত মানুষের জন্য দেবার সীমিত যে ক্ষমতা বামফ্রন্টের আসুন আমরা এই কর্মসূচী নিয়ে যাই গ্রামে গঞ্জে। তারপর এই যে নতুন ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এই যে সাক্ষরতা অভিযান আমাদের চলছে, আজকে সবাই মিলে এই নিরক্ষরতামুক্ত অভিযানে মিলে শোষন-মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন। আসুন আমরা একমত হয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) : - মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক সালের বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী যা পেশ করেছেন এটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার নির্দিষ্ট সময়ে বক্তব্য শেষ করবার চেষ্টা করব। বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এবং বিকৃত করে বক্তব্য রেখেছেন। এবং এই বাজেটে যা ছিল সেই বাজেটকে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়ে হিসাব দিয়ে একটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। স্যার আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটা ছোট গল্প বলতে পারি। আমি একটা নাটকের গল্প বলব স্যার নাটকটি হচ্ছে সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগ জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মধ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে অজ্ঞানের পার্ঠ নিলেন হংসধ্বজ দেওয়ানের ভাই বিনোদ দওয়ান খুব মোটাসোটা। আর জ্ঞানের পার্ঠ নিলেন গোপাল চাকমা সে ছোট। অজ্ঞান মরতে হয় যুদ্ধ করতে করতে এক ঘটা হয়ে গেল যুদ্ধ তার থামে না অজ্ঞান আর মরে না। অজ্ঞানের হাতেও তলোয়ার আর জ্ঞানের হাতেও তলোয়ার। এই যুদ্ধ কিভাবে শেষ করা যায়? জ্ঞান বুদ্ধি করে অজ্ঞানের তালোয়ারটা মাটিতে চাপিয়ে দিয়ে পা দিয়ে পাড়া দিলেন তারপরে বললেন, "এই তোমারতো মরতে হয়, তুমি না মরলে কিভাবে যায়?" তখন সে বলে অ এইরকমনি তাহলে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দাও এখনতো মরতে পারি না। তারপরে জ্ঞানে এক ধাক্কা দিয়ে অজ্ঞানকে ফেলে দিলেন তারপর যুদ্ধ শেষ। মাননীয় সমীরবর্মনবাবু ১৯৯৩ সালে তার মন্ত্রীসভার মেয়াদ শেষ ত্রিপুরার জনগন বলছে যে তুমি পদত্যাগ কর, সমীরবাবু

পদত্যাগ করলেন না। দিল্লী থেকে বলছে যে তোমার মেয়াদ শেষ তুমি পদত্যাগ কর, কিন্তু সে করলেন না, আমার এখনো ক্ষমতা আছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে পারি। তখন নরসীমা রাও বললেন যে তুমি যদি পদত্যাগ না কর তা হলে তোমাকে এই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে ঘাড়ে ধরে এক্ষুনি নামিয়ে দেব। তারপরে পদত্যাগ করলেন। এই নাটক যা করেছেন তা ত্রিপুরার মানুষ জানেন। এখানে সমীরবাবু তার বক্তব্যে বলেছেন যে কেন্দ্র থেকে সমস্ত টাকা দিচ্ছে। যেমন জে, আর, ওয়াই, ই, ; এ, এস ইত্যাদি স্কীমের জন্য টাকা দিচ্ছেন। আমি তো শুনেছি উনি একজন শিক্ষিত এডভোকেট মানুষ, তিনি কি রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক কি তা জানেন না? রাজ্য সরকার থেকে রাজ্য সরকারের যা আয় হয় সেই আয়ের ৭৫ শতাংশ টাকা নিবে আর কেন্দ্র রাজ্যকে টাকা না দিয়ে থাকবেন এটা কোন মানুষিকতা আমি জানিনা। কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলিকে টাকা দিতে বাধ্য। আমরা যা বাজেট করব তার হয়তো কিছু কাঁটছাঁট করতে পারে। এটা নরসীমা রাওয়ের পৌত্রিক সম্পত্তি নয়। তা ভারতবর্ষের জনগনের সম্পত্তি। জে, আর, ওয়াই, বলুন ই, এ, এস, বলুন এই গুলির জন্য রাজ্যসরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিতে বাধ্য। কিছুক্ষণ আগে একজন কংগ্রেসের বিধায়ক এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্র যদি টাকা না দেয় তাহলে আপনারা কি করবেন। আমি বলছি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে টাকা দিতে বাধ্য। টাকাটা নরসীমা রাওয়ের সম্পত্তি নয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের উপর যে হস্তক্ষেপ করছেন তার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের লোক লড়াই করছে। আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি নরসীমা রাওয়ের এই হাত চিহ্ন আগামী লোকসভা নির্বাচনে থাকবে না। প্রথম ছিল আপনাদের জোরা বলদ, তারপর হয়েছে গাই বাছুর তার থেকে হয়েছে হলধর, তার থেকে হয়েছে হাত। এই হাত আগামী দিনে থাকবেনা। মনমোহন সিং দাবী করবে এই হাত আমি নেব আর নরসীমা রাও দাবী করবে এই হাত আমার। এন, ডি, তেওয়ারী বলবে হাত আমার। তাই আমি বলছি যে, এই হাত আগামীদিনে লোকসভা নির্বাচনে থাকবেনা। দিল্লী আমাদেরকে টাকা দিবে না, দিল্লী রাজ্য সরকারগুলিকে বঞ্চিত করবে আর দিল্লী আরামে থাকবে, ১০ কোটি টাকা কেলেঙ্কারী থাকবে না এটা হতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে, এই ত্রিপুরার উন্নতি করার জন্য ত্রিপুরার জনগণের জন্য কিভাবে

টাকা আদায় করতে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে কিভাবে দু'বেলা খাওয়ানো হয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। এটা আপনাদের শিক্ষা দিতে হবে না। মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন আমরা সব করেছি, বামফ্রন্ট কিছুই করেনি। আমরা অস্বীকার করছি না, আমরা বলছি না আপনারা কিছুই করেননি। হাঁ, মৃত এম, এল, এ,র চেয়ে জীবিত এম,এল, এ,র দাম কম। যারা এম.এল এ, অবস্থায় থাকবে তারা ভাতা পাবে ১৮ শত টাকা আর যে এম,এল এ, পেন্সনে যাবে তারা পাবে ২৫ শত টাকা এটা করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্তে করেছেন, পেন্সন নিবেন ২৫ শত টাকা। এটা আপনারা ভালভাবে জানতেন যে আপনারা আর ক্ষমতায় থাকবেন না। যদিও আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে গিয়ে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আমাদের ভোট না দিলেও জিতব। আপনারা জানেন নির্বাচন হলে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তাই জীবিত এম, এল, এ,র চেয়ে মৃত এম, এল, এ,র দাম বেশী করেছেন। এটা করেছেন আমরা অস্বীকার করি না। আর কি করেছেন এই বিধান সভায় তিন লক্ষ ৬০ হাজার টাকার রসগোল্লা খেয়েছেন। এটা করেছেন। ৬০ হাজার টাকা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দিতে হয়েছে। বিল রেখে গেছে। তাই বাজেটকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের উন্নয়নের জন্য এটা করা হয়েছে। সেইদিক থেকে এই বাজেট অনেক সমৃদ্ধ। আমি আশা রাখব যারা বিরোধী বেঞ্চে আছে তারা এই বাজেটকে সমর্থন করবে। সমীরবাবু তো মাথা খারাপ কেন্দ্রের অবস্থা দেখে কি করতে কি বলে এটা তিনি নিজেও বুঝেন না। আশাকরি আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম, নমস্কার॥

মি: চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মি: চেয়ারম্যান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব যে ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট পেশ করেছেন আমি তার সেই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের একটা কিছু যে মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেনি এবং এ বাজেট যদিও রতনবাবু বলেছেন একটু ভুল হয়েছে, উনি বলেছেন ৮০.১৬ কোটি টাকার ঘাটতি সেটা আসলে হবে ২১৫.৭৬ কোটি টাকা। যেটা ওরা বাজেট করতে দেখিয়েছেন ৩২ কোটি টাকা রেভিনিও রিলিপ। সেটা এক্‌চুয়েলি একটু

রিভিনিও রিলিপ করেন বা সেটা পাব্লিক একাউন্টয়ের টাকা। সুতরাং এটা যোগ করলে ৩৫ এবং ৮০'৭৬ কোটি হবে। ২২৫.৭৫ টাকা ঘাটতি বাজেট, যদিও গতকাল বিরোধী নেতা বলেছেন যে বছরের মাঝামাঝি. ট্যাক্স বসানো হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি বছর শেষ হওয়ার আগে থেকেই এখানে বিভিন্নভাবে ট্যাক্স বসানো শুরু হয়ে গেছে আরও কত হবে। আশাকরি ত্রিপুরার মানুষ এবং এখানে যারা দপ্তরে আছেন তারা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এখানে বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলেন নি। এই বিধানসভায় শ্রমমন্ত্রী বলেছেন যে এই দুই বছরের মধ্যে কোন নিয়োগ নীতি তৈরী হয় নি। শিক্ষিত বেকারদের আদৌ এই সরকার চাকুরী দিতে পারবে কি না কোন গ্যারেন্টি দিতে পারে নি। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে এর মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের তিন হাজারের উপর চাকুরী হয়ে গেছে। শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী না হলেও উগ্রপন্থীদের চাকুরী হচ্ছে পুর্ণবাসন হচ্ছে। সেই জন্য বাজেট করা হয়েছে। প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন সেখানে সাংবাদিকরা উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনার রাজ্যে কত উগ্রপন্থী আছে? উনি বলেছিলেন ১০০ এর মত কিন্তু সেটা দুই বছরে বেড়ে ২৪০০ এর উপর চলে গেছে। এবং আরও বাড়বে। এই বাজেটে এই রাজ্যের মানুষের জন্য বেকারদের জন্য কর্ম সংস্থানের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ও বি. সি, সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নি। ও, বি, সি. এর ছাত্র ছাত্রীরা কোন স্টাইপেণ্ড পাবে কি না যারা ও, বি, সি, সম্প্রদায় ভুক্ত তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে কি না। তার কোন উল্লেখ এই বাজেটে নেই পিছিয়ে পড়া একটা জাতি গোষ্ঠীর জন্য কিছু বলতে হয় তাই এক লাইন বলেছেন এখানে বিভিন্ন মন্ত্রীরা বলছেন যে এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত এম পি,রা এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কিছু বলছে না। এখানে দৃষ্টান্ত আছে। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছেন যে কি করে রাজ্যের উন্নতি করা যায়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার দুই এক মন্ত্রী ছাড়া আর কেউই উনার চিঠির উত্তর দেয় নি। সন্তোষবাবু দশরথবাবুকে চিঠি দিয়েছেন কি করে রেল লাইন আগরতলা পর্যন্ত আনা যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। দশরথবাবু উনার চিঠির রিসিপ্টটা পর্যন্ত জানান নি। আর, ব্রডগেজ হবে না অন্য কিছু হবে আসুন সে সম্পর্কে আলোচনা করি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেননি। তপনবাবু

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজনে সাহায্য করব। অনিলবাবু চিঠি দিয়েছেন। স্যার, অনিলবাবু যখন দিল্লীতে একটি মিটিংয়ে গিয়েছেন তখন অনিলবাবু সেখানে কি বলেছেন তা স্ব-উদ্যোগে কাম্পেকশান করে চিঠি দিয়েছেন এবং তখনকার মানব উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন বাবুকে দিয়ে করিয়েছেন। জিতেন বাবু চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠি পেয়ে মন্ত্রী কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মুকুল ওয়াসনিককে চিঠি দিয়েছেন বাধারঘাট কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। সে অনুযায়ী করা হচ্ছে। খেলা-ধূলায় বলুন, শিল্পে বলুন, বিজ্ঞান বলুন, প্রযুক্তি বলুন যে কোন ব্যাপারে সাহায্য সহযোগীতা চাইলে তা করা হবে। আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত এবং করছিও। স্যার, কিছুক্ষণ আগে সমরবাবু জানিয়েছেন, রাবার বোর্ডের মাধ্যমে জুমিয়াদের পুর্নবাসনের জন্য কোন রিজার্ভ ফরেষ্টের জমি এই রাজ্য রিলিজ করা হয় নি বা এটা সত্য নয়। স্যার, কেন্দ্রীয় পরিবেশ-বন মন্ত্রীর কমল নাথের একটি চিঠি আমি এখানে পড়ছি।

D. O No. 8-6-92-- FC

Dear Santoshjee,

Please refer to your letter of 14th February, 1992, regarding the world Bank aided project for the utilization of 9092 ha. of forest land for the purpose of rubber plantation in Tripura so as to re-settle the tribal Jumias at present engaged in shifting cultivation.

As you know, the proposal had been rejected by Ministry in October, 1990. In response to special request from you I agreed to have the matter reconsidered if a specific proposal on modified lines would be prepared by the State Government. A suitable proposal has since been received.

I am happy to inform you that after due consideration it has been decided to approve the diversion of 1500 ha. of forest land in the first instance. We have suggested certain measures for ecological conservation, which, am sure the State Government could fulfill. The diversion of subsequent areas would depend on the success of the first phase in both minimizing damage to

the State's ecology and at the same time benefiting the tribal Jhumias of the State as envisaged.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ফরেষ্ট রিজার্ভ নয়। মাননীয় সদস্য ধোঁকা দিচ্ছেন। ফরেষ্ট ল্যাণ্ড আর আর, এফ, এক নয়।

শ্রীদীপক নাগ :— আমি যদি ধোঁকা দিয়ে থাকি, তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনুন। স্যার, অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। স্যার, সব দিকে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন। আপনারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা আসছে। আর আপনারা সেটা নিজেরা করছেন বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম, ৭০ বছর হলে সবাইকে বার্ধক্য পেনশান দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছু দিন পর সেটা আপনাদের বলে চালিয়ে দেবেন। সারা রাজ্যে আমরা শুনতে পাই, ১ম বামফ্রন্ট, ২য় বামফ্রন্ট, ৩য় বামফ্রন্ট। এটা বলেই চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের ডেভেলাপমেন্টের কোন চিন্তা করছেন না।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীদীপক নাগ :— আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি স্বার্থের উগ্রপন্থী নিয়ে খেলা যে নাটক করছেন সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করুন। আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবেশ সৃষ্টি করুন, আইন-শৃংঙ্খলার উন্নতি করুন এবং উগ্রপন্থী সমস্যার মোকাবেলা করুন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য মাখনবাবু এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, আমি শুধু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের যদি কোন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক প্রশ্ন করেন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম উগ্রপন্থী কে? যদি ছাত্রছাত্রীরা বলে বিজয় রাংখল তাহলে শূন্য পাবে। সেখানে যদি কেউ দশরথবাবু বলেন তাহলে ১০০ এর মধ্যে ১০০ পাবে কারণ ১৯৪৯-৭২ সাল পর্যন্ত দশরথ বাবুর মাথার মূল্য ছিল ১০ হাজার টাকা সরকারী ঘোষণা। উনি আবার কেন্দ্রীয় বাজেটকে টমেটো বাজেট বলেছেন। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট অনুসারে শূন্য বাজেট। উনারা এখানে

জাতি উপজাতিদের জন্য বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু প্রাক্তন চীফ মিনিষ্টার নৃপেন বাবু বলেছেন "বারুদের স্তুপে ত্রিপুরা রাজ্য দাড়িয়ে আছে" এবং এখানকার শহরে যারা ট্রাইবেল আছেন তাদের পরামর্শ দিয়েছেন "আপনারা একটা আলাদা জায়গা বাইরে দেখে রাখুন"।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীদীপক নাগ :— আজকে যে অবস্থায় এনে এই রাজ্যকে পৌঁছিয়েছেন আজম নিজে খেলবেন না, উগ্রপন্থীদের সামলান। বাজিগর যে ভাবে পুতুল নাচায় সে ভাবে পার্টি অফিস থেকে তাদের নাচাচ্ছেন এটা বন্ধ করুন এবং এই রাজ্যের ডেভেলাপমেন্টের জন্য উদ্যোগী হোন। এই বাজেটকে আপনারা উইথড্র করে নিয়ে তিন মাসের জন্য অতিরিক্ত গ্রান্ট নিয়ে দশম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট যতক্ষণ পর্যান্ত প্রকাশ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যান্ত অতিরিক্ত গ্রান্ট নিয়ে এই বাজেট উইথড্র করে নিন। পূর্ণাঙ্গ একটা বাজেট পেশ করুন যখন দশম (১০ম) অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পেশ হবে সেখানে এই রাজ্যের জন্য কত টাকা সেংশান হয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে আপনারা বাজেট তৈরী করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) **ঃ—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ১০ই মার্চ, ১৯৯৫ইং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই কারণে যে বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। কাজেই এই জন্যই আমি সমর্থন করছি। এখানে এই রকম না যে আমাদের অঢেল টাকা আছে বড় বড় কথা বলব আর কাজ করতে পারব না। যতটুকু আমার কাপড় আছে সেই অনুসারে আমার কোর্ট হবে কাজেই এই বাজেট সে ভাবেই তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি একটু অতীতের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে কি দেখি? ওরা কোন নিয়ম কানুন মানে নি। ১৯৮৮ সালে নির্ব্বাচন হয়েছিল, সেই নির্ব্বাচনে আমিও কেণ্ডিডেট ছিলাম এবং কংগ্রেসেরও ছিল। সাব্রুমের গোবিন্দ মাঠে আমাকে পরাজিত করার জন্য সেখানে যা কিছু

বলে এলেন। প্রথমে কি বললেন, ভ্যাজীছে রেল আয়েগা, হাম সবকো এক এক নকরী মিলেগা এবং ঋণ মেলা জরুর মিলেগা''। এইগুলি কি স্যার।

এইগুলি কি? আপনাদের নরসীমা রাও কি বলেছিলেন, নির্বাচনের আগে? বলেছিলেন ১০০ দিনের মধ্যে জিনিস পত্রের দাম কমিয়ে আনব, প্রতি বৎসর ১ কোটি বেকারের চাকরী দেব। এইগুলি কি শৃংখলার কথা? যা খুশী তা বললেই হবে? ভারতবর্ষের মানুষ এত বোকা না। তারা সব বুঝতে পারে। যার জন্য আজকে কংগ্রেসের কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। নির্বাচন হচ্ছে, একটা একটা করে তাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। (বিরোধীদের উদ্দেশ্যে) বি, জে পির সংগে আপনাদের আঁতাত। বি, জে, পি, আসলে আপনারা জামা পাল্টিয়ে বি, জে পি, হয়ে যাবেন। যার জন্য বলছেন বি. জে, পি আসলে ভাল। ত্রিপুরা রাজ্যেও দেখছি আপনারা একসময়ে কংগ্রেসের জামা পাল্টিয়ে আমরা বাঙ্গালী হয়েছিলেন। ৮০ জুনের দাঙ্গার সময়ে আপনারা বি, জে, পি, র লেজুর হয়ে দাঙ্গা করেছেন। যাই হোক আপনারা ত ঋণ মেলা করেছিলেন, এখন একটা একটা করে ব্যাংক তার জন্য ধুঁকছে। আই, আর, ডি, পি, পাব না কেন আবার প্রশ্ন তুলছেন? কি করে পাবে? সব ব্যাংকগুলিকে গিলে ফেলেছেন। স্যার, শেয়ার কেলেংকারী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম কেলেংকারী এটা একটা আশ্চর্য কথা। হর্ষদ মেহতা বলেছেন, তাকে যদি নিরাপত্তা দেওয়া হয় তাহলে ভি, ডি, ও 'ক্যাসেটে দেখিয়ে দেবেন' দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ১ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর চেহারা। ত্রিপুরা রাজ্যে দেখছি উগ্রপন্থীকে সৃষ্টি করেছেন? রাজীব গান্ধী আর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা নন। অথচ পত্রিকার মধ্যে দেখেছি রাজীব বাংশলের চিঠিপত্রগুলি। ত্রিপুরার মানুষ দেখেছেন, ভারতবর্ষের মানুষও দেখেছেন বামফ্রন্ট সরকারকে হটাবার জন্য কি চক্রান্ত তারা করেছেন। কি গভীর চক্রান্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন তা ভারতবর্ষের মানুষ দেখতে পেয়েছেন। তারপর আবার কথা বলতে আসেন। লজ্জা হয় না আপনাদের? লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছেন। স্যার, কিছুদিন আগে মনুবংকুলে উগ্রপন্থী সাধানডোর করল। সেখানে ব্রাহ্মন্দ্রমগ চৌধুরীর কি দৌড়ঝাঁপ। কেন এত দৌড়ঝাঁপ। কি বলেছেন আমরা জানিনা।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী (জুলাইবাড়ী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমি প্রতিনিধি হিসাবে সব জায়গাতে যেতে পারি। উনি আমাকে বিনা দোষে দোষারোপ করছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান : - এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, আর বলছেন দশম অর্থ কমিশন অর্থ বরাদ্দ না করলে আপনারা টাকা পাবেন না। কেন? তাদের টাকা, না কি জনগনের টাকা, কেন তারা দেবেন না, যদি না দেয় তো বলব কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বঞ্চিত করেছে। আপনারাতো সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেছেন, একটা স্কুল ঘর নেই, একটা লিফট্ ইরিগেশান নেই, একটা পাওয়ার টিলার নেই। সবগুলিকে আপনারা ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। তাই এই গুলি সব আজকে আমাদের নতুন করে করতে হবে, ধ্বংস স্তুপে আবার প্রানের স্পন্দন জাগাতে হবে। আর এটা করতে হলে টাকার দরকার হবে। তাইতো বলি ত্রিপুরার জনগনের পক্ষে আপনারাও আসুন এবং এসে এই বাজেটকে সমর্থন করুন। আমরা দেখছি আঠারমুড়া লংথরাই, ছামনু প্রভৃতি এলাকাতে হাজার হাজার মানুষ আন্ত্রিকে ভুগলেন না খেয়ে মারা গেলেন তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর চার চারটা বন্যা হল খরা হল, আজকেও কি খরা চলছে ছড়াগুলি শুকিয়ে গেছে। এগুলির মধ্যে জলের সঞ্চার করতে হবে। কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই আজকে এটা পরিস্কার যে বাজেটে একটা দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে করা হয়, একটা সরকার তার কার্য্যধারাকে যে পরিচালনা করার জন্য একটা পরিকল্পনা ভিত্তিতে তাকে অগ্রসর হতে হবে। বাজেটে সেই পরিকল্পনার কথা এখানে আছে কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করুন। তাতে ত্রিপুরাবাসীর লাভ হবে আপনাদেরও লাভ হবে। ত্রিপুরাবাসী তাঁদেরকে মনে করতে পারেন না। এই কারণে যে তাদের জন্ম তো এখানে হয়নি, তাদের জন্ম ত্রিপুরার বাইরে হয়েছে, তারা বিদেশ থেকে এখানে এসেছেন। আমাদের জন্ম এখানে হয়েছে, তাই ত্রিপুরাবাসীর কথা আমাদের চিন্তা করতে হয়, তাদের দায়িত্ব তাঁদের জন্য আমাদের ত্যাগ করতে হবে তাদেরকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

ওরা বলেছেন আপনারাতো হেরে গেলেন—কিন্তু আমরা হেরে যাইনি, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য কোন কোন জায়গায় যদি কিছু হয়ে থাকে হতে পারে। কিন্তু আপনারাতো দিল্লিতে বাজেট পেশ করেছেন প্রতি কে, জি, চিনিতে এক টাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদেরতো টাকার অভাব নেই, বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা আনতে পারেন, আই. এম. এফ. থেকে টাকা আনতে পারেন কিন্তু আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন টাকা দেবে না? কাজেই আমাদের রাজ্যে মানুষের কল্যানে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বাজেট একটি কার্যকরী বাজেট এবং একটি নতুন বাস্তবতা সৃষ্টিকারী বাজেট—কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান):— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী পক্ষের অনেক সদস্যই বলেছেন যে, কেন্দ্র কেন টাকা দেবে? কেবল কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইবেন আপনারা সেটা হবে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কথা তারা বলেছেন। কিন্তু তাদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দেশের মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের কিছু দায়িত্ব থাকে। এবং সেই দায়িত্বটা নিয়ন্ত্রিত হয় সংবিধানের দ্বারা। এই কথাটা মাননীয় বিধায়করা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন। আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির সমান মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। আইনগত এবং সম্পদের দিক দিয়ে বৈষম্য থাকলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের অধিকার ভোগ সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে কেন্দ্রে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছে তারা বৈষম্যমূলক আচরন করছেন বলে আজকে ভারতবর্ষে এই ধরনের উগ্রপন্থী তৎপরতা নানা রকম গোলমাল দেখা দিচ্ছে—এই কথাটা উনাদের বুঝাতে হবে। আজকে ভারতবর্ষের যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে করে যারা পিছিয়ে রয়েছে, অনগ্রসর রয়েছে তাদেরকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই এই যে অর্থ সেই অর্থ কারো নিজস্ব সম্পদ বা অর্থ নয় এটি দেশের টাকা, দেশের স্বার্থে তাকে ব্যয় করতে হবে। এটিকে ভুলে গেলে চলবে না। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রের যারা পিছিয়ে রয়েছে যারা অনগ্রসর রয়েছে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই এই যে অর্থ সেই অর্থ কারো নিজস্ব সম্পদ বা অর্থ নয়, এটা দেশের টাকা দেশের স্বার্থে এটাকে ব্যয় করতে হবে। এটা ভুলে গেলে চলবে না। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্র দেবে কি দেবে না এটা কারো অনুগ্রহের ব্যাপার নয়, রাজ্য সরকার কারো অনুগ্রহ পেতে চায় না- এটা তাদের অধিকার কাজেই সেটা দিতে হবে। এটাই হচ্ছে বড় কথা। আপনার বাজেট প্রসঙ্গে সেই সেই বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে শিক্ষার কথা নেই শিল্পের কথা নেই, বেকারদের কথা নেই- এইগুলি বলেছেন। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য বা বাজেট সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা সংক্ষিপ্ত একটি বাজেট ভাষণ। এই ভাষণের মধ্যে দিয়ে তিনি একটা রূপরেখা তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাজেটটা যদি—সেখানে দেখলে কোথায় কি সংস্থান রাখা হয়েছে সেগুলি পড়ে পর্যালোচনা করলে ভাল হতো। কিন্তু বাজেটটা যদি ঠিকভাবে দেখার মত ধৈর্য্য থাকত যারা বিরোধী পক্ষে আছেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতেন যে এইগুলি রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কোন ধরনের ওভারড্রাফট গ্রহণ করেনি। আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছু বাড়তি টাকা দেয়। কিন্তু পরবর্তী বছরেই সেই টাকাটা আর দেয়নি। অথচ আমাদের কোন ওভারড্রাফট ছিল না। কেন দেয়নি? ব্যাংকগুলোর যারা টাকা খেলাপী তারা যারা একটা সরকার চালাতে গিয়ে পাঁচ টাকা নয়—ছয় করেছেন। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। বেকার বাড়ছে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণ সংশয় হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং পাঁচ হাজার টাকার ঘাটতিসহ একটি নির্বাচনী বাজেট এবার পেশ করেছেন। চিন্তা করে দেখবেন কোথা থেকে আসবে সেই টাকা? সেগুলি লক্ষ্য করা দরকার। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। কেন্দ্র থেকে একটা টিম এসেছিল এখানে মানুষের দুর্গতি দেখেছেন। তারপর একটাও

পয়সা না দেওয়ার কারণ কি? কেন দেবে না? সেই জন্যই আজ গুজরাট, — মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্য মুছে যাচ্ছে। তারপর দেখা যাবে গোটা ভারতবর্ষে নেই। এই নীতির জন্য এটা হচ্ছে। আজকে তারা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। তাদেরকে বলতে চাই দেওয়ালের লেখাটা পড়ে দেখুন। একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যান। তাহলে বুঝতে পারবেন মানুষ বাঁচার জন্য কিভাবে কষ্ট করছে। সেই মানুষদের উপর লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই বাজেট করা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা ক্ষমতায় আসার পরই করতে পেরেছি বলে আপনাদেরও গর্ববোধ করা উচিৎ। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করব। প্রাক্তন মন্ত্রীদের ফিরিস্তি এখানে আর বলতে চাই না। সি. এণ্ড এ. জি র রিপোর্ট হাউসে পেশ হয়েছে এবার সেটাতেই বিস্তারিত কিভাবে টাকা নয় ছয় করেছেন। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আর. ডি. এফ ভেঙ্গে আছে। মাননীয় সদস্যকে আমি চেলেঞ্জ করতে চাই আমরা সরকারে আসার পর কোথাও একটি আর ডি এফ ভেঙ্গে রয়েছে তার নিদর্শন দেখাতে পারবেন? কোথাও রেশন সপে রেশন যাচ্ছে না এই নিদর্শন একটাও দেখাতে পারবে না।

মাননীয় বিধায়ক এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন পি. ডি এফ ভেঙ্গে পড়েছে। আমি চেলেঞ্জ জানাই মাননীয় বিধায়ককে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর পি. ডি. এফ. ভেঙ্গে পড়েছে এই রকম একটা নিদর্শন দিন। কোথায় রেশন সপে রেশন পাচ্ছে না এই ধরনের একটা নিদর্শন আপনারা দিন। দুঃখের বিষয় হাউসে তিনি নেই কথা বলে গেছেন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত। আমি বলতে চাই, আমরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে যে খেলা আপনারা শুরু করেছিলেন স্যাবেরেজ'র দিকে ফেয়ার প্রাইস সপ একের পর এক স্যাবোটাজ করেছিল আমরা শক্ত হাতে সেগুলি মোকাবিলা করেছি। এবং বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে না খেয়ে মরতে দেব না এবং দেই নি। আর আপনারা বলেছেন পি. ডি. এফ ভেঙ্গে পড়েছে, কোথায় ভেঙ্গে পড়েছে? রেশন দোকানের হিসাব আমার কাছে আছে আমাদের একটা পরিকাঠামো আছে, সেখানে আমরা দেখেছি প্রতিদিন মনিট্যারিং হচ্ছে কোথায় কোথায় খাদ্য নেই, সেখানে খাদ্য পাঠাবার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা সেই কথা বলছেন না। এফ. সি. আই. যখন খাদ্য দেয় না, তাদের প্রতিশ্রুতি মত আমাদের জিনিষ দেয় না।

সেগুলির কথা বলতে পারেন না। সন্তোষ মোহন দেব মাননীয় মন্ত্রী তিনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দিতে পারেন দেওয়া উচিৎ। তিনি ত্রিপুরার জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত একজন এম, পি, ত্রিপুরার প্রতি তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য আছে। কিন্তু দুই দিন পর পর যে, এই কেরিং কনট্রাকটর এফ সি, আইর, আমরাতো শুনি দুষ্ট লোকে বলে সেখানেও নাকি সন্তোষবাবুর একটা গোপন খেলা চলছে। এর আগে এখানকার জিনিষপত্র আসতে দেয় না সেই সম্পর্কে কোন কথা নেই কেন? কেন কোন কথা বলা হচ্ছে না? আজকে লক্ষ্য রাখবেন এফ, সি, আই, দিতে পারে না বলে প্রচুর টাকা আমাদের খরচ করতে হয় ঐ গৌহাটি থেকে আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয় নিজেদের কনট্রাকটর দিয়ে, নিজেদের গাড়ী দিয়ে আমাদের আনতে হয় গৌহাটি থেকে। তাদের আগরতলা পৌঁছে দেবার কথা কিন্তু সেটা দিচ্ছে না এইগুলি সম্পর্কে আপনারা বলছেন না। কিন্তু একজন এম এল এ বলেছেন যে ... ভেঙ্গে পড়েছে কোথায় ভেঙ্গে পড়েছে? আমি আবারও বলছি যে, আপনাদের প্রতি চেলেঞ্জ রইল আপনারা জানাবেন কোথায় ভেঙ্গে পড়েছে? কংক্রিট আমরা কাজ করি, আমরা তাই জন্য বলতে চাই এইগুলি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে গেলেন সেই কথাগুলি রেকর্ড করে মানুষ জানবে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দেবার ধোঁকা দেবার একটা যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করা উচিৎ।

তারপরে বেকারদের কথা বলেছেন আমি বলতে চাই যারা এই বাজেট ভাষন পড়েছেন তারা কি দেখেন নি সাক্ষর বেকার, নিরক্ষর বেকার রয়েছে। ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় লক্ষ লক্ষ বেকার ছড়িয়ে আছে তারা লেখাপড়ার দিকে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে নি। তারা শ্রম করতে পারে অল্প লেখাপড়া শিখেছে। তাদের জন্য স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প যেগুলি আছে যেমন জে, আর, ওয়াই ; ই, এ, এস ; আই, আর, ডি পি ইত্যাদি প্রকল্পের ভিতর দিয়ে এদের জন্য আমরা কাজ চালু রেখেছি। কিন্তু আপনারা কি করেছিলেন? আপনারাতো এগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বেকারদের জন্য আজকে মায়াকান্না হচ্ছে। আজকে বেকারদের লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। সেই গুড়ে বালি সেটা হবে না। কারণ এখানে বলা আছে শিক্ষিত বেকারদের জন্যও কি করে কাজ দেওয়া যায় সেটা আমরা চেষ্টা করছি।

এই কথা উল্লেখ আছে মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে। কিন্তু আপনার কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে? নির্দেশ দিয়েছে চাকুরী বন্ধ রাখুন, চাকুরী দেবেন না। এরপরে কোন মুখে আপনারা সেই কথা বলছেন আমি বুঝতে পারি না।

তারপরে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা রামচন্দ্রনগরে হবে। সেটা হলে ত্রিপুরার উন্নতি হবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিল্পায়নের কথা বলেছেন, শিল্পায়নের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ করবার জন্য আমরা যখন প্রচেষ্টা নিতে চাই তখন আপনারা সহায়তার হাত বাড়ান না কেন? কেন কেন্দ্র সহায়তার হাত বাড়াবে না? আমিতো সেই কথাটা বুঝতে পারিনা। ত্রিপুরার শিল্পায়ন সম্ভব কোথায় কোথায় কোন কোন ক্ষেত্রে। ঐ গ্যাস একটা আছে, গ্যাস ভিত্তিক আমরা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই। সেটাকে ফলপ্রসু করতে পারলে, শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। গ্রামে গঞ্জে শিল্প যদি গড়ে তুলতে চাই, এগ্রিকালচারকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। সেই বিদ্যুৎ সম্ভব হবে তারজন্য আমাদের টাকা খরচ করতে হবে। আমরা জানি আমাদের রাবার আছে সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের শিল্প গড়ে উঠতে পারে, রাবার বেইস ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের ফল সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পায়নের কথা বলা আছে এই বাজেট ভাষণের মধ্যে। অথচ আপনারা বলছেন যে শিল্পের কোন কথা লেখা নেই। বাজেট এইগুলি যদি করা হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষের সার্বিক কল্যাণ হবে। আমরা কি দাবী করছি যে এই করলে ত্রিপুরার মানুষ স্বর্গে চলে যাবে, এই কথাতো বাজেটে দাবী করা হয় নি। এটা করলে মানুষের কিছুটা কল্যাণ হবে এবং এই মানুষ যারা নাকি দিন আনে দিন খায় গরীব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের স্বার্থের কথা, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বাজেট এখানে রাখা হয়েছে। বাজেট এইভাবে আমরা গ্রামীণ বিকাশের জন্য কৃষি ফলচাষ পশুপালন, মৎস্যচাষ হস্তশিল্প, রেশম কুটীর শিল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং গ্রামীণ যোগাযোগের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই তারজন্য টাকা খরচ করতে হবে, তারই জন্য বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তার জন্য টাকা খরচ করতে হবে। নবম অর্থ কমিশন ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করেছে। তাদের এই

বঞ্চনা পুশিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে। একটা অঙ্গ রাজ্যকে বঞ্চনা করা যায় না, এই দায়িত্ববোধ কেন্দ্রে আসতে হবে। এখানে যখন দশম অর্থ কমিশন এসেছিল আমরা তাদের কাছে পরিস্কার ভাবে বলেছি যে নবম অর্থ কমিশন যে ভাবে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে, আমরা আশা করব এই বঞ্চনাটা দশম অর্থ কমিশন আমাদেরকে পুশিয়ে দিতে হবে। এবং সেখানে আমাদেরকে অর্থ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং তা আমরা সঙ্গত-ভাবেই আশা করছি দশম অর্থ কমিশন আমাদের একটা ভাল অর্থ বরাদ্দ দেবে এবং দেওয়া উচিৎ। না দিলে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ জানে কিভাবে সংগ্রাম করে দাবী আদায় করতে হয়। রেল লাইনের প্রশ্ন তুলেছে রেল লাইন কেন হবেনা ত্রিপুরায়? শিল্পায়নের কথা আপনাদের মুখ থেকে বেরিয়েছিল, মাননীয় বিরোধী দলের বিধায়করা বলেছেন যে শিল্প কি করে হবে, রেল আসবেনা, ভারী যন্ত্রপাতি আসতে পারবেনা, ব্রীজগুলি নরবড়ে হয়ে আছে সেই গুলিতো মেরামত করতে হবে। এই রাস্তাতো চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় সড়ক এই রাস্তাটা রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব কাদের? এই দায়িত্ব তাদের। সেই দায়িত্ব তারা পালন করবেনা? এই রাজ্যে রেল লাইন না আসার ফলে আমাদের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে তা আপনারা চিন্তা করতে পারেন। লামডিং এ এসে সেখানে সিপ্টিং হচ্ছে। লামডিং এ এসে জিনিসপত্র নামবে, তারপর গাড়ী করে সেই মাল ত্রিপুরা রাজ্যে আসবে। তার ফলে পরিবহন খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম তার জন্য বাড়ে। এইগুলির কথা তো চিন্তায় রাখতে হবে। এই রেল লাইন যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে না আসে তা হলে কি করে শিল্পায়ন হবে, কি আমাদের উন্নতি হবে, কি করে ত্রিপুরার মানুষ সস্তায় জিনিস পাবে। সেটা কি করে আমরা আশা করতে পারি। কেন রেল বাজেটে পর পর দুইটি বাজেট গেল কেন ত্রিপুরার জন্য একটি পয়সাও বরাদ্দ হলনা এটা কেন হল এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব কেন? এই প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই আমরা করতে পারি। তাই আমরা চাই আসুন ঐক্যবদ্ধ ভাবে চিন্তা করুন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবেন না, এখানে বিরোধীদের একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেই কথাটা আরেকদিনও বলেছিলাম, আমি আজকেও বলি, ত্রিপুরার মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আমাদের এগুনোর দরকার। যে জিনিসটাতে আমাদের সবার কল্যাণ সেই জিনিসটার জন্য আমরা সবাই সহমত হবনা কেন? আমরা তা

বুঝাতে পারিনা। কাজেই এই যে বাজেট এখানে রাখা হয়েছে সেই বাজেটের মধ্যে একটা সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে আগামী আর্থিক বৎসরে যাতে ত্রিপুরাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। কারণ গত কয়েকটা বৎসর চরম আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে গিয়েছিল, এটাকে ঠিক করতে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট সংযমী হতে হয়েছে। আমরা খরচ করতে পারিনি এই কথা সত্য কিন্তু আমরা ধৈর্য্য ধরে থেকে তাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে এনেছি। কাজেই এই শৃঙ্খলাটাকে শৃঙ্খল মনে করবেন না, যদি শৃঙ্খল মনে করেন, আর যদি শৃঙ্খল মনে করেন তা হলে দেখবেন ঐ শৃঙ্খল একদিন আপনাদেরই পায়ে জড়িয়ে যাবে। আর এই শৃঙ্খলের চাপে আপনারা অনড়, অচল হয়ে থাকবেন, সেই দিকে যাবেন না, সেটাই আমাদের আশা। আমি আশা করব এই বাজেটকে সমর্থন করবেন, আমিতো এই বাজেটকে সমর্থন করছি, আপনারাও তার সমর্থন করবেন এবং এই বাজেট যাতে পাশ হয় তার জন্য চিন্তা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় চেয়ারম্যান, গত ১০ই মার্চ, ১৯৯৫ইং মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে ১৯৯৫-৯৬ সালের যে আর্থিক বাজেট উপস্থাপন করেছেন, আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং যারা এটাকে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করেছে বা বিরোধীতা করে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে তারাও যেন এই বাজেটকে সমর্থন করে। যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই বাজেট সামগ্রিক ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য। এখানে অনেক সদস্যরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে আর্থিক অসুবিধা থাকাতে আমাদের এই ছোট রাজ্যে অনেক কিছু করার থাকলেও সেটি করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই আর্থিক অসুবিধা এখানে কি সেটি অবশ্যই আলোচনা করলে পরে আমাদের রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ তার যে অভাব অনটন সেটার কথা তারা প্রকৃত অর্থে দাবী। এবং সেটাকে কিভাবে আমরা সমাধান করতে পারব তার দিকে লক্ষ্য না করে তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু এখানে বাজেটকে বিচার করে তাহলে নিশ্চয় আমরা তার প্রতি সুবিচার করব না।

কারন এখানে পরিস্কার ভাবে হয়েছে বলা যে আজকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে ভারত গরীবদের স্বার্থ বিরোধী যে নীতি এনেছেন তাতে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফিতি বাড়ছে। এরফলে ত্রিপুরার মত অর্থ-নৈতিক দুর্বল রাজ্যে ব্যাপক আঘাত হানছে। এই কথার মত কটি কথার মধ্যে কারা প্রতিবাদ করবে জানি না। আমরা এখানে দেখছি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে যে পাঁচ বছর পাঁচ শালার যোজনা তাতে আজকে কারা লাভবান হচ্ছে কাদের ঘরে সম্পদ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে. যারা গরীব তারা দিনকে দিন আরও গরীব হচ্ছে, এই পরি-প্রেক্ষিতে যে উদারনীতি দেখছি যেটা কেন্দ্র নিচ্ছে এবং যার ফলে আজকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিচ্ছে, এরফলে যে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে যাকে ঋণ শোধ করার জন্য আবার ঋণ নিতে হচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষে যে মানুষ আছে তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে কোন কিছুই চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে না। একের পর এক আজকে জনবিরোধী নীতি নেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ত্রিপুরার মত রাজ্য. ফেডারাল স্ট্যাট হিসাবে সব রাজ্যই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা, ত্রিপুরার মত পশ্চাদপদ রাজ্যকে আরও বেশী আর্থিক সাহায্য করার কথা সেখানে আজকে আমরা দেখছি সেই পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে আজকে রেল লাইন নেই, শিল্প হচ্ছে না আজকে অনেকেই এখানে মায়া কান্না কাঁদছে। কিন্তু যখন বলি আজকে সবাই মিলে কেন্দ্রকে বলি, কেন্দ্রের কাছে যৌথ-ভাবে কথা বলি তখন তারা বলছে না কেন। আজকে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় এক সদস্য এখানকার যে এম, পি, তথা মন্ত্রী তার চিঠি পত্র এখানে পড়ে শুনালেন. কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখলাম রেলের উপর যেখানে আলোচনা হল তখন সেই রেল সম্পর্কে নেই, উত্তর ত্রিপুরা জেলার যেখানে রেল এসেছে সুতরাং সেখান থেকেই উক্তি করা হউক। যখন বলা হচ্ছে এখানে মিটার গেজ হচ্ছে, ব্রড গেজ হচ্ছে সেখান থেকে লামডিং এ। সেখান থেকে মাল নেওয়া আনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হচ্ছে। সেই নিয়ে আজকে সবাই মিলে আলোচনা করা দরকার। সেখানে তারা বিরোধিতা করছে। আজকে আমি বুঝতে পারছি এক সদস্য এক রকম বলে আর এক সদস্য আর একরকম কথা বলছে। আজকে এই ত্রিপুরার মত প্রত্যন্ত রাজ্যে সেখানে আজকে বেকারদের কথাই বলেছে দিনের পর দিন সমস্যা

বাড়ছে। আজকে আমরা দেখছি গত ৯৩-৯৪ যে ঘাটতি দেখা গেছে সেটি কোথা থেকে পূরণ করা হবে এটা পূরণ করার জন্য চিন্তা করা হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাদের টাকা ছাপানোর ক্ষমতা আছে, বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, তাদের প্রভাব এখানে পড়ছে। তারা মুদ্রাস্ফীতি ঠিক মত কমিয়ে রাখতে পারছে না। এক অংক থেকে দুই অংকের উপর চলে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। অথচ জিনিসপত্রের দাম কমবে বলে স্লোগান দিচ্ছে। এখানে শিল্প স্থাপন করে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য মায়া কান্না হচ্ছে। শুধু এখানে নয় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সহ সমস্ত দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছে, টি. ভি. তে প্রতিবাদ করছে। অর্থ-নৈতিক কারণে বড় লোকদের কর ছাড় দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের উপর কর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, দশম অর্থ কমিশনের টাকা থেকে ঘাটতি কমানো হবে। বিরোধী দলের সদস্যরা যে দলে আছেন তাদের দল কেন্দ্রীয় সরকারে আছে, তাদের দিকে ওদের তাকানো দরকার। এই নূতন অর্থনীতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে এবং তার জন্যই গরীব মানুষের মধ্যে উগ্রপন্থার চিন্তাধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সময়ের পর এখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন তারা বলেছিলেন এই রাজ্যে গরীব মানুষদের জন্য কি কি করা দরকার। কিন্তু কিছুই করা হয় নি। ১৯৯৩-৯৪ সালে যে বাজেট এখানে করা হয়েছিল প্ল্যানিং কমিশনের অর্থ বরাদ্দ করে বাজেটে ধরা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ কর আসার কথা সেটা আসছে না। তার জন্য বাজেট কার্টেল করতে হচ্ছে। আজকে বিরোধী সদস্যরা সেই সম্পর্কে কিছু বলছেন না। আজকে বিরোধী নেতা বাজেটে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে জোট আমলে আর্থিক শৃঙ্খলা ছিল। সেটা কি রকম আর্থিক শৃঙ্খলা সেই ব্যাপারে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বাজেটের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে দাবী করেছিলেন যে সি, এ জি. রিপোর্ট উল্লেখ করে সেখানে একটি লাইন উনি পড়েন নি আমি উল্লেখ করছি যে –the assets of state Government increased by 65 per-cent from Rs 637·42 crores in 1988-89 to Rs, 1,049'62 crores in

1992-93, however, the Liabilities registered step increase from Rs 345·09 crores to Rs 688·11 crores, an increase of 99 per-cent during the same period. While plan revenue expenditure increased by 24 percent between 1988-89 and 1992-93, nonplan revenue expenditre registered a sharp increase of 55 percent during the same period.

সেখানে আজকে শৃঙ্খলা আছে বলে দাবী করা হয়েছে। স্যার, এই যে নন-প্ল্যান অ্যাক্সপেণ্ডিচার বেড়ে গেল। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন কিভাবে বেহিসেবী খরচ করে ইনক্রীজ করে গেছেন। আমরা আজকে সেটা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছি। স্যার, আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি। এখন নগর পঞ্চায়েতের দিনক্ষণ ঠিক হবে। নির্ব্বাচন নিয়ে কংগ্রেস, টি. ইউ. জে এস. এর মধ্যে একটা ভয়, শংকা সব সময় আছে। তাঁরা সাংগঠনিক নির্বাচন করেন না। তাঁদের দলের মধ্যে যারা নির্বাচনে ভোটার হবেন সেখানে কারচুপি করা হয়। স্যার, ১৯৮৮ সালে তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁরা নির্বাচনী সংশোধনী পাশ করিয়েছেন বলে দাবী করছেন। কিন্তু একটি নির্বাচন করেছেন কি? আইন তাঁরা সব সময়ই করে থাকেন কিন্তু আইন করার পর তাঁরা নির্বাচনে যা'ন না। সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষের জন্য তাঁরা কিছুই করেন না এটা ত্রিপুরার জনসাধারণ বুঝে গেছে। তাঁদের আমলে ট্রাইবেল জমি উদ্ধারের জন্য আইন প্রনয়ণ হয় কিন্তু জমি উদ্ধার হয় না। রোষ্টার মেইনটেন হয় না। কোন নিয়ম নীতি ছাড়াই চাকুরী হয়ে যেত। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বার বন্যা হয়েছে। অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। কালভার্ট ভেঙে গেছে, রাস্তার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বার বার মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিলেও কোন কাজ হয় নি। কোন টাকা পয়সা দেওয়া হয় নি। টাকার অভাবের জন্য আমরা আমাদের টার্গেট ফুলফিল করতে পারছি না। স্যার, বন্যা ও সেচের ব্যাপারে গতবার ছিল ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা সেটা থেকে বাড়িয়ে এবার ২৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। কর্ম সংস্থানের জন্য ২৪ ২৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৭'১৮ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি, গোবিন্দবাড়ী, ছাওমনুতে কিভাবে খাদ্য গুদাম লুঠ হয়েছে। না

খেয়ে লোক মারা গেছে। আজকে এখানে একটি লোকের অনাহারে মৃত্যুর কথা বলতে পারবেন? সেটা বলতে পারছেন না বলেই, আজকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। স্যার, আমরা দেখেছি, জোট আমলে খেলা-ধুলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজকে গ্রে সেন্টারগুলিতে কাজ হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেরা দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখছে। খেলা-ধুলার জন্য ১.৩৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৩৮ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এম, বি, বি, কলেজ মাঠ পড়েছিল। আজকে সেখানে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ হয়েছে। স্যার, এফ সি, আই, এর ব্যাপারে আমার একটি প্রশ্ন ছিল। কেন্দ্র আমাদের চাল দিচ্ছে না। টাকা দিচ্ছে না। সেজন্য আজকে আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা অনেক টাকা পয়সা খরচ করে, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে করেছি তার জন্য এফ, সি, আইয়ের এগিয়ে আসা দরকার ছিল। কিন্তু সেই ভাবে তারা এগিয়ে আসেন নি। এই গরীব অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা বিধানসভায় যারা আছি প্রত্যেকের বলা উচিত কিন্তু সেজন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা একটি কথাও বলেন নি বরং বিরোধিতা করছেন। সাধারণ মানুষের খাদ্য নিয়ে যে রাজনীতি করা হচ্ছে সেই কথাই বলা হচ্ছে। বন্যা, সেচ ইত্যাদির জন্য আমরা অধিক বরাদ্দ চেয়েছি সে জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তার বিরোধিতা করছেন। সাধারণ মানুষ যে অসুবিধার মধ্যে আছে সেই অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে যাতে আগামী দিনে আমাদের সরকার একটা পরিকল্পিত বাজেট যাতে বাস্তবায়িত করা যায় সেভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। আজকে আমাদের রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা দরকার, জাতি উপজাতি অংশের মানুষ গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ তাদের জন্য এই বাজেটকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের সরকার এগিয়ে যাচ্ছেন তাই এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : —মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং মাননীয় বিরোধি দলনেতা যে প্রস্তাব রেখেছেন ভোট অন্ একাউন্ট পাশ করে নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জনস্বার্থে

স্কীম করে একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেটের যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, জন নির্বাচিত একটা সরকার, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটা সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটা সরকার, জনগণের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক ভাবে দায়বদ্ধ একটা সরকার এই সরকার যেভাবে জনস্বার্থকে পদে পদে পদদলিত করছে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করব এটা হতে পারে না। তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য বিধুদা আমাদের বিরোধী দলনেতা সমীরবাবু কালকে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটাকে উনি কল্পনাপ্রসূত বলেছেন। ওটা উনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন নাকি এটা উনার পরিকল্পনা। হ্যাঁ, এটা পরিকল্পনা ঠিকই সেটা হলো উগ্রপন্থী তোষনের পরিকল্পনা। মাননীয় সদস্য মাধমবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন সেখানে তিনি এই বাজেটকে ঐতিহাসিক বাজেট বলেছেন। এটা হলো প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগের বাজেট। যে কোন সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট পেশ করেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার বছরের মাঝামাঝি একটা অ্যাডিশন্যাল এনে বা ফাইন্যান্স বিল এনে হাউসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। এটাই আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। স্যার, এইবারের বাজেটকে করহীন বাজেট বলা হয়েছে। এটা একটা সস্তা চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে ফিন্যান্স বিল আনা হবে. গরীবের উন্নয়নের জন্য যে কর চাপানো হবে এটার বড় প্রমান হল ৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে সরকারের ট্যাক্স রেভেনিউ কর থেকে যা আয় হয়েছিল সেই আয় হল ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। আগামী আর্থিক বছরে ধরা হয়েছে ৯৫-৯৬ সনে ৫০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। এই যে বর্ধিত টাকা নতুন কর আরোপ ছাড়া কোন মতেই রাজ্য সরকার তুলতে পারবে না। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, নন ট্যাক্স রেভেনিউ খাতে ৯৪-৯৫ সনে রাজ্য সরকারের আয় ২৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা আর ৯৫-৯৬ সনে প্রায় ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। প্রায় ৭ কোটি টাকা বেশী। তাহলে বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে না বাড়িয়ে এ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য এই বৎসরের মাঝামাঝি নতুন অর্থ বিল আনা হয়েছে। এটা করহীন বাজেট এই কথাটা সস্তা চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই

বাজেটকে আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন বাজেট বলব। এই বাজেটের মধ্যে অ্যাচিভমেন্টের কোন টারগেট নেই। আমরা দেখতে পাই না অ্যামপ্লয়মেন্টের কোন সুযোগ, আমরা দেখতে পাই না, অর্থ-নৈতিক কোন স্কোপ আমরা দেখতে পাই না ত্রিপুরা-বাসীর লিভিং এর উন্নয়ন করার কোন সুযোগ। এই বাজেট এইমলেস্ বাজেট। গরীবের জন্য কোন কথাই বলা হয়নি, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে গালি গালাজের মাধ্যমে বাজেট পেশ করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ-গার করেছেন। এর কোন ভিত্তি নেই। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে উদার-ভাবে সাহায্য করেছেন এটা তাদের নিজস্ব হিসাবেই প্রমাণিত। যেমন ধরুন ৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে দেখা যায় রাজ্যের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা। তার মাত্র ৮'৬৪ শতাংশ রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ থেকে আসবে। তাহলে বাকী ৯২ শতাংশ আসবে কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে। আমরা যদি আরো লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় প্রতি বৎসরের বাজেটে কেন্দ্রীয় অনুদানের পরিমান বিরাটভাবে বর্ধিত হচ্ছে। যেমন ৯৩-৯৪ সনের আর্থিক বছরে ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান ছিল ৩৬১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে হল ৩৭৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১ বৎসরে বৃদ্ধি হয়েছে ১৬ কোটি ৭৭ হাজার টাকা। তাহলে ৯৫ ৯৬ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে আসবে ৫৩৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। আরও ১টি বৎসরে বেড়ে দাঁড়াবে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা বলে বাজার গরম করতে চাইছেন. এটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। স্যার, বাজেট ভাষনের ৪নং অনুচ্ছেদে উগ্রপন্থী সম্পর্কে বলা আছে কিন্তু স্যার, এই উগ্রপন্থী সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের যে চিন্তা এতে উনার ভাষনে বাজেটের ফলে উগ্রপন্থীর উগ্রপন্থার কাজে উৎসাহিত হবে। এইভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। আত্মসমর্পনের জন্য দরজা খোলা আছে। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লী গেলেন প্রথম দফায় নির্বাচনের জেতার পর তখন সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন আমার রাজ্যে ৭৫ জন উগ্রপন্থী আছে। এর মধ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন ২৫০০ এর মত আছে পরবর্তী সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন আরও ৫০০ এর মত উগ্রপন্থী আছে। তাহলে স্যার, কোনটা সত্য?

এখানে স্যার, উগ্রপন্থীর যে কার্যকলাপ এটা এভাবে সমাধান হবে না। স্যার, ওদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছে কোনটা আপনাদের কমিটমেন্ট কোনটা আপনাদের অ্যাসুরেন্স কিছুই বলতে পারি না।

এখানে উগ্রপন্থী সম্পর্কে বলা হয়েছে সব বিরোধী সশস্ত্র সংগঠনকে কড়া হাতে মোকাবেলা করতে হবে জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সব সংগঠনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে। স্যার, উপজাতিদের জন্য নয়, একটা বিশেষ গোষ্ঠীকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি চলছে। অথবা বাড়াবাড়ি এই উগ্রপন্থীদের দাবী করে একটা এগ্রিমেন্ট করেছে রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ টি, টি এফ.দের। স্যার, ১৯৯৩ সালে যখন তারা ক্ষমতায় আসে তার কিছু দিন আগে তাদের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল যে, "যেকোন ভাবেই ভোট রিগিং করে আপনাদের ক্ষমতায় এনে দাও আমরা পরবর্তী সময়ে আইন মাফিক চুক্তি করে নিয়ে আমাদের পাইয়ে দেন"। স্যার এটা পরিস্কার, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি সি, পি, এম, তথা গণমুক্তি পরিষদের লোকদের সরকারী সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার জন্যই বাড়াবাড়ি সংখ্যাধিক্য বেড়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের গরীব উপজাতিদের না দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু উগ্রপন্থীর নাম করে গণমুক্তি পরিষদের লোকদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্য কথা বলে, উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পনের ব্যাপারে সরকার যে নীতি গ্রহন করেছেন তার সঙ্গে এটা নতুন কিছু নয়। সি, পি, এম এর চিরাচরিত নীতি। স্যার ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে উদয়পুরে এ, টি পি, এল, এ, উগ্রপন্থী বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে আত্মসমর্পন করেছেন, আমরা দেখেছি সেখানে আত্মসমর্পনের পরেই তারা সবাই গণমুক্তি পরিষদের সদস্য হয়ে যান এবং এই বিনন্দ জমাতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে তার সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এই লোকদের ক্রমশ বিভিন্ন রকমের আর্থিক সাহায্য ও সুযোগ পাইয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চাইছেন। স্যার, এখানে কংগ্রেস সম্পর্কে বলেছেন কংগ্রেস হচ্ছে এন্টি ট্রাইবেল। অথচ কংগ্রেসের অল ইণ্ডিয়া বেসিসে যে নীতি তাকে কংগ্রেস গ্রান্টেড করেছেন এস. টি এস. সি. এবং ও. বি, সি কে। আমরা ত্রিপুরার ব্যাপারে কি দেখছি কংগ্রেস ৫০ এর দশকে টি, ডি ব্লক স্থাপন করল। ৬০ এর দশকে গাঁও পঞ্চায়েত করলেন,

৭০ এর দশকে কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলেন। ৮০ থেকে ৮৪ দশকে কনষ্টিটিউশান অ্যামেণ্ডমেন্ট করে সিকস্‌ সিডিউলড্‌ চালু করেছে এখানে, সুতরাং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে অবশ্য শ্রীমতি গান্ধীকে ওনারা বলেন ডাইনী, অবশ্য আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু এই কথা বলেন না। স্যার, ১৯৮৮ সালে রিজার্ভেশান অফ্‌ এস, টি, করা হয়েছে। সুতরাং ট্রাইবেলদের ব্যাপারে কংগ্রেস কি করছে তার জন্য অন্য কারও কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আজকে এই উগ্রপন্থীর ব্যাপারে সরকারের যে নীতি তাতে সারা পাহাড় অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই দিন আমি বলেছিলাম যে ৫০ হাজার ট্রাইবেল রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি কিছু চলে গেছেন বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজকে পাহাড় অঞ্চলে এই উগ্রপন্থীদের দাপটে দিশেহারা হয়ে বিশুদ্ধ ট্রাইবেলরা বিভিন্ন রাজ্যে চলে গেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এখানে একটা লিষ্ট দিচ্ছি প্রয়োজন বোধে, মিঃ স্পীকার যদি বলেন এটা সেনসেটিভ ইস্যু, স্যার, এখানে রেশন কার্ড নাম্বার সহ দিয়েছি ৫০ হাজার লোকের নাম। যদি তিনি এতে অসত্য কিছু পান তাহলে আমি আমার এই বিধানসভার যে আসনটা আছে সেটাকে খারিচ করব। স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই ব্যাপারে। স্যার, ৫ নং অনুচ্ছেদে আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সাফল্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এইটাতো সত্যি স্যার, সাফল্য — এটা গিউনিস্‌ বুক অব ওয়ার্ল্ডে রেকর্ডস্‌ ওখানে এই রেকর্ডটা গিয়েছে স্যার, আমি শুনেছি — কয়েকজন সাংবাদিক এখান থেকে পাঠিয়ে গিয়ে সেই গিউনিস্‌ বুকস্‌ অব্‌ ওয়র্ল্ড-এ রিগিং এর যে রেকর্ড করেছেন সেটা দিয়েছেন এটা সেখানে রেকর্ড হয়েছে। স্যার, এই পঞ্চায়েতের প্রায় ৩৫ পারসেন্ট আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করে ফেলেছেন বামফ্রন্ট। সেখানে ছিলনা কংগ্রেস বা টি, ইউ, জে, এস, বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডিডেট। এটা কি অবিশ্বাস করতে হবে? স্যার, রিগিং এ এরা যা করেছে, অতীতের সমস্ত রেকর্ড, ত্রিপুরার এবং সারা ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সমস্ত রিগিং-এর রেকর্ড ওরা ম্লান করে দিয়েছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মার্কসবাদ বা সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার

ইতিহাস জানিনা— তবে ১৯৩৪ সালে একটা পত্রিকায় পড়েছি স্যার, ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে জোসেফ স্তালিন নাকি দলীয় নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকার জন্য রিগিং করেছিলেন। সুতরাং আজকে ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট যারা সোভিয়েত রাশিয়াকে তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে মনে করতেন, আমরা আজকে অবাক হবনা যে সি পি, আই, এম, পঞ্চায়েতে রিগিং করবে না। এবং এই এ, ডি, সি র নির্বাচনেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের মত রিগিং করবে স্যার,

তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় মধ্যে রাজ্যের প্রায় তিন লক্ষ বেকারদের কর্ম সংস্থান সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি দেননি। তাতেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই স্যার, কারণ তারা ক্ষমতার দখলের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন— এখন আবার গোপনে চাকুরী দিচ্ছে না - তাদের পেটোয়া দলীয় কর্মীদের। এই চাকুরীর ব্যাপারে বামফ্রন্ট সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক নজীর সৃষ্টি করেছেন স্যার। একটা সিষ্টেম রয়েছে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে এস, টি, এস, সি, এবং ও, বি, সি, এক্স সার্ভিসম্যান, ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিক্যাফট, এদের জন্য সংরক্ষণের কোটা রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এক নয়া কোটা আবিষ্কার করেছেন- সেটা হচ্ছে —'শহীদ কোটা'। এই শহীদের জীবনী যদি এই গোয়েন্দা বা পুলিশ দপ্তর থেকে আনা যায় তাহলে অনেক তথ্যই বেরিয়ে আসবে। তবে স্যার চাকুরী দিতে থাকুক কিন্তু প্রশ্ন হল গত দুই বছরে বামফ্রন্টের বর্বরোচিত আক্রমনে যারা শহীদ হয়েছে বা মারা গেছে তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রিগার্ডিং সার্ভিস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললে আমি খুশী হব স্যার। তারপর এখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কোন লোকই নিয়োগ হয়নি। কিন্তু স্যার উনার দপ্তরে প্রচারিত ক্লাস-৩ ৯২ জন, এবং ক্লাস-৪ ১৭৬ জন নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া গত ১৩ তারিখ এই বিধানসভা চলাকালীন সময়েও স্যার দশ জনকে (দুই জন নর্থের, ৪ জন ওয়েস্টের এবং ৪ জন সাউথের) নিয়োগ করা হয়েছে। এটা কিসের ভিত্তিতে করা হলো, স্যার ? তারপর জেল দপ্তরে দুই জন ইন্টারভিউ দিয়েছেন— কিন্তু কিসের ভিত্তিতে স্যার তাদের নেওয়া হয়েছে। এইখানে রিক্রুটমেন্ট রুলস্-এ বলা হয়েছে যে উপযুক্ত লোক পেলে তবেই নিয়োগ করতে হবে।

স্যার উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে এ, টি, টি, এফ, এর সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল—

দুইটি দাবী ভার্সেস্ ১৭টি দাবী। দুইটি দাবী হলো যে—পনের দিনের মধ্যে তাদের সারেণ্ডার করতে হবে —এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে — এম, এল এফ, টি, হচ্ছে বিরোধীদলের উগ্রপন্থী। স্যার, এটা যদি সত্যি হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী সই করেছেন—গভার্ণমেন্ট রেকর্ডস্ রয়েছে আর এ, টি. টি, এফ, এর সাত জন সই করেছে। এখানে এম, এল এফ, টি, দের চাকুরী দেবার ব্যাপারে কি প্রভিশন রেখেছেন যদি গোপন কোন কণ্ট্রাক্ট্ না থাকে? স্যার, তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এটা কোথাও লেখা নেই যে তাদের নিয়োগ করা হবে। তারপর পুর ছাঁটাই কর্মচারীদের সম্পর্কে বলেছিলাম স্যার, যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কমিটমেন্ট দিয়েছেন যে তাদের তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন অ্যাস্যুরেন্স দিলে সেটা অ্যাস্যুরেন্স কমিটিতে যায়।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলব আর কেন্দ্রীয় সরকার শুধু মাত্র আমাদের সাহায্যই করে যাবে সেটাতো চলতে পারে না। বাজেট সেই জন্য আমি আবার বলছি যে মাস দুয়েকের জন্য ভোট অব একাউন্টস্ পাশ করিয়ে নেওয়া হোক্। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে বাজেটটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া দরকার বলে মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, একটু বলছি আমাদের বাড়ী ছিল নোয়াখালীতে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না না, আমি যদি তার একটা নাম ঘোষণা করি তখন নিশ্চয় সেটা শোভনীয় হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : - স্যার, এটা কি হচ্ছে? এখানে কেন সার্কাস,

পার্টিতে যান ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসহীদ চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসহীদ চৌধুরী বক্সনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১০ই মার্চ, ১৯৯৫ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছে' এটা বাস্তব সম্মত, এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করছি। পাশাপাশি যে কথাটি বলতে চাই আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এই বাজেট সম্পর্কে যে ভাবে বলার চেষ্টা করছেন—বিশেষ করে গতকাল মাননীয় বিরোধী দল নেতা তথ্য দিয়ে বাজেটকে ভারাক্রান্ত করে এই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে সপ্রয়াস নিয়েছেন আমি এক কথায় বলতে চাই যে উনি খুবই সুকৌশলে এবং দক্ষ ব্যক্তিগত্বের মত এই রাজ্যের মানুষের দৃষ্টিভংগীকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই বাজেটকে বিরোধিতা করছেন আমরা লক্ষ্য করেছি গত পাঁচ বছরে যখন জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা যে বাজেট তৈরী করেছিল প্রতি বছর—সেটা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কি অবস্থার মধ্যে তারা এই রাজ্যে ছেলেখেলা করেছে তা পত্রিকাগুলিতে আছে। রাজ্যের অর্থ, সামাজিক অবস্থা তখন কি ছিল এইগুলি যদি দেখেন তাহলে এই বাজেট সম্পর্কে কল্পিত বক্তব্য রাখতে পারতেন না। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যে এই রাজ্যের মানুষের প্রকৃত বন্ধু যেন কেবল উনারাই। তারা বিভিন্ন ধরনের যে অপপ্রয়াস নিচ্ছেন তাকে মানুষ তাদের ভাল করে জানেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ উনাদের চিনেছেন। কাজেই যতই চেষ্টা করুন এই বাজেটকে বিরোধিতা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এই বাজেটের মধ্যে এই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এবং যেভাবে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে—এটা নিশ্চয়ই এই রাজ্যের মানুষের পক্ষে খুবই উপযোগী।

১৯৯৬-৯৭ইং সালে রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা উদবৃত্ত হবে বলে আশা করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা এখানে এমনভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে সমস্ত কিছুই যেন জোট সরকারের আমলে হয়েছে। যেন বামফ্রন্ট সরকার অতীতেও কিছু করেনি, এখনও কিছুই করছে না এই ব্যাপারে। বামফ্রন্ট সরকার কাজের সরকার। জনগনের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে অতীতেও করেছেন, এখনও করছেন

এবং আগামী দিনেও করবেন। যাদের কথা এবং কাজের মূল্য আছে। উনারা বলেন এক রকম আর করেন আর এক রকম। এই জাতীয় বহু উদাহরন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা দিয়েছেন।

উনাদের যে অভিজ্ঞতা উনারা বলেন একরকম করেন আর এক রকম এই জাতীয় বহু উদাহরণ ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এই সভায় দিয়েছেন। আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। এই রাজ্যে উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ করে শিক্ষায় সব চাইতে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে মাত্র এক টাকা বরাদ্দ করেন। এই অবস্থায় এই রাজ্যসরকার এই বাজেট প্রস্তাবের মধ্যেও, গতবার যে বাজেট করেছেন সেখানে শতকরা ১৬ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এবার আরও বেশী করেছেন এতে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কত আগ্রহী। এই শিক্ষার সাথে সমস্ত কিছুর সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে টোট্যাল লিটেরেসি ১৯৯৬ইং সালের মধ্যে এই রাজ্যকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর মুক্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এটা আগামী দিনে এই রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে মানুষ আরও সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আমরা দেখেছি এই বাজেটের মধ্যে এস সি এস, টি ও, বি, সি,দের কথা বলা হয়েছে। এখানে পিছিয়ে পড়া লোক তাদের উন্নয়নের জন্য এখানে বলা হয়েছে। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এখানে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন। আরও অনেককে শেষ করতে হবে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— ঠিক আছে, আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি কিভাবে জোট-সরকার এই রাজ্যে সংখ্যালঘু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা আছেন তাঁদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করেছেন। আমরা দেখেছি ১৯৮৭-৮৮ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থেকে সরে যায় তখন এই রাজ্যে একটি ওয়াকফ্ বোর্ড ছিল, এটা বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে। তখন বাজেট ছিল ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা এবং সেই টাকা সেই বৎসর খরচও হয়েছে। তারপরে যখন জোটসরকার ক্ষমতায় আসল, জোটসরকার

ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৮-৮৯ সালে খরচ হয়েছে ৭'৫২ লক্ষ টাকা। বিশ্বের ইতিহাসে এই রকম কোন রেকর্ড নেই যে বাজেট কমে যায়। তারপরের বছর ১৯৮৯-৯০ সালে ১.১৬ লক্ষ টাকা, তারপরের বছর ১৯৯০-৯১ সালে ৪.৭৯ লক্ষ টাকা, তারপর ১৯৯১-৯২ সালে ১১'৮৯ লক্ষ টাকা, তারপরের বছর ১৯৯২-৯৩ সালে ১৩'৯০ লক্ষ টাকা, তারপরে ১৯৯৩-৯৪ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসল তখন খরচ করল ১০ ২১ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ এ খরচ হল ১৫ পয়েন্ট ৬০। এবার অর্থাৎ ১৯৯৫ ৯৬ এ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৭ পয়েন্ট ৯৪। এই যে অবস্থা তাতে প্রমাণিত হয় যে এই যে বাজেট তাকে কিভাবে কমিয়ে কমিয়ে একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। গতবার যা খরচ হয়েছে এবার বাজেট বরাদ্দ অনেক বেশী দ্বিগুণ করা হয়েছে। এই ভাবে বাজেট কমিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে স্টাইপেণ্ড পর্যান্ত দেওয়া সম্ভব ছিলনা। আর এবার যেখানে ১৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এতে প্রমাণিত হয় যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বাজেট বরাদ্দ কমে যায় বিরোধীরা নিশ্চই তা স্বীকার করবেন না কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেছে। এতে প্রমাণিত হয় এই বাজোর সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে উনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি ছিল। আমরা আশা করছি আমরা দাবী করছি এই হাউজে দাঁড়িয়ে যে বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ করতে পারবেন। গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আগরতলা শহরে সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য একটা ছাত্রাবাস তৈরী করেছিলেন সেই ছাত্রাবাসে থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করছে অফিসের কাজে বিভিন্ন কাজে যখন মানুষ আগরতলায় আসেন তাদের থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের থাকার জন্য এই আগরতলা শহরে একটা রেস্ট হাউজ করতে পারবেন, আমি এই দাবী করছি এই কাজ আশাকরি বামফ্রন্ট সরকার করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :— সুতরাং আমি বলতে চাই যে এটা একটা বাস্তব সম্মত বাজেট। এই বাজেটকে বিরোধী বন্ধুদের সমর্থন করা উচিত। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউজে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আগামী বৎসরের জন্য, এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। বাজেটের দুইটা দিক আছে, একটা যেমন আমাদের যা পাওনা এই সামর্থের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি, উপজাতি অংশের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন এই বাজেটে ঘটেছে। ঠিক তেমনি এই বাজেটের আরেকটি দিক হচ্ছে কেন্দ্রীয় যে ভ্রান্ত নীতি সেই নীতির একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, তিনি আগে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং এই আর্থিক দিকটাও তিনি দেখেছিলেন। তিনি যে ভাবে এই হাউজে বাজেটটাকে ব্যাখ্যা করলেন একটা অদ্ভুত শুনালো। তিনি তোলেছেন ভোট অন্ একাউন্ট এটা কেন? ভোট অন একাউন্ট এটার তাৎপর্য্যটা কি। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে বাজেট না করে ভোট অন্ একাউন্ট করার অর্থই হচ্ছে হ্যাঁ তিন মাসের জন্য করি, চার মাসের জন্য করি কোন পরিকল্পনা থাকবেনা পরিকল্পনার ছুটি সব কিছুর ছুটি। বিগত বৎসর গুলিতে আমরা দেখেছি সচিবালয়েও দেখেছি দুপুরবেলা মাংস, বিরানী পেকেট আসত। এখানে যখন বিধান সভা অধিবেশন চলত কালকে আমি বসে বসে গল্প শুনেছিলাম এখানে পিক আউট বিরানী, মাংস, একটু ঠাণ্ডা জল একটু ঠাণ্ডা দই, কিছুর মিষ্টির ব্যবস্থা এই করবার জন্য যে একটি সুপ্ত বাসনা তা মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল। ভোট অন একাউন্টস দিয়ে কোন রাজ্যে উন্নতি হয় না। কোন দিন কোন পরিকল্পনার কাজ সেখানে হতে পারেনা। ভোট অন্ একাউন্টস দিয়ে কোন রকমের অন্তত যে কোন সরকার আর্থনীতির সামান্যতম কিছু কাজ-কর্ম ভোট অন্ একাউন্ট দিয়ে হয় না। এটা মাননীয় বিরোধী-দলের নেতার জানা নেই এটা তো আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। কিন্তু এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল। সুতরাং আমি অন্তত মনে করি উনি যে প্রশ্ন করছেন ভোট অন্ একাউন্টস এর এটা প্রশ্নই না। হ্যাঁ আমরা জানি। এটা যদি আমরা সেই দিকটা দেখি যে কেন সম্পূর্ণ একটা বাজেট অনুমানের উপর নির্ভর করে ইত্যাদি সমস্যা হয়েছে ঐ যেটা বলছেন, স্যার এটা করা জন্য? আমরা কিসের জন্য বসে থাকব? এটা যদি ব্যর্থতা হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। বাজেট আগাতে পারলেন না ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট কি হবে না হবে সেটি দিতে পারলেন না, তার ফলতো রাজ্যের

উন্নতি ব্যহত হতে পারেনা, রাজ্যের কাজকর্ম ব্যহত হতে পারেনা। আর যদি হয়ে থাকে অন্য সব বৎসরই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়ে যায়, রাজ্যগুলির এলকেশ্যাম সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যায় তার উপর ভিত্তি করে আমরা সেটা করতে পারি, যদি এমন কিছু অবস্থার বা পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় কিন্তু এটা এবার করলেন না কেন কেন্দ্রীয় সরকার ? এবার কেন করলেন না ? সুতরাং সেই সব ব্যাপার গুলি একটু বুঝা দরকার যে এখানকার পরিস্থিতিটা কি ? সুতরাং এই কাল্পনিক এই সব বলা ভিত্তিহীন স্যার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে জিনিসটার প্রতি এখানে দিক নির্দেশ করেছেন যে আমরা কোন ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে কি ধরনের আর্থিক পরিস্থির মধ্যে এই বাজেটটিকে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি কি, কেন্দ্র সরকারের হেন তেন কতগুলি কীর্তন শুনলাম, কর্ণ সিংকে দিয়ে বাজেট পেশ করিয়েছেন পার্লামেন্টে। তার কি অবস্থা আমি জিজ্ঞেস করি ফিজি-ক্যাল ডিফিসিট কত " কেন্দ্র সরকারের এটা কি মাননীয় বিরোধী নেতা স্বীকার করেছেন বছরে প্রথম বাজ্যের বাজেটটা নির্ভর কেন্দ্রের মনমোহন সিং এর মত দু-জন অফিসার ছিলেন অন্তত অর্থবিদ ছিলেন তিনি যে এই করেছেন সেই দুজন অফিসারের সেই দু-জন অর্থ-নৈতিকবিদের কি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হয়েছে সেটা তিনি বলেছিলেন, গেল বারের বাজেট যখন পেশ করেন তখন তিনি বলেছিলেন ৫৫ হাজার নয় শত ১৫ টাকা আবার ফ্রি স্টাইল ডিপোজিট থাকবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্য মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথাটা শেষ না হওয়া পর্যান্ত হাউস এক্সটেনশান করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— পাঁচ মিনিটের বেশী না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, বছরের শেষে সেই ফিস্ক্যাল বাজেট

কতটুকু বেড়েছে ৬১ হাজার ৩৫ কোটি টাকায়। এটা অনুমানের উপর না সঠিক ভাবে এখানে বলা হয়েছে। স্যার, এবারে বাজেটে মনমোহন সিং কি ধরেছেন, এবারের বাজেটে বলেছেন এবারের বাজেটে ফি স্কেল ডিপোজিট হবে ৫০ হাজার ৬ শত ৩৪ টাকা। ৫.৫ আমাদের আভ্যন্তরিক উৎপাদন হবে ফি-স্কেল ডিপজিট। এটা বছরের শেষে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি রাজস্ব বিভাগের মধ্যে উঠে গেছে। রাজস্ব ঘাটতির পরিমানটি তিনি কি ধরেছেন, ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল ৩২ হাজার ৭ শত ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি। সেটা তিনি করেছিলেন সেটা যখন সংশোধিত আকারে যখন আবার বাজেট পেশ করেন তখন বছরের শেষে গিয়ে দাঁড়ালো ৩৪ হাজার ১ শত ৩৩ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে পেশ করেছেন এবারের বাজেটে তিনি বক্তব্য রেখেছেন যেন যা ফি-স্কেল ডিপোজিট ছিল যদি আমরা আভ্যন্তরিন উৎপাদনের হারটিকে অন্তত সেই জায়গায় রাখতে পারি তাহলে ফি-স্কেল ডিপোজিট বাড়বে না। কিন্তু তার প্রতিফলন এখানে ঘটল এই জায়গায় তিনি কি বলেছেন, এবার যেখানে রাজস্ব যেখানে বলেছেন আমি এই কথাগুলি বলছি স্যার, আমাদের বাজেটগুলি বুঝাবার জন্য স্যার, আর তিনি এখানে ধরেছেন, ৫ হাজার ৫শত ৪১ কোটি টাকা, এটা হবে রাজস্ব ঘাটতি আগামী বৎসরের। ১৯৯৫-৯৬ এটাকে পূরণ করার জন্য কোন রাস্তা নেই কাজেই বাজেট ঘাটতি উনার অনুমান এখানেই হচ্ছে ৫ হাজার কোটি টাকা। স্যার, এই বাজেট ঘাটতি কোথায় দাঁড়াবে যেটা তারা বলেছেন যে হিসাব দিয়েছেন ৯ শত কোটি টাকা তার মধ্যে রাজস্ব খাতে চলে ৭শত কোটি টাকা, কেন্দ্র শেয়ার তার মধ্যে থাকবে ২ শত কোটি টাকা। স্যার, ঐ শুল্কের বাবদে ছাড় দেওয়া হয়েছে ১২ শত ৭৯ কোটি টাকা। অন্তঃ শুল্কের বেলাতে ছাড় দেওয়া হয়েছে ৩শত ১১ কোটি টাকা। এই বহিঃ শুল্ক অন্তঃ শুল্ক কতগুলি রাজ্যেরগুলির পাওয়া যার মধ্যে ৮শত ৮ কোটি টাকা রাজ্য গুলি পাচ্ছে। এই কথাটা আমি বলছি এই জন্যে। স্যার, এটাতে আমাদের ভালই জানা আছে আমরা গেছে বারেরও বাজেট করেছি, বাজেটের পরে এক সময় বছরের শেষে এসে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জানিয়ে দিল যে রাজস্ব ঘাটতি হচ্ছে সুতরাং রাজস্ব ঘাটতির জন্যে তোমরা ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা কম পাবে। স্যার, এইবারে এই যে আর্থিক বৎসর চলছে ১৯৯৪-৯৫ এইখানে আমরা যেখানে

বলেছিলাম ২৫৭'৩৬ কোটি টাকা আমাদের ছিল কেন্দ্র শেয়ার হিসাবে কর পাওনা। আমরা পাব দয়া করে নয়, কেন্দ্র দয়া করে না। ওখানে যেহেতু জানিয়ে দিয়েছে যেহেতু রাজস্ব আদায় কম হয়েছে সেহেতু আমরা ১৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আমরা কম পাব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এখন যিনি আমাদের বিরোধী দলনেতা, গত দু বছরে আমাদের বাজেটারী প্রভিশনে ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এই যে ডিপোজিটটা টেনে আসছে এটাতে এই রাজ্যে বাজেটের রিফ্লেকশনটি কি হবে। রেভেনিউ সাইডে যেটা ওটা আনপ্রেসিডেনটেড রেভেনিউ এক্সপেনডিচার। ওটাতে সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এটা আন প্রোডাকটিভ এক্সপেনডিচার। শুধু বই দেখালে আর পত্রপত্রিকায় দিলে হয় না। আমি বলতে চাই যে নবম অর্থ কমিশন যেভাবে রাজ্যকে বঞ্চনা করেছে সেটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জানেন, উনার রাজত্বকালেও বঞ্চনা হয়েছে। উনি একবারও কি ভেবে দেখেছেন। প্ল্যান সাইডে যে টাকাটা সেটা আমাদের ন্যায্য টাকা, সেটা আমাদের পাওনা সমীরবাবু জানেন। এন. ই. সি রাজ্যের জন্য ৭৫ ক্রোরস, টাকা আছে। সেটা দেওয়া হয়। এটা লোন নয়। এটা প্ল্যান সাইডে আমাদের ন্যায্য পাওনা। কেন্দ্রীয় সরকার দেন নি। এবার আমরা ৪ কোটি টাকা পেয়েছি। কিন্তু এর আগে আমরা বছরের পর বঞ্চিত হয়েছি। ৯ম অর্থ কমিশন বার বার আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে। অন্যান্য রাজ্য ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পায় না, তারা লেটেস্ট যে সেন্সাস সেই অনুযায়ী পায়। আমাদেরকে ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয় কেন? ১৯৭১ সালে ত্রিপুরাতে লোক সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ২৮ লাখ। জনসংখ্যার হিসাবে আমরা প্রতি বছর ১২৫ থেকে ১৫০ কোটি টাকা কম পাচ্ছি। কেন্দ্র এটা দিচ্ছে না। এটা আমাদের ন্যায্য পাওনা। সমীরবাবুরা ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে বলবেন, হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন কেন? ৮ম কমিশন যা করেছে নবম অর্থ কমিশন তাই করেছে। এখন দশম কমিশন যদি আমাদের অবস্থা বুঝেন ন্যায্য টাকাটা দেন সেটা আমরা প্রত্যাশা করছি। সেটা বাজেটের মধ্যে বলেছেন। এটা যদি না হয় রাজ্যের বঞ্চনার চিত্র বেড়ে যাবে। স্যার, সমীরবাবু এখানে একটি কথা স্বীকার করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ওয়ার্ক কালচারের কথা বলেছেন। রাজ্যে ওয়ার্ক

কালচার ছিল। আপনারা রাজ্যের ওয়ার্ক কালচার যা ধ্বংস করে গেছেন রাজ্যের স্বার্থে সেই ওয়ার্ক কালচার আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি তাঁকে একথা বলতে চাই। স্যার, অন্য যেসব আলোচনা এখানে তিনি করেছেন, সে সব দিকে যেতে চাই না। সমীরবাবু এখানে একটি কথা বলেছেন। তবে একটু গোলমাল করে বলেছেন। অবশ্য তিনি সব সময়ই একটু গোলমাল করে বলে থাকেন। এবারও বলেছেন। নরসীমা রাও বলেছেন, ১৯৯১ সালে যখন ক্ষমতায় আসেন তখন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা ছিল ৩ হাজার কোটি টাকা। উনি বলেছেন, ১ হাজার কোটি টাকা। আর ৩/৪ বছরে সেটা বেড়ে হয়েছে ৭১ হাজার কোটি টাকা। সেটা হবে ৬১ হাজার কোটি টাকা। আচ্ছা, ঠিকই আছে ধরে নিলাম। এই যে টাকা এটা বিনিয়োগ হচ্ছে কিভাবে? এই টাকার বিনিয়োগের হিসাব তিনি রাখেন তবে দেন নি। স্যার, এই টাকার ৬০ পারসেন্ট যাচ্ছে, বৈদেশিক যে ঋণ নেওয়া হয়েছে তার সুদ দিতে। আর ১০ পারসেন্ট নরম্যালি প্রডাকশনে খরচ হয়। এটা সমীরবাবু জানতেন। স্যার, এটা আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ইকনমি বিভিত্তির হিসাব। স্যার, নরসীমাজী বলেছেন, ইকনমিক্যালি ভিউ, এ্যাক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট, উদার নীতি, আছে আন্তর্জাতিকীকরণ। এই যে ৩ হাজার কোটি থেকে ৭১ হাজার কোটি টাকা এটা কিভাবে হল? স্যার, আমাদের ডিফিসিট ব্যালেন্স হচ্ছে ১.৮৯৬ কোটি টাকা। বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের বাড়াবার সুযোগ কোথায়? আমরা বিদেশে রপ্তানী করে লাভ করতে পারছি না। তাহলে আমরা কি করে বাড়ালাম? আমাদের ভেতরে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি দিয়ে কি? কারণ, আমাদের বাজেট ঘাটতি বাজেট। আমি যদি ইনটারনেল দিক থেকে দেখি যে না ভিতরে আমার অনেক স্বর্ণ টর্ণ আছে আমি বিক্রয় করে নিয়ে এলাম। এখানে বাজেট অলওয়েজ ঘাটতি, এই রাজস্ব ঘাটতি আমি এর আগে বলেছি মনমোহন সিংয়ের ভাষায় স্যার, বাজেট অলওয়েজ ঘাটতি থাকছে, ফিসক্যাল ডেফিসিট থাকছে, রাজস্ব ঘাটতি থাকছে তাহলে আমাদের এখানে ভাণ্ডার বাড়াবার সুযোগ কোথায়? অর্থনীতির কোন পাতায় লেখা নেই ফিসক্যাল ঘাটতি হবে, ডেফিসিট হবে, যেখানে ফরেন থেকে ডেফিসিট হবে সেখানে আমাদের কি মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ বেড়ে যাবে? সুতরাং এই ঋণ যে কি হবে ওটা সমীরবাবুর থিওরি না,

মনমোহন সিংয়ের থিওরি না, নরসীমা রাও-এর থিওরি না। এটা সবাই জানে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবৎ জীবন সুখং জীবেৎ''। এই জন্যই ওরা যত বছর এখানে রাজত্ব করেছেন তত বছর মাংস, বিড়িয়ানী, মিষ্টি, একটু একটু ঠাণ্ডা জল, একটু একটু ঠাণ্ডা দই এই সব করে রাজ্যের সর্বনাশ করে গেছে। এই সর্বনাশ তো আর হতে দেওয়া যাবে না, রক্ষা করতে হবে।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, করছি স্যার। সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট এনেছেন, এই বাজেটে সেই সব দিকগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে এই কঠিন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা এনেছেন। স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যা বলেছেন এটাতে আমি একমত হতে পারছি না কারণ ওরা কোন কিছুই এই বাজেট দেখছেন না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে একজন অন্ধকে দাঁড় করিয়ে বলছে এই হাতিটা কেমন দেখ তো? এটার নাম হয়েছে অন্ধের যষ্টীদর্পন। কেউ কানের মধ্যে ধরে বলছে এটা কুলার মতো, কেউ পায়ে হাত দিয়ে বলছে এটা পালার মতো, কেউ নাকে হাত দিয়ে বলছে এটা মূলা মনে হচ্ছে। সুতরাং এক একজন এক এক রকম দেখছেন। অন্ধের যষ্টীদর্পনের দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে যদি এই বাজেটকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তো কোন ব্যতিক্রম নেই। সে জন্যই কোন অবস্থাতেই তাদের এই বিরোধিতাকে সমর্থন করা যায় না। সে জন্যই আমি উনাদের কাছে আবেদন রাখছি এইগুলি ছাড়ুন, ছেড়ে রাজ্যের কল্যাণের জন্য, মানুষে মানুষে যাতে সাম্প্রীতি বজায় থাকে, জাতি-উপজাতির যে সম্প্রীতি ভেঙেছে তাকে গড়ুন, অর্থনীতি গড়বার জন্য যে বাজেট আনা হয়েছে অন্ততঃ আমাদের প্ল্যানসাইড সেটা ঠিক হয়ে গেছে সেই প্ল্যানের টাকা আমরা তাড়াতাড়ি প্রয়োগ করতে পারি, কিছু সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি তার জন্য সকলে মিলে বাজেটকে সমর্থন করে এই বাজেট পাশ করান এই সব বিরোধিতার রাস্তা ছেড়ে দিন। বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বিরোধিতা করা। এটা করে রাজনীতি করা যায়

না, ও রাস্তা ধরবেন না সভায় এই আবেদন রেখে এবং এই বাজেটকে পাশ করার জন্য সকলের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই হাউস আগামী ২২শে মার্চ, বুধবার, ১৯৯৫ ইং সকাল ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No :- 21

Name of M. L. A. :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের পি, এফ, ল্যাণ্ড (সংরক্ষিত বন) খাস ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকিলে তবে কবে নাগাদ এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department.
Shri Samar Choudhury, Revenue Department.

১) ও ২) রাজ্যে রিজার্ভ ফরেষ্টের জন্য আইনতঃ জমি নির্দ্ধারিত করা আছে। এর বাইরে পি, এফ, ল্যাণ্ড (সংরক্ষিত) ভূমি বলতে কিছুই নাই। ১৯৮২ সালে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫১ সালের তদানিন্তন চিফ্ কমিশনারের ঘোষিত পি, এফ, ল্যাণ্ডের আদেশটি অকার্যকরী ও প্রত্যাহার করেন।

১৯৬০ সালে ত্রিপুরার জমি সংক্রান্ত একটি পূর্ণ আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তখন থেকে রিজার্ভ ফরেষ্ট বহির্ভূত সকল জমির উপর রাজ্য সরকারের সর্ব্ব প্রকার আইনতঃ অধিকার বর্ত্তায়। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮০ সালে ফরেষ্ট কনজারভেশন এ্যাক্ট আইন প্রনীত করে ১৯৮৮ সালে তার কিছু সংশোধন

করে সারা দেশে প্রয়োগ করে রেখেছেন।

কেহ কেহ ফরেষ্ট কনজারভেশন এ্যাক্টকে পি, এফ, ল্যাণ্ড এর সাথে মিশিয়ে ফেলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। রাজ্য সরকার ফরেষ্ট কনজারভেশন এ্যাক্টকে কার্য্যকরী রাখার জন্য সচেষ্ট থেকেই বন দ্বারা আবৃত সুনির্দ্দিষ্ট জায়গাগুলিকে বাছাই করে পি. এফ, ল্যাণ্ড গঠন করার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন।

Admitted Starred Question No :— 129.

Name of Member :— Shri Sudhan Das.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে মোট কত কি. মি. আই, বি, বি, রোড হবে ?

২) এই রোডের সীমানা নির্ধারণ কয় কিভাবে ?

৩) ইহা কি সত্য, এই আই, বি, বি, রোড যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে না হয়ে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে ?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট ৮৩১ কি. মি. আই বি, বি, রোড হবে।

২) এই রোডের সীমানা নির্ধারণ হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে।

ক) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা নজরদারী করার জন্য হাল্কা মোটরগাড়ী চলাচলের লক্ষ্য রেখে।

খ) আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি যে রাস্তা আছে তার কিছু অংশ আই, বি, বি, রোড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩) ইহা পুরোপুরি অসত্য। আই বি, বি, রোড নির্মাণ করা হয় নিম্নলিখিত অনুমোদিত মান অনুসারে।

ক) মোট স্থাপন প্রশস্ত ৪ ২৭ মি.

খ) বহন পথ প্রশস্ত ২.৪৪ মি.

গ) সাব বেস কোর্স ২৫ থেকে ৩০ সে. মি ঘনত্ব এবং ওয়েরিং কোট ১২৫ মি. মি. ঘনত্ব সারফেস ড্রেসিং।

খ) পুলগুলোর লোড ক্লাসিফিকেশন ক্লাস– ১৮।

Admitted Starred Question No :— 153.

Name of Member :— Shri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনপুর সাবডিভিশনে জম্পুই সহ বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন তার বিবরণ এবং

২) কতদিনের মধ্যে এই গুলি চালু করা সম্ভব হবে।

Name of Minister :— Shri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১) কাঞ্চনপুর সাবডিভিশন এলাকা জম্পুই সহ পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য রিংওয়েল, মেসিনারী ওয়েল, সেনেটারী ওয়েল, ও ফেরো সিমেন্ট ট্যাঙ্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

২) এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জম্পুই পাহাড়ে বাড়ী বাড়ী ফেরো সিমেন্ট ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হয়েছে। মহকুমার অন্যান্য স্থানে রিংওয়েল ৫৩টি এবং মার্কট্ টিউবওয়েল ১১৭টি নির্মাণ করার পরিকল্পনা এই বৎসর নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে বর্তমান বৎসরে প্রস্তাবিত উৎস সৃষ্টি সম্ভব হবে।

Admitted Starred Question No :— 239.

Name of Member :— Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আর, এম, এন, পি, স্কীমে ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কত সংখ্যক বাস্তুহীনদের গৃহ নির্মানের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) বিগত ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক বৎসরে এই সংখ্যা কত ছিল ?

৩) এই অনুদান দুই হাজার (২০০০) টাকা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম পাঁচ হাজার (৫০০০) টাকা করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

Name of Minister : - Shri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১)

জেলা	মহকুমার নাম	মোট সংখ্যা
১) পশ্চিম ত্রিপুরা	১) সদর	৭৩০ জন
	২) সোনামুড়া	২০০ জন
	৩) খোয়াই	৪৪৫ জন
		১৩৭৫ জন
২) দক্ষিণ ত্রিপুরা	১) অমরপুর	২৭০ জন
	২) বিলোনীয়া	৩৫৫ জন
	৩) গণ্ডাছড়া	৮৫ জন
	৪) উদয়পুর	৩৭৫ জন
	৫) সাব্রুম	১৯০ জন
		১২৭৫ জন
৩) উত্তর ত্রিপুরা	১) ধর্মনগর	২৭৫ জন
	২) কমলপুর	২৯৫ জন
	৩) কাঞ্চনপুর	১৪৫ জন
	৪) কৈলাশহর	২৭৫ জন
	৫) লংতরাই	৩১০ জন
		১৩০০ জন

সর্বমোট ৩৯৫০ জন বাস্তুহীনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২) ১৯৯২-৯৩ সালে ২৬৫০ জন বাস্তুহীনদের গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩) এ ধরনের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

Admitted Starred Question No :—244

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Urban Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ায় মোট কতটি বস্তি অঞ্চল রয়েছে (এলাকার নাম সহ তাহার হিসাব),

২) এই সমস্ত বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কত? এবং

৩) ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বছরে উক্ত বস্তিবাসীদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কি না?

উত্তর

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় নিম্নে উল্লেখিত মোট ১৬টি বস্তি অঞ্চল রয়েছে।

১) শিবনগর, দক্ষিণ ধলেশ্বর (ধলেশ্বর মালি বস্তি)।

২) বিবেক পল্লী (সূর্য কলোনী, ধলেশ্বর)।

৩) টাউন প্রতাপগড়।

৪) জগহরিমুড়া।

৫) উত্তর বনমালীপুর।

৬) সুকান্ত কলোনী (বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের নিকট)।

৭) নূতন বোধজং স্কুলের বিপরীত এলাকা।

৮) বটতলা এবং শ্মশান ঘাটের মধ্যবর্ত্তী এলাকা।

৯) পশ্চিম জয়নগর।

১০) ঋষিপল্লী (উদ্বাস্তু অভয়নগর, ভাটি অভয়নগর)।

১১) রামপুর, কালিকাপুর এবং বঙ্কিমনগর।

১২) মোল্লাপাড়া, সিটাবনম।

১৩) অভয়নগর দাস কলোনী।

১৪) জ্যোতির্ময় কলোনী, লেনিন কলোনী (ক্যান্সার হসপিটাল সংলগ্ন)।

১৫) ভটিপুকুর।

১৬) পশ্চিম প্রতাপগড়।

২) এই সকল বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা অনুমিত ২০০০০ জন।

৩) উক্ত বস্তি এলাকাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৯৯৫-৯৬ইং অর্থ বছরে মোট তিন লক্ষ টাকা পৌর বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No :— 285

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বগাফা ব্লকের অধীন পশ্চিম চরকবাই গ্রাম পঞ্চায়েতে পশ্চিম চরকবাই পশ্চিম পাড়া হইতে মুহুরী নদী পর্যন্ত একটি গ্রামীণ রাস্তা হয়েছে।

২) হয়ে থাকলে কোন প্রকল্পের (JRY, FAS or SREP) মাধ্যমে হয়েছে এবং কত টাকা উক্ত রাস্তায় খরচ হয়েছে এবং কতদূর রাস্তা করা হয়েছে।

Name of Minister :— Shri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১) বগাফা ব্লকের অধীনে এই ধরনের কোন কাজ হাতে নেওয়া হয়নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 296

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayet Department be pleased to state : -

প্রশ্ন

১) পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তের জন্য Vigilence কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা ?

২) যদি গঠন হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ কার্যকর হবে ?

উত্তর

পঞ্চায়েতের দুর্নীতি এ সংক্রান্ত কোন প্রকার অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নিকট কোন তথ্য নাই। তবে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৩ইং এর ৮নং ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, প্রকল্প এবং অপরাপর কর্ম প্রক্রিয়া দেখাশুনা করতে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় এগুলোর সংশিষ্ট রিপোর্ট পেশ করতে নির্ধারনমত সদস্য সংখ্যা নিয়ে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি করে তদারকি কমিটি গঠন করার বিধান আছে।

উক্ত কমিটি গঠন করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. :— 297

Name of Member :— Sri Ratan Lal Nath,

প্রশ্ন

১) কেন্দ্রীয় সরকারের M. P's Local Area Development Scheme-এর মতো রাজ্যেও প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য M. L A's Local Area Development Scheme বা এধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে সরকারের এ ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 327

Name of Member :– Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state —

উত্তর

১) মোহনপুর ব্লককে দু'ভাগ করে বড়জলা ও বামুটিয়া নিয়ে একটি নূতন ব্লক গঠন করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১। এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 333

Name of the M. L. A. :– Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :–

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে খাস ভূমি জবর দখল থেকে মুক্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt.
Shri Samar Choudhury Revenue Minister.

১। খাস ভূমি যাহারা দখল করে আছেন সরকার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৬০ ইং মোতাবেক উপযুক্ত প্রার্থীকে বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন। যদি কেহ বন্দোবস্তীয় আইনের আওতায় না পড়ে তবে তাহাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না এবং ঐ জাতীয় বে-আইনি দখল করাকে আইনানুযায়ী উচ্ছেদক্রমে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No : 364
Name of M. L. A. : — Shri Madhab Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে আদিম জাতি কল্যানের জন্য পি, জি, পি, দপ্তর কর্তৃক কি কি প্রকল্প কার্য্যকারী করা হচ্ছে ?

২) উক্ত প্রকল্পগুলি কার্য্যকরী করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে ?

৩) এখন পর্য্যন্ত কতগুলি পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আদিম জাতি কল্যাণের জন্য পি, জি. পি. দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন পরিবার পিছু ১½ হেঃ পরিমিত জায়গায় বনায়ণ তৈরী, ফলের বাগান তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষণ, জলাশয় খনন, লুঙ্গা আবাদ, গৃহ নির্মানের অনুদান, পশু পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা, বিদ্যালয়ের পোশাকের আর্থিক সহায়তা, পরিবার পিছু ৬ মুঠা সুতা সরবরাহ ইত্যাদি আর্থিক অনুদান সহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। এছাড়া যৌথ প্রকল্পে রাস্তা নির্মান, কমিউনিটি হল নির্মান, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যালয় নির্মান ইত্যাদিও করা হয়।

২। উক্ত প্রকল্পগুলি কার্য্যকর করার জন্য দপ্তরের নির্দিষ্টনীতি নির্দেশিকা আছে। ঐসব নীতি নির্দেশিকার মাধ্যমে ঐগুলি কার্য্যকরী করার জন্য দপ্তরের বিভিন্ন ফিল্ডলেভেল কর্মী আছে যাদের কাজ দেখাশুনা করার জন্য প্রোগ্রাম অফিসার, উপ-অধিকর্তা ও অধিকর্তা আছেন এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ ও বাস্তবায়িত কাজ দেখাশুনার জন্য পি, জি, পি, রেইঞ্জ ও বিভাগীয় স্তরের কমিটি আছে।

৩। এখন পর্য্যন্ত মোট ৮৫৯ পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। যার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১। সদর বিভাগ = ২৮৮৬
২। অমরপুর ,, = ২৪৩২
৩। উদয়পুর ,, = ৩১৯২
= ৮৫১০ পরিবার

Admitted Starred Question No. :— 370

Name of the M. L. A : — Shri Madhab Ch. Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪ ৯৫ বর্ষে রাজ্যে কত পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

২) দেওয়া হয়ে থাকলে কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt.
Shri Samar Choudhury, Revenue Minister.

১) ও ২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No 398

Name of M. L. A. : – Shri Pranab Debbarma,

Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজনকে এস, টি. এস, সি. Citizenship Certificate প্রদান করা হয়েছে ?

Minister-in-charge of the Revenue Department.

(Shri Samar Choudhury) Revenue Minister.

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।

Admitted Starred Question No. 413

Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে সমবায় ব্যাংকে সরকারী দপ্তর, কর্পোরেশন, স্থানীয় শায়ত্ব শাসিত সংস্থা উন্নয়নমূলক বিভাগ ইত্যাদি থেকে তহবিল জমা রাখার কোন বিধিবদ্ধ সরকারী আদেশ আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে তা কবে চালু হয়েছিল ?

৩) যদি না থাকে তবে সরকার থেকে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

১। না, লিখিতবদ্ধ আদেশ নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। Directorate of Institute of finance, Finance Deptt. থেকে Memorandoum আকারে বিগত 18th March, 89 এবং 14. 9. 90 ইং তারিখে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমস্ত দপ্তর প্রধান আধা সরকারী সংস্থার প্রধানদের অনুরোধ জানানো হয়, যাতে করে তারা তাদের আমানত রাজ্য সমবায় ব্যাংকে জমা রাখে।

Admitted Starred Question No. 416
Name of M. L. A. :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state —

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর এলাকায় স্বস্তি সমিতির অন্তর্গত মোট ভূমির পরিমাণ কত?

২। তার মধ্যে উপজাতিদের বে-আইনি হস্তান্তরিত জমির পরিমান কত?

৩। বর্তমানে স্বস্তি সমিতির মধ্যে বে-আইনিভাবে উপজাতিদের জমি ক্রয় বিক্রয় হয় কিনা ?

৪। যদি হয়ে থাকে তার হিসাব?

৫। উক্ত স্বস্তি সমিতির সরকারী ভাবে (আইনগত) বৈধ না অবৈধ ?

৬। যদি অবৈধ হইয়া থাকে তবে উক্ত সমিতি বাতিল করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর এলাকায় স্বস্তি সমিতির দখলীয় জমির পরিমান প্রায় ৪,৯৫৩ ৭১ একর।

২), ৩), ৪) ৫) ও ৬) নং প্রশ্নের উত্তর : — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 420

Name of the M. L. A :— Shri Pranab Deb Barma
Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত পরিমান জমি খাস, পি, এফ এবং আর, এফ, এর আওতাধীন রয়েছে ?

২। মহকুমা ভিত্তিক ঐ জমির হিসাব।

৩। গরীব ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের সুবিধার্থে পি, এফ এবং আর, এফ মুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১), ২) ও ৩) নং প্রশ্নের উত্তর : —

রাজ্যে বর্তমানে পুন:জরিপের কাজ চলিতেছে। পুন:জরিপ শেষ হইলে পর রাজ্যে কত খাস জমি আছে তাহা নিরূপণ করা যাবে।

১৯১২ ইং সনে তদানিন্তন চীফ্ কমিশনার এক আদেশ বলে রাজ্যে ২৪৩৮ বর্গ মাইল ভূমি রক্ষিত বন হিসাবে ঘোষনা দেন। কিন্তু এই ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে ভূমি দখলকারগণের স্বত্ব ও অধিকার সম্পর্কে কোন প্রকার পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। এবং রক্ষিত বনের জায়গা সুনির্দ্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয় নাই। তাই ১৯৮২

সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা তদানিন্তন চীফ্ কমিশনারের ঘোষিত রক্ষিত বন সম্পর্কীয় আদেশটি অকার্যাকর ও প্রত্যাহার করেন।

অতএব বর্ত্তমানে রক্ষিত ভূমি বলতে কিছুই নাই এবং নূতন করে কোন P. F. গঠন করা হয় নাই।

ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইনে R. F. গঠন হয়েছে অতএব ইহা মুক্ত করার প্রশ্ন আসে না।

৩য় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় বন আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূর্ব্বতন রক্ষিত ভূমির মধ্যে বনে আবৃত ভূমি চিহ্নিত করে "রক্ষিত ভূমি" গঠন করার জন্য সক্রিয় ভাবে বিবেচনায় রেখেছেন।

রাজ্যে বর্ত্তমানে ৩৫৭২ বর্গ কি. মি. সংরক্ষিত বনভূমি আছে।

Admitted Starred Question No : 426

Name of M. L. A : – Shri Anil Chakma.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে কত হেক্টর জমিতে কতগুলি পরিবারকে রাবার বাগানের মাধ্যমে পূর্ণবাসন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল ?

২। যদি থেকে থাকে কোন কোন বিভাগে কত পরিবারকে পূর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে।

৩। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে কত পরিবারকে পূর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে ১৪৭০-০০ হেক্টর জমিতে ১৬২০টি পরিবারকে রাবার বাগানের মাধ্যমে পূর্ণবাসন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

২) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তর কতৃক নিয়ন্ত্রিত ভাবে পূর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে।

দপ্তরের নাম	পুর্ণবাসন দেওয়া পরিবারের সংখ্যা
T. R. P. C. Ltd.	৮৪ পরিবার।
T. F. D. P. C. Ltd	৭৩ ,,
T. T. A. D. C.	২৪ ,,
Rubber Board	১১৬১ ,,
	সর্বমোট :— ১৩৪২ পরিবার।

৩) ১৯৯৩-৯৫ইং অর্থবছরে মোট ১০৪৯ পরিবারকে রাবার বাগানের মাধ্যমে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছিল।

Admitted Starred Question No :— 433

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Name of Minister :— The Minister-in-charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১। ১৯৯১ইং সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিলোনীয়া NOTIFIED AREA AUTHORITY বিভিন্ন কাজে কত টাকা খরচ করেছে?

২। উক্ত সময়ে কাজের ও টাকার আলাদা হিসাব ?

উত্তর

১) ও ২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No :—481

Name of the M. L. A. :— Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সিলাছড়ী তহশীল অঞ্চল কোন বিভাগের সঙ্গে থাকবে ?

২। যদি সাব্রুম বিভাগের সঙ্গে না থাকে তার কারণ কি ?

৩। ঐ এলাকার জনগন সাব্রুমে থাকার জন্য সরকারের নিকট কোন আবেদন করেছেন কি ?

উত্তর

Minisger-in-charge of the Revenue Department.
Shr Samar Choudhury, Revenue Minister,

১নং, ২নং ও ৩নং, প্রশ্নের উত্তর :—

রাজ্যে কয়েকটি মহকুমা পূর্ণগঠনের প্রয়োজনে সাব্রুম মহকুমা থেকে শিলাছড়ি সহ কয়েকটি রেভিনিউ মৌজা অমরপুর মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ঐ অঞ্চলের জনগনের অধিকাংশের এই সম্পর্কে আপত্তি থাকায় এবং সাব্রুম মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করায় বিষয়টিকে আবার পর্য্যালোচনা করা হয়।

পর্য্যালোচনায় জনগনের আপত্তির কারণ সমূহ বিবেচিত হয়। পুনরায় সাব্রুম মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 58

Name of Member :— 1) Sri Sudhir Ch. Das.
2) Sri Makhanlal Chakraborty.
3) Sri Khagendra Jamatia.
4) Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯১-৯২ হইতে ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যে SREP, NREP, EAS, PMYR প্রকল্পে কত শ্রম দিবসের কাজ করা হয়েছে এবং তাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে (প্রতিটি ব্লকের বৎসর ভিত্তিক হিসাব)।

২) উক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কতগুলি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং পর্য্যন্ত উক্ত প্রকল্পগুলির দ্বারা কত শ্রম দিবসের কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৪) সাপেমা ব্লকের কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে SREP, EAS স্কীমে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১) ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৩-৯৪ পর্য্যন্ত SREP-তে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৩৬ ৮৮৭ লক্ষ, ২২.৬৭৭ লক্ষ ও ২৭'৬৮৬ লক্ষ। এই সময় এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৫৫৩'৫০৯ লক্ষ, ৪৪০'৪২৪ লক্ষ এবং ৪৭২ ১১২ লক্ষ টাকা EAS প্রকল্পে ১৯৯৩-৯৪ বৎসরে ১৬'১৪ লক্ষ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয় এবং ৬৫৯'৩৪৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ১৯৯৩-৯৩ইং এর আগে EAS চালু ছিল না। এই সময়ে NREP প্রকল্প চালু ছিল না। P,M,Y,R নামে কোন প্রকল্প গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের অধীনে রূপায়িত হয় নি. ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন।

২) ব্লক ভিত্তিক স্থায়ী সম্পদের বিবরণ সংগ্রহাধীন।

৩) বর্তমানে সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত SREP ও EAS এ যে শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে তা হল ৩৩ ১৮২ লক্ষ ও ৭১ ৩৫ লক্ষ। এখানে

উল্লেখ করা যায় যে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তথ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন।

৪) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No :— 59

Name of Member :— Sri Sudhir Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে RWS স্কীমে সারা রাজ্যে কি কি গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে এবং ঐ বৎসর কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

২) সালেমা ব্লক এলাকার কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কি কি গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে এবং তাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার আলাদা হিসাব।

Name of Minister :— Sri Tapan Chkaraborty.

উত্তর

১) ১৯৯২-৯৩ সালে RWS Shceme-এ এই কাজ গুলো হয়েছে

মার্কটু — ৩১৬টি

জলাধার — ১টি

সাধারণ টিউব ওয়েল

পুনঃ স্থাপন ১৯২৭টি

এ ছাড়া মার্কটু ও সাধারণ টিউব ওয়েলের মেরামতও করা হয়। RWS এ বরাদ্দের এক অংশ বেতন ইত্যাদি বাবদ ও খরচ করা হয়। এ, ডি, সিকেও বরাদ্দ অর্থের এক অংশ মার্কটু টিউবওয়েল করার জন্য দেওয়া হয়েছে ঐ বৎসর খরচ হয়েছে। ৩৩৯৫.০ লক্ষ টাকা।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No :— 60

Name of Member :— Shri Sudhir Ch, Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে R. D. Construction স্কীমে সারা রাজ্যে কি কি গ্রামীণ উন্নয়ণের কাজ করা হয়েছে, এবং ঐ বৎসরে কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

২) সালেমা ব্লক এলাকার কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কি কি গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে এবং তাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে; আলাদা হিসাব।

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১) R. D. Construction নামে কোন স্কীম গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের অধীনে নেই। Other R. D. Programme এর অন্তর্গত কমুনিকেশন ও বিল্ডিং স্কীম রয়েছে। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে এই দুইটি স্কীমে বিভিন্ন ব্লকে মোট ৩৩টি বিল্ডিং নির্মাণ ও মেরামতের কাজ হয়েছে এবং ৫৩টি SPT সেতু নির্মাণ ও মেরামতের কাজ হয়েছে। এই দুটো স্কীমে মোট ৪৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত টাকা খরচ হয়েছে।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No :— 61

Name of Member :— Sri Sudhir Ch, Das,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ আর্থিক বৎসরে C. D Communication স্কীমে সারা রাজ্যে কত টাকার কি কি কাজ করা হয়েছে ?

২। সালেমা ব্লকের কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং তাতে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty

উত্তর

১। C. D. Communication স্কীমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় যে খরচ হয়েছে এবং কাজ হয়েছে তা এই রূপ :—

	জেলা	বৎসর	টাকা	উন্নয়নমূলক কাজ
১।	পশ্চিম ত্রিপুরা	১৯৯০-৯১	২১, ৯১, ০০০	১) ব্রীক সলিংরোড ৫২ কিমি
				২) গ্রামীণ রাস্তা ৪ কিমি
				৩) ব্রীজ মেরামত ৯টি
				৪) এস. পি. টি ব্রীজ ১২টি
				৫) পেলাসিটিং কাজ ৩টি
				৬) বক্সকালভার্ট ২৬টি
		১৯৯১-৯২০	২১ ৫৪ ০০০	১) গ্রামীন রাস্তা ৬ কিমি
				২) এস. পি. টি, ব্রীজ ২০টি
				৩) কালভার্ট ১৫টি
	মোট :— পশ্চিম ত্রিপুরা ৪৩,৪৫, ০০০			
২।	দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৯৯০-৯১	৬,০১ ০০০	১) এস, পি, টি, ব্রীজ ৯টি
				২) স্পানপাইপ ২০টি
				৩) ব্রীজ ৪টি
				৪) রাস্তা ৪টি
		১৯৯১-৯২	১১,৭৬,০০০	১) ব্রীজ ৫৩টি

মোট: দ: ত্রিপুরা ১৭,৭৭,০০০

উত্তর ত্রিপুরার তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 78

Name of Member :— Sri Makhanlal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থিক বৎসরে সামাজিক বনায়নে রাজ্য সরকার কত অর্থ ব্যয় করেছেন।

২। তাতে কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে এবং কত পরিবার এই সামাজিক বনায়নের আওতায় এসেছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ইহা কি সত্য যে এই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিগত বামফ্রন্ট সরকার বনদপ্তরের মাধ্যমে আলাদা ইউনিট গঠন করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং রাজ্যে ব্যাপক ভাবে তাহা সম্প্রসারিত হয়েছিল।

৪। সত্য হইলে পুনরায় সেই ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

১। জে, আর ওয়াই ও ই এ. এস, এ সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে মোট ব্যয় হয় ১০৪.৮৬ লক্ষ টাকা।

২। সামাজিক বনায়নে জে, আর, ওয়াই এ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় ২.০৫৩ লক্ষ এবং ই. এ, এস, এ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৮৬,৭০০ শ্রম দিবস।

৩। বনদপ্তর আংশিকভাবে সামাজিক বনায়ন রূপায়িত করেছিল। এছাড়া বি,ডি,ও দের গাছের চারা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করত। এখনও বিডিও বনদপ্তরের সহযোগীতায় প্রকল্প রূপায়ন করে। ই, এ, এস, এ বনায়নের কর্মসূচি ডি, এফ, ও, ও সরাসরি করছে।

৪। ই. এ. এস. এ বনদপ্তরের সক্রিয় অংশ গ্রহনের পরিপেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No 79

Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ক] সমবায় সমিতি সমূহের যে সমস্ত Wil ful defaulter সদস্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ্ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ১৯৯৪-৯৫ সনে ৫৭১টি ডিসপিউট কেইস দিয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি Case এ সমনজারী করা হইয়াছে, কতগুলি Case এর Award জারী করা হইয়াছে ও কতকগুলি Case-র certificate issue হইয়াছে।

২) উপরোক্ত case গুলির মধ্যে কতগুলি execution করা হইয়াছে।

৩) ত্রিপুরা ষ্টেট কো অপারেটিভ ব্যাংক হইতে ১৯৯৪ইং এর আগে দাখিল করা কতগুলি Dispute case সমবায় দপ্তরে আছে, ঐ case গুলি কি পর্য্যায়ে আছে?

উত্তর

১) ক) ৫৭১টি Dispute case এর মধ্যে ৪১৩টি case এর সমনজারী করা হয়েছে।

খ) ১৩০টি case এর Award জারী করা হয়েছে।

গ) ১২টি case এর certificate issue করা হইয়াছে।

২) উপরোক্ত case গুলির মধ্যে ৫টি case এর execution করা হয়েছে।

৩) ১৯৯৩ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক হইতে ৬২০টি Dispute case সমবায় দপ্তরে আছে। নোটিশ জারির কার্য্য চলিতেছে।

Admitted Un-starred Question No. 81

Name of Member :- Sri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে ক্লাষ্টার ভিলেজ (গুচ্ছগ্রাম) গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

২) নিয়ে থাকলে এখন পর্য্যন্ত কয়টি গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কত অর্থ খরচ হয়েছে (গ্রামের নাম ও ঠিকানা) ।

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty

উত্তর

১) না ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Unstarred Question No. 83

Name of M. L. A :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে খাস ভূমির পরিমান কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। সারা রাজ্যে বর্ত্তমানে খাস ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য কি পরিমান দরখাস্ত রাজ্য সরকারের কাছে জমা আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। যদি থাকে তবে তাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত অবিলম্বে দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১,২,৩নং প্রশ্নের উত্তর :— ভূমি রাজস্ব আইনে ভূমির কোন ব্লক ভিত্তিক হিসাব

রাখা হয় না। ব্লক এলাকা ভিত্তিক কৃষি জমি allotment এর দরখাস্তের সংখ্যা সংগ্রহাধীন রয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 85

Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সমবায় সমিতি গুলির পাওনা টাকা আদায়ের জন্য কতগুলি মামলা পেণ্ডিং আছে? সেই মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

২। সমবায় সমিতি গুলির পাওনা টাকা আদায় সম্পর্কিত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সমবায় সমিতি গুলিকেই ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব কিনা?

৩। বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষমতা রেজিষ্ট্রার এর হাতে থাকায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির অন্তরায় ঘটিতেছে। ইহা কি সত্য?

উত্তর

১। সমবায় সমিতি গুলির পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মোট ৪৪৫টি মামলা পেণ্ডিং আছে। মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আইনানুযায়ী ঋণ গ্রহীতাদের নামে সমন/নোটিশ জারি করা হয়েছে।

২। প্রচলিত আইনে এধরনে বিধান নাই।

৩। প্রচলিত সমবায় আইনে জেলাস্তরের উপ-নিয়ামকদের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় মামলা নিষ্পত্তিতে কোন রকম অন্তরায় এ যাবৎ ঘটে নাই।

Admitted Un-starred Question No. 93

Name of M.L.A :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা সরকারের খাস ভূমিতে কত হেক্টর পি, এফ, করা হয়েছে তার হিসাব সরকারের নিকট আছে কি ?

২। থাকিলে কোন বিভাগে কত হেক্টর পি, এফ, করা হয়েছে তাহার তথ্য।

উত্তর

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর: - ১৯৮২ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক পি, এফ, ল্যাণ্ড এর ঘোষনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর কেবলমাত্র ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইন সারা দেশের ন্যায় ত্রিপুরাতেও কার্য্যকরী পি, এফ ল্যাণ্ড বলতে কিছুই নাই।

জোট সরকারের আমলে এ, ডি সি, বহির্ভূত এলাকায় পঁচিশ হাজার হেক্টর ছোট ছোট খণ্ড জমিতে প্রায় প্রতি মহকুমাতেই পি, আর, এফ গঠন করার নটিফিকেশন করা হয়েছিল ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের সুনির্দ্দিষ্ট আইন লঙ্ঘন করে এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া এই নটিফিকেশন হয়েছিল।

বর্ত্তমানে ভারতীয় বন সংরক্ষন আইন অনুযায়ী বন দ্বারা আবৃত খাস জমিগুলিকে বন ভূমির জন্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন।

Printed by :

Secretary,

Junior Press Owner's Association Tripura,

AGARTALA, TRIPURA.